আড়াই টাকা

অভিনব সংস্করণ

অষ্টম প্রচার

এই গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী—

গ্রন্থকারের একমাত্র দৌহিত্র
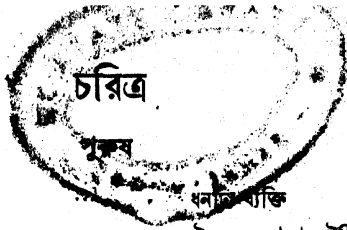
শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বসু

চরিত্র

পুরুষ

যোগেশচন্দ্র ঘোষ		...	ধনাঢ্য ব্যক্তি
রমেশচন্দ্র	...	...	ঐ মধ্যম ভ্রাতা এটর্ণি
সুরেশচন্দ্র	...	...	ঐ কনিষ্ঠ
যাদব	...	...	ঐ পুত্র
পীতাম্বর	...	...	ঐ কর্ম্মচারী
কাঙ্গালীচরণ	...	...	ডাক্তার
শিবনাথ	...	...	সুরেশের বন্ধু
মদন ঘোষ	...	...	বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো
ভজহরি	...	...	কাঙ্গালীর ভাগিনেয়

অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যাঙ্কের দেওয়ান, ইনেস্‌পেক্টার, জমাদার, পাহারা-ওয়ালাগণ, ইণ্টারপ্রেটার, অন্নদা পোদ্দার, উকিলগণ, মেট, কয়েদীগণ, জেল-ডাক্তার, ব্যাপারিদ্বয়, শুঁড়ি, মাতালগণ, মুটে, ডাক্তার, সহিস, ভৃত্য, দরোয়ান, সার্জ্জন, জনৈক লোক, টারণ্‌কি (জেলদ্বার-রক্ষক) ইত্যাদি

স্ত্রী

উমাসুন্দরী	...	...	যোগেশের মাতা
জ্ঞানদা	...	...	ঐ স্ত্রী
প্রফুল্ল	...	...	রমেশের স্ত্রী
জগমণি	...	...	কাঙ্গালীর স্ত্রী

খেম্‌টাওয়ালীগণ, বাড়ীওয়ালী, পরিচারিকা, একজন ইতর স্ত্রীলোক ইত্যাদি.

সংযোগস্থল—কলিকাতা

"প্রফুল্ল"

১২৯৬ সাল, ১৬ই বৈশাখ, "ষ্টার থিয়েটারে" প্রথম অভিনীত।

স্বত্বাধিকারিগণ— স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু, স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র,
স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ বসু ও স্বর্গীয় দাসুচরণ নিয়োগী।

শিক্ষক ও অধ্যক্ষ ... ... স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
সঙ্গীত-শিক্ষক ... ... " রামতারণ সান্যাল।
নৃত্য-শিক্ষক ... ... " কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর ... ... " দাসুচরণ নিয়োগী।

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

— "গিরিশচন্দ্র" প্রণেতা স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সংগৃহীত

যোগেশ ... ... স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র।
রমেশ ... ... " অমৃতলাল বসু।
সুরেশ ... ... " কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
যাদব ... ... পরলোকগতা তারাসুন্দরী।
পীতাম্বর ... ... স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
কাঙ্গালীচরণ ... ... " শ্যামাচরণ কুণ্ডু।
শিবনাথ ... ... " শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)।
মদন ঘোষ ও ১ম ব্যাপারী ... " নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
ভজহরি ... ... "অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)।
জনাঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ... ... " রামতরণ সান্যাল।
ব্যাঙ্কের দেওয়ান ও জমাদার ... " উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
ইন্সপেক্টার ... ... " প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
ইন্টারপ্রেটার ও জেল ডাক্তার ... " বিনোদবিহারী সোম (পদবাবু)।
২য় ব্যাপারী ও টারণ্কি ... " অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।
শুঁড়ি ... ... স্বর্গীয় শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়।
জনৈক লোক ... ... " অঘোরনাথ পাঠক।
উমাসুন্দরী ... ... পরলোকগতা গঙ্গামণি।
জ্ঞানদা ... ... " কিরণবালা।
প্রফুল্ল ... ... " ভূষণকুমারী।
জগমণি ... ... " টুন্নামণি।
বাড়ীওয়ালী ... ... " এলোকেশী।
ইতর-স্ত্রীলোক (মাতালনী) ... " বনবিহারিণী (ভুনি)।
খেম্‌টাওয়ালীদ্বয় ... পরলোকগতা প্রমদাসুন্দরী ও কুসুমকুমারী (খোঁড়া)।

☞ স্বয়ং গ্রন্থকার বহুবার "যোগেশের" ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন।

প্রফুল্ল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদা

মা। মা, এতদিন লক্ষ্মীর কৌটটী আমার কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম, তুমি যত্ন করে রেখো; মা লক্ষ্মী ঘরে অচলা থাক্‌বেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হ'লে; দেওর দুটীকে পেটের ছেলের মত দেখো। জান্‌বে, তোমার যাদবও যেমন—রমেশ, সুরেশও তেমনি। মেজবৌমাকে যত্ন করো। মা, আপনার পর সব যত্নের, তুমি মেজবৌমাকে যত্ন ক'রে তোমাকে মা'র মতন দেখ্‌বে। আর নিত্য নৈমিত্তিক পাল-পার্ব্বণ বার-ব্রত যেমন আছে, সকলগুলি বজায় রেখো। এখন গিন্নী হ'লে, সব দিকে বুঝে চলো, বরং দু' কথা শুনো, তবু কারুকে উঁচু কথা বোলো না, কারুর মনে দুঃখ দিও না, সকলের আশীর্ব্বাদ কুড়িও; আর কি বল্‌ব মা, পাকা চুলে সিঁদুর প'রে নাতির নাতি নিয়ে সুখে ঘর-ঘরকন্না কর।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ মা, তুমি কি আর বৃন্দাবন থেকে আস্‌বে না?

উমা। কেমন ক'রে বল্‌বো মা, গোবিন্দজী কি পায়ে রাখবেন!

জ্ঞানদা। না মা, তুমি ফিরে এস, তুমি গেলে বাড়ী খাঁ খাঁ কর্‌বে। আর আমি কি মা, সব গুছিয়ে কর্‌তে পার্‌বো, তোমার আদরে আদরেই বেড়িয়েছি, ঘর-ঘরকন্নার কি জানি মা!

উমা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী! তোমায় ঘরে এনে আমার যোগেশের বাড়-বাড়ন্ত; তোমায় কচি বেলা থেকে যে দিকে ফিরিয়েছি, সেই দিকে ফিরেছ। তুমি মা একেলে মেয়ের মতন নও, তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি, তোমা হ'তে আমার ঘর-ঘরকন্না সব বজায় থাকবে।

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। মা, তুমি হেথায় রয়েছ, আমি তেল নিয়ে দুষ্টি খুঁজ্‌ছি, তুমি রোজই বেলা কর্‌বে, রোজই বেলা করবে; আমি ভাত চাপা দিয়ে এয়েছি, তোমার পাতের ডালবাটা নিয়ে তবে খাবো; তা তুমি তো নাইবে না; এস নাইবে এস!

উমা। তোর ডালবাটা খেয়ে আর আশ মিট্‌ল না।

প্রফুল্ল। তুমি খেঁতে দাও বুঝি? যে দিন চাই, সেই দিন বল, পেটের অসুখ কর্‌বে।

উমা। তা এইবার আমি ম'লে খুব একমাস ধ'রে ডালবাটা খাস্‌।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ মা, তুমি যদি বৃন্দাবনে যাও, আমিও যাব।

উমা। আগে তোর নাতি হোক্‌, তার পর যাবি।

প্রফুল্ল। নেই নিয়ে গেলে, তোমায় তেল মাখাবে কে? উনুন ধরাবে কে? পাথর মেজে দেবে কে? মনে কচ্ছো ঝি রাখ্‌বে? সে বাসনে সগড়ি রেখে দেবে, কেমন মজা জান তো? সেই আমায় মাজ্‌তে

দাও নি—একদিন দালের খোসা, একদিন শাকের কুচি ছিল ;—আমায় নিয়ে চল।

জ্ঞানদা। তুই যাদবকে ফেলে যেতে পার্‌বি ?

প্রফুল্ল। মা কি যাদবকে ফেলে যাবে না কি ? ও মা, তুমি কি নিষ্ঠুর মা ! ওঃ হরি ! তবেই তুমি আমায় নিয়ে গেছ ! তুমি যার যাদবকে ফেলে যাচ্ছ ! এই মাসেই আস্‌বে, তুমি তো একুশে যাবে ?

উমা। আঃ ! দাঁড়া বাছা, আগে যাওয়াই হোক্‌।

প্রফুল্ল। ওমা, শীগ্‌গির এস, বটঠাকুরের গলা পাচ্ছি।

উমা। তুই যা, ভাত খেগে যা, তার পর আমার পাতে খাস এখন; আমি যোগেশকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে যাচ্চি।

প্রফুল্ল। কিন্তু তুমি শিগ গির এস, আমি তেল নিয়ে বসে রইলুম।

প্রফুলর প্রস্থান

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। মা, রমেশ গাড়ী ঠিক ক'রে এল, একখানা গাড়ীই নিলুম ; তুমি মেয়ে গাড়ীতে থাক্‌বে, আমরা আলাদা গাড়ীতে থাক্‌ব, সে নানান্‌ লটখটি, ঐ এক গাড়ীতেই সব যাব।

উমা। এখনও খাওনি ?

যোগেশ। না, একটু কাজ ছিল।

উমা। খাওয়া দাওয়া হ'লে একবার আমার কাছে যেও। আমি দেনা-পাওনা গুলো তুলে দেব। আর বল্‌ছিলুম কি, চাটুয্যে ঠাকুর-পোর তো কিছু নেই, ঢের সুদ খেয়েছি, ওর বন্ধক জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিও।

যোগেশ। তা বেশ তো।

উমা। আর বাবা, বল্‌ছিলুম কি, বামুনদিদির বড় সাধ, আমার সঙ্গে

যায়, হাতে কিছু নেই, একজন বামুনের মেয়ে আমার সঙ্গে থাক্‌তো—

যোগেশ। মা, তুমি 'কিন্তু' হ'য়ে বল্‌ছো কেন? যাকে সঙ্গে নিতে হয় নাও, যা ইচ্ছা হয় বল। বাবার কিছু কত্তে পারি নি, তুমিও কখনও কিছু ভার দাও নি, তুমি 'কিন্তু' হ'লে আমার মনে দুঃখ হয়।

উমা। বাবা, আমি তোদের পেটে ধরেছিলুম বটে, কিন্তু আমি মা নই, তোরাই আমার বাপ, আমি কখনও তোদের একটা ভাল সামগ্রী কিনে খাওয়াতে পারি নি, কিন্তু বাবা তোমাদের কল্যাণে আমার যাকে যা ইচ্ছে হয়েছে, দিয়েছি। আমার আর কিছু সাধ নেই। যারা যারা ধারে, তাদের যদি ঋণে মুক্তি দিতে পারি, এইটি আমার ইচ্ছে। শুনেছি বাবা, দেনা দিতেও আস্‌তে হয়, পাওনা নিতেও আস্‌তে হয়। গোবিন্দজী যেন এই করেন, তোমাদের রেখে যাই, আর না ফিরতে হয়! তা বেশী পাওনা নয়, সব জড়িয়ে সড়িয়ে হাজার টাকা।

যোগেশ। তা তুমি যাকে যা দিতে হয়, দিয়ে দিও।

উমা। তাই বল্‌ছি বাছা, তুমি উপযুক্ত সন্তান, তোমায় না বলে কি কিছু পারি; তবে আমি তাদের ডাকিয়ে বলে দিই গে, আর যার যা জিনিস বন্ধক আছে, ফিরিয়ে দিই গে।

যোগেশ। মা, সে পাগ্‌লা মদন ঘোষ ফিরে এসেছে।

উমা। কোথায়, কোথায়?

যোগেশ। আমি তাকে বাইরে একটা ঘর দিয়েছি, সে তেমনই পাগল আছে।

উমা। বাবা সে পাগল নয়, অমনি পাগ্‌লামো করে বেড়ায়। ও সব লোক কি ধরা দেয়!

প্রথম অঙ্ক

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদন। এই যে যোগেশের মা আছ, যোগেশ আছ।

উমা। বাবা, প্রণাম হই।

মদন। আমি বল্‌ছিলুম কি, বংশটা লোপ হ'ল—যা হয় ক'রে একটা বে থা দাও না। যেমন মেয়ে হয়, একটা পুত্র সন্তান নিয়ে দরকার। শুন্‌ছি, তোমার ছোট ছেলের সম্বন্ধ কচ্ছো, আমারও ঐ সঙ্গে একটা সম্বন্ধ কর। বয়স আমার বেশী নয়, কিসের বয়স!

যোগেশ। মদন দাদা, তোমার ক'নে গড়াতে দিয়েছি, মোটা মোটা সুঁদরীর চেলা দিয়ে!

মদন। ওই ঠাট্টা কর, ওই ঠাট্টা কর, বংশটা লোপ হয় যে।

উমা। বাবা, ওর কথায় রাগ করো না। তোমার নাত বোয়েদের আশীর্ব্বাদ করবে এস। তোমার মেজ নাতবো'র আজও ব্যাটা হয় নি, আর একটা মাদুলী দিতে হবে।

মদন। ব্যাটা হয় নি, সে কি? চল তো, চল তো।

উমা। বাবা, তবে জিনিসগুলো বার করে দিও।

যোগেশ। আচ্ছা মা।

উমাসুন্দরী ও মদন ঘোষের প্রস্থান

জ্ঞানদা। ঠাকরুণের এক কথা—ওকে পাগল বল্লে বড় রাগেন।

যোগেশ। ঐ যে ওঁকে মাদুলী দিয়েছিল, তারপর আমরা হ'য়েছি!

জ্ঞানদা। ও মা! তুমি এখন আবার কাগজ নিয়ে বসলে কি গা! নাইবে টাইবে না?

যোগেশ। এই যাচ্ছি, এই চাবিটে নিয়ে মা যে সব জিনিসপত্র বন্ধক রেখেছিলেন, মাকে দিয়ে এস তো, ছোট সিন্ধুকে আছে।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা, তোমাদের কদ্দিন হবে?

যোগেশ। মাকে রেখেই চলে আস্‌বো; তার পর যা হয়—

জ্ঞানদা। যা হয় কি, একটা মুখের কথাই খসাও, কাজ তো বারমাসই আছে। নাও, খাও দাও, মন নিবিষ্টি ক'রে কাজ নিয়ে বসো এখন।

যোগেশ। মাকে রেখে এসে ভাবছি, দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌ব, তুমি যাবে? যাও তো নিয়ে যাই।

জ্ঞানদা। আর অতোয় কাজ নেই, মাকে রেখে এসে উনি আবার বেড়াতে যাবেন! আজ সাত বচ্ছর বেড়াতে যাচ্ছ, আর আমায় সঙ্গে নিচ্ছ।

যোগেশ। না, এবার সত্যি বেড়াতে যাব।

জ্ঞানদা। তা খেয়ে দেয়ে তো বেড়াতে যাবে? স্নান কর গে; বাবা ভ্যালা কাজ শিখেছিলে কিন্তু! কাজ! কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সক্ নেই!

যোগেশ। সক্ কর্‌বো কি, সক্ কর্‌বার কি দিন পেয়েছিলুম। তুমি তো জান না, দুটি অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি ক'রে চালিয়ে এসেছি; বাবা মরে গেলেন, বাড়ীখানা পাওনাদারে বেচে নিলে, মাকে নিয়ে দুটী অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধ'রে খোলার ঘর ভাড়া ক'রে রইলুম। সে এক দিন গেছে, এখন ঈশ্বর-ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও করেছি, খাবারও সংস্থান করেছি। এক দুঃখ সুরেশটা মানুষ হ'ল না; তা ভগবান্ সকল সুখ দেন না। দাও তো বোতলটা।

জ্ঞানদা। তুমি আপনি নাও, আমি এখনও পূজো করি নি। তোমার সব গুণ—ঐ একটু ঢুক করে খাওয়া কেন? আগে দিনে ছিল না, এখন 'আবার দিনে একটু হয়েছে; ঐ এক কাঁচ্চা চন্নামেত্তর মুখে না দিলেই নয়!

যোগেশ। আমি তো আর মাত্‌লামো ক'র্‌তে খাইনি, হাড়ভাঙ্গা মেহনৎ

হয়, গা গতর কামড়াতে থাকে, খেলে একটু সবল হওয়া যায়, ঘুম হয় —এ কি জান, বিষ বল বিষ,—অমৃত বল অমৃত।

জ্ঞানদা। অত হাড়ভাঙ্গা মেহনতেই দরকার কি? একটু কম ক'রে কর, ও খাওয়ায় কাজ নেই, ও খেলেই বেড়ে যায় শুনেছি।

যোগেশ। পাগল!

জ্ঞানদা। পাগল কেন, এই দিনে খাওয়া ছিল না, দিনে খাওয়া হ'য়েছে।

যোগেশ। ক'দিন ভাবনায় ভাবনায় ক্ষিদে হচ্ছে না, তাই একটু একটু খাচ্ছি;—রমেশ ব্যস্ত আছ?

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। আজ্ঞে না।

যোগেশ। বেরোবে না?

রমেশ। আজ আদালত বন্ধ, বেরুব না।

যোগেশ। বেরিও হে, আদালত বন্ধ হোক আর যাই হোক, বেরুনো ভাল। শোনো একটা কথা বলি, যদিচ আমরা পৈতৃক-সম্পত্তি কিছু পাই নি, কিন্তু আমি তোমাদের পেয়েছিলুম, নইলে আমি এত উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম্ম কর্‌তে পাত্তেম না; সমস্ত দিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ কর্‌তে আলস্য বোধ হ'ত, তোমরা সেই খোলার ঘরের ভেতর শুয়ে—ফিরে দেখতুম আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়্‌তো; সেই উৎসাহই আমার উন্নতির মূল। আমার যা বিষয় আশয়, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ অংশী, এই কাগজখানি দেখ, একখানি বাড়ী আমার স্ত্রীর নামে করেছি, কি জানি, পরে যদি ছেলের সঙ্গে না বনে, তীর্থ-ধর্ম্ম করুন, তারই ভাড়া থেকে চল্‌বে; আর মার নামে খানকতক কাগজ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি, মাসে মাসে তারই সুদ বৃন্দাবনে পাঠান

যাবে, আর বাকী বিষয় তিন বখরা করেছি, এই কাগজ দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে, তুমি এটর্ণি হয়েছে, উকীল পাড়ার বাড়ী তোমার ভাগে রেখেছি। তুমি দেখ, যে ভাগ তোমার ইচ্ছা হয় আমায় বল, সেই ভাগ তোমার। আর সুরেশের কি করা যায়? ওতো বিষয় পেলেই উড়িয়ে দেবে, এখন কিছু হাতে না যায় তার একটা উপায় ঠাওরাও।

রমেশ। দাদা, আমাদের কি পৃথক্ করে দিচ্ছেন?

যোগেশ। না ভাই তা নয়, এত দিন মা ছিলেন, এখন বৌয়ে বৌয়ে বনৃতি হোক্ না হোক্; তুমি পরে বুঝ্‌বে যে সম্পত্তি বিভাগ হওয়াই ভাল; এক বখ্‌রা যা আমার থাক্‌বে, তা থেকে আমার চল্‌বে; একটা ছেলে—আর আমি কাজকর্ম্ম করবো না, ঈশ্বর ইচ্ছায় তোমাদের বাড়্‌বাড়ন্ত হোক, যাদবকে দেখো, আমি দিনকতক বেড়িয়ে আসি, এক অন্নেই রইলুম—তবে বিষয় চিহ্নিতনামা হ'য়ে রইল—এইমাত্র। ব্যাপারীদের দিয়ে নগদ টাকা যা ব্যাঙ্কে থাক্‌বে, তা তিন ভাগ কত্তে ব্যাঙ্ককে এড্‌ভাইস (Advice) করেছি।

রমেশ। দাদা মশায়! সুরেশকে দিচ্ছেন দিন; আপনার স্বোপার্জ্জিত বিষয়, ছেলে আছে; আমায় মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি কোথায় আপনাকে রোজগার করে এনে দেব, আমায় ও সব কেন! তবে আপনি দিচ্ছেন, আমি 'না' বলতে পারিনি।

যোগেশ। রোজ্‌গার করে দিতে চাও দিও, তোমার ভাইপো রইলো, তুমি এ নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। আর একটী কথা, আমার বিবেচনায় কলিকাতায় গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী, এই পাড়ায় দেখ, চাক্‌রী বাক্‌রী করে আন্‌ছে—নিচ্ছে, খাচ্ছে, যেই একজন চোখ বুজ্‌লো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল; কি খায় তার আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা বল্‌বো কি! ভাই রে,

আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি! আমি টালায় যে একখানি দেবোত্তর বাড়ী করেছি, সেটী অতিথশালা নয়, তাতে এইরূপ অনাথা গৃহস্থরা এক একটী ঘর নিয়ে থাকৃতে পাবে, আর পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রেখেছি, তারই সুদ থেকে কোন রকমে শাক-অন্ন খেয়ে দিনপাত করবে, তুমি তার ট্রাষ্টি (Trustee)। আজকে একটা লেখাপড়া করো, আমি সই করে দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌বো। ত্রিশ বচ্ছর খেটেছি, একদিনও একটু বিশ্রাম করিনি, একটু আলস্য হয়েছে।

রমেশ। আজ্ঞে, এ সব এত তাড়া কেন? আপনি বেড়িয়ে আস্‌তে চান, বেড়িয়ে আসুন।

যোগেশ। না, কাজ শেষ করে যাওয়া ভাল। আমি সমস্ত ভারতবর্ষ বেড়াব, কি জানি শরীরের ভদ্রাভদ্র আছে।

রমেশ। আজ্ঞে, যে রকম অনুমতি। আমি তা হলে বাড়ীতেই একটা তয়ের ক'রে রাখি। রমেশের প্রস্থান

জ্ঞানদা। ও মা! আবার ঢাল্‌ছ কেন?

যোগেশ। বড় বৌ, আজ বড় আমোদের দিন।

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। বাবু, মাঝ দরজায় সরকার মশাই দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছেন। আমায় বল্লেন, বাবুকে খবর দে।

যোগেশ। কে, পীতাম্বর? কাঁদছে কেন?

ঝি। আমি তো তা জানি নি, আমায় খবর দিতে বল্লেন।

ঝিয়ের প্রস্থান

যোগেশ। তাকে এইখানেই ডাক্।

বড় বৌ, একটু সরে যাও। জ্ঞানদার প্রস্থান

ওর কি বাড়ী থেকে কিছু খবর এলো নাকি—

পীতাম্বরের প্রবেশ

কি হে পীতাম্বর ?

পীতা। আজ্ঞে বাবু সর্ব্বনাশ হয়েছে! ব্যাঙ্ক বাতি জ্বেলেছে!

যোগেশ। কি, কি, কি—কোন্ ব্যাঙ্ক ?

পীতা। আজ্ঞে, রিইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। ব্যাপারীদের চেক দিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসেছে।

যোগেশ। অ্যাঁ! অ্যাঁ! আমার যে যথাসর্ব্বস্ব সেথা! আজ বড় আমোদের দিন! আজ বড় আমোদের দিন!—আবার ফকির হলুম!

পীতা। বাবু! বাবু! আবার সব হবে, ব্যস্ত হবেন না—

যোগেশ। (মদ খাইয়া) না না, আমি ব্যস্ত হইনি। যাও পীতাম্বর, যাও—খাতা তয়ের করগে, ইনসল্‌ভেণ্ট কোর্টে দিতে হবে। আমি এখন জেলে বেড়াতে যাই।

পীতা। বাবু, আপনিই রোজ্‌গার করেছিলেন, গিয়েছে, আবার রোজ্‌গার কর্‌বেন।

যোগেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি যাও—আমি সব বুঝি। পীতাম্বর! সব আছে কিন্তু সে দিন আর নেই, সে উৎসাহ নেই। ত্রিশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় রোজগার করেছি; গেল একদিনে গেল, ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল। (মদ্যপান)

পীতা। বাবু, বাবু, করেন কি! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ করবেন না—

যোগেশ। না না যাও, তুমি যাও—পীতাম্বর দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, কার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছ? কাল আমি তোমার বাবু ছিলুম, আজ পথের ভিখারী। (মদ্যপান)

পীতা। বড় মা, আসুন—সর্ব্বনাশ হয়। পীতাম্বরের প্রস্থান

জ্ঞানদার পুনঃ প্রবেশ

যোগেশ। বড় বৌ আজ বড় আমোদের দিন! আজ থেকে আমার ছুটি, আর আমার কাজ নাই, আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে!

জ্ঞানদা। গিয়েছে, আবার হবে ভাবনা কি?

যোগেশ। ভাবনা কি! ভাবনা অনেক, ভাবনা আমি, ভাবনা তুমি, ভাবনা তোমার ছেলে যাদব; কিন্তু অনেক ভেবেছি, আর ভাব্‌বো না—ফুরুলো, আবার হবে! ত্রিশ বৎসরে হ'ল, এক কথায় গেল, এক কথায় হবে, হবে ত? হবে ত? আবার হবে, বাঃ বাঃ ক্যা ফুর্ত্তি! কুচ্‌পরওয়া নেই, মদ লেয়াও—ওই যা ফুরিয়ে গেল। (বোতল নিক্ষেপ) মদ লেয়াও, মদ লেয়াও;—বাঃ বাঃ এমন মজা—কোন্ শালা খেটে মরে, বড় বৌ, কি আমোদের দিন! কি আমোদের দিন! আমি মদ আনি গে।

যোগেশের প্রস্থান

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! শীগ্‌গির এস, সর্ব্বনাশ হ'ল!

জ্ঞানদার প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর ডাক্তারখানা

সুরেশ ও জগমণি

সুরেশ। কি বহুরূপী বিদ্যাধরি, বিদ্যাধর কোথায়?

জগ। এ দিকে তো খুব চালাকী হয়, কাজের চালাকী তো কিছু দেখ্‌তে পাই নি; সে চালাকী থাক্‌লে এতদিন জুড়ী চড়তিস!

সুরেশ। চালাকী কি এক দিনেই শেখে বিদ্যাধরি? তোমার বিদ্যাধরের কাছে থাক্‌তে থাক্‌তে দুটো একটা শিখ্‌বো বৈকি। একছিলিম তামাক সাজো, বেশীক্ষণ বস্‌বো না, নগদ পয়সা, দু'ছিলিম তামাক দিও। আর বিদ্যাধরকে ডাক।

জগ। সে এখন পূজো কচ্ছে। বসো তামাক খাও।

সুরেশ। বাবাঠাকুরের নিষ্ঠেটুকু আছে, পূজোর মন্তর কি?—কণ্ঠং গলাং কাটিতং—কার গলা কাটবো?

জগ। আমরা গলা কেটেই বেড়াচ্ছি কি না; যাও, তুমি বাড়ী থেকে বেরোও!

সুরেশ। তা শীগ্‌গির বেরোচ্ছি নি, তুমি ইন্দ্রের সভায় নাচ্‌তে যাও কি পোষাকে না দেখ্‌লে আমি যাচ্ছি নি। সে দিন যে চাপ্‌রাসী সেজেছিলে,—বাঃ বিদ্যাধরি, চমৎকার!

জগ। তামাক খাবে খাও, মেলা বক্ বক্ কর্চ্ছো কেন?

সুরেশ। আচ্ছা, চাপরাসীরূপে তো বিল সাধো, খান্‌সামারূপে তো তামাক দাও, খাস বিদ্যাধরীরূপে তো টাকা ধার দাও,—আর ক'টী রূপ আছে বিদ্যাধরি, আমায় প্রকাশ ক'রে বল দেখি? (সুর করিয়া)

"ঘুচাও মনোভ্রান্তি লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ।
তোমার লক্ষ্মীরূপা কোন্ রমণী,
রুক্মিণী কি কমলিনী,
চিন্তামণি কর চিন্তা নিবারণ ॥"

জগ। চোপ্ ষ্টুপিড্।

সুরেশ। বিদ্যাধরি, আবার বল, তোমার ইংরেজি বুকনীতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল, আর এই দা-কাটাতে বুক ঠাণ্ডা হ'ল।

জগ। শোন্! গাধা ছোকরা, তোকে বলি শোন্। রোজ রোজ দু'চার টাকা ধার করিস্ কি ক'ত্তে? আমি কিছু চার টাকায় চল্লিশ টাকা না লিখিয়ে দেবো না। সুদ শুদ্ধ তোর ভাইকেই দিতে হবে, তার চেয়ে কেন বিষয়টা ভাগ করে নেনা।

সুরেশ। বাহবা বাঃ বহুরূপিণী বিদ্যাধরি, সাবাস! এ দোকান তুলে দিয়ে, এবার জেলায় মোক্তারীতে বেরোও, আমি তোমায় চাপ্কান পাগ্ড়ী দিচ্ছি।

(নেপথ্যে কাঙ্গালীচরণ)। জগা, কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছিস্?

সুরেশ। খুড়ো, আমি—বিদ্যাধরীর বক্তৃতা শুন্‌ছি, আর খরসান্ খেয়ে কাসছি।

কাঙ্গালীচরণের প্রবেশ

কাঙ্গালী। কেও সুরেশ, কতক্ষণ বাবা, কতক্ষণ?

জগ। আমি বল্‌ছিলুম দু'চার টাকা ক'রে ধার কচ্ছিস্ কেন? বিষয় বখরা করে নে, উকীলের চিঠি দে, আমরা থেকে মকদ্দমা ক'রে দিচ্চি, তা বাবুর ঠাট্টা হচ্ছে।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্রমে বুঝ্‌বে—ক্রমে বুঝ্‌বে। কি বাবা, কি মনে ক'রে?

সুরেশ। তোমার বিদ্যাধর আর বিদ্যাধরীর যুগল দর্শন, আর গোটা-কতক টাকা কর্জ্জন।

জগ। একশো টাকার নোট কর্ত্তন তো ?

সুরেশ। রূপসি, তার কি আর অন্যথা হবে।

জগ্। তাতে আজ হচ্ছে না, দুশো টাকা লিখে দাও তো হয়।

সুরেশ। এ যে বাবা, বাড়াবাড়ি বিদ্যাধরি !

(নেপথ্যে রমেশ)। কাঙ্গালী বাবু বাড়ী আছেন ?

কাঙ্গালী। কে !—বকেয়া নাম ধ'রে ডাকে কে ? আমি তো হরিহর ডাক্তার। জগা, বল—"এ হরিহর বাবুর বাড়ী, কাঙ্গালী বাবুর বাড়ী নয়।"

সুরেশ। ও বিদ্যাধরি, আমায় খিড়্‌কি দোর দিয়ে বা'র ক'রে দাও, মেজ্‌দা !

জগ। যাও বাড়ীর ভেতর দিয়ে পালাও, রান্না-ঘরের জান্‌লা ভাঙ্গা আছে, সেই খান দিয়ে বেরিয়ে পড়।

সুরেশের প্রস্থান

(নেপথ্যে রমেশ)। বাড়ীতে কে আছ গো,—কাঙ্গালী বাবু বাড়ী আছেন ?

জগ। এ কাঙ্গালী বাবুর বাড়ী না, হরিচরণ বাবুর বাড়ী।

(নেপথ্যে রমেশ)। আচ্ছা, হরিচরণ বাবু, হরিচরণ বাবুই সই।

কাঙ্গালী। আমি সরে থাকি, শীগ্‌গির তাড়াস।

কাঙ্গালীর প্রস্থান

জগমণির দরজা খুলিয়া দেওন ও রমেশের প্রবেশ

জগ। আপনি কা'কে খুঁজছেন ?

রমেশ। ডাক্তার বাবুকে।

জগ। তা আমায় বলে যান, আমি তার কম্পাউণ্ড।

রমেশ। আপনি মেয়েমানুষ, কম্পাউণ্ডার!

জগ। ও মা তাও ত বটে!

রমেশ। 'তাও ত বটে' কি?

জগ। আমি বাবুর বাড়ীর ঝি, তা বাবু নেই, আপনি এখন আসুন।

রমেশ। বাবু বাড়ী আছেন বইকি। তুমি যখন কম্পাউণ্ডার আবার ঝি, বাবুকে ডাক গে, বিশেষ দরকার আছে, কোন ভয় নাই, বল তাঁর ভাল হবে।

(নেপথ্যে কাঙ্গালী)। কেরে ঝি—কেরে?

কাঙ্গালীর পুনঃ প্রবেশ

কাঙ্গালী। আমি এই প্র্যাক্‌টিস (practice) ক'রে খিড়্‌কি দোর দে ফিরে এলুম।

রমেশ। বসুন বসুন, কাঙ্গালী বাবু বল্‌বো না হরিচরণ বাবু বল্‌বো? আপনি যে নামে প্রচার হ'তে চান, আমার আপত্তি নেই।

কাঙ্গালী। আপনি তো রমেশ বাবু?

রমেশ। হ্যাঁ, আমি সম্প্রতি এটর্ণি হয়েছি। আপনি রাণাঘাটে একটা মাগীর সঙ্গে ফেরারি ক'রেছিলেন, তার ভাইপো আমায় এই কাগজপত্রগুলো দিয়েছে, আপনার নামে জালের ওয়ারিণ বার করবার জন্যে।

কাঙ্গালী। কি আপনি ভদ্রলোককে বাড়ীতে বসে অপমান করেন? চাপরাসী—

রমেশ। আপনার চাপরাসী তো ঐ রূপসী, তা উনি তো হেথা হাজিরই আছেন; ব্যস্ত হবেন না, কি বল্‌তে এসেছি শুনুন, সে কাগজপত্র দেখে আপনি যে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি তা আমার ধারণা হয়েছে, ক্রমে সন্ধান পেলুম, কলিকাতাতে আপনি এটর্ণির ক্লার্কগিরিও ক'রে

গিয়েছেন। আমি নূতন আফিস কর্‌বো, আপনার মত একজন মহাশয়ের আবশ্যক; আপনার ভয় নেই, আমি সেই ভাইপো ব্যাটাকে তাড়িয়েছি, সে ব্যাটাকে কাগজও ফিরে দিচ্ছিনে, তাকে ধাপ্পা দিয়ে দিয়েছি যে চারশো টাকা নিয়ে আয়, সে এখন বিশ বাঁও জলে; এই দেখুন সে কাগজ আমার হাতে।

কাঙ্গালী। কই দেখি—কই দেখি—

রমেশ। এই দেখুন, এতো চিন্‌তে পেরেছেন? তবে কাগজগুলো আমার ঠেঁয়ে থাকবে, আপনার ঠেঁয়ে দিচ্ছিনি। আমি নূতন উকীল বটে, তবে নেহাত কাঁচা নই; পাঁচবার এক্‌জামিনে ফেল হয়ে তবে পাশ হয়েছি! আপনি যখন ক্লার্ক হবেন, আপনার হাতে অনেক আমায় যেতে হবে, আপনিও হাতে থাকা চাই, বন্ধুত্বের নিয়মই এই।

জগ। তা বটে তো বাবা, তা বটে তো বাবা,—মুখপোড়া, মানুষ চেন না? এঁর সঙ্গে আলাপ কর্,—তোর কপাল ফির্‌বে। কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি বল্লে, যেন ভাগবত পড়লে। কি বাবা, কি কর্‌তে হবে আমায় বল? তুমি যা বল্‌বে, ছুঁপিডের কাণ ধ'রে আমি করাব।

রমেশ। বাঃ রূপসি! আপনার নাম কি? আপনি সাক্ষাৎ বুদ্ধি-রূপিণী।

জগ। আমায় বিদ্যাধরী বল, জগা বল, মাসী বল, খুড়ী বল, যা তোমার ইচ্ছে হয়; এখন কাজের কথা বল।

রমেশ। সুরেশ ব'লে একটী ছোকরা তোমার এখানে আসে?

কাঙ্গালী। কে সুরেশ?

জগ। আ মর, বুড়ো হলি—কাকে বিশ্বাস কত্তে হয়, কাকে অবিশ্বাস কত্তে হয় জানিস্ নি?—এসো বাবা এসো।

রমেশ। তোমার কাছে টাকা ধার করে ?

জগ। হ্যাঁ, তা করে।

রমেশ। তার নোটগুলো আমি কিন্‌বো, আর এবার এলে তাকে বুঝিয়ে ঠিক্ ক'র্‌তে হবে, যাতে একখানা Bondয়ে সই করে। বলো, পাঁচশো টাকা পাবে। খানকতক কোম্পানীর কাগজ তোমাদের হাতে থাক্‌বে, তাতে এণ্ডোরস্ (Endorse) করিয়ে নেবে। কথাটা এই, তার বিষয়ের স্বত্ব আমি কিনে নেব।

কাঙ্গালী। বুঝেছি বুঝেছি।

রমেশ। বুঝেছ তো ?

জগ। বুঝলে কি হবে, তাকে বাগানো বড় শক্ত। তাকে আজ ছ' মাস বোঝাচ্ছি নালিস কত্তে, সে বলে, আমি দাদার নামে নালিস কর্‌বো না।

রমেশ। তোমাদের কাছে নোট আছে কত টাকার ?

কাঙ্গালী। সে প্রায় চার পাঁচশো টাকা হবে।

রমেশ। তাকে ভয় দেখাও—নালিস কর্‌ব।

জগ। সে তো তাই চায়, বলে, দাদা কি আমায় জেলে দেবেন ? দাদা না দেয়, বৌ সব দেবে। এ হতচ্ছাড়াকে নিয়ে তুমি কি কর্‌বে ? একটু বুদ্ধি ঘটে নেই।

রমেশ। আচ্ছা, ও বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে। আপনি আমার ক্লার্ক হবেন ? কাল থেকে বেরোবেন, মাইনে পাবেন না, আপনি যা ক্লায়েণ্ট (client) জোটাবেন, তারই কস্‌ট (cost)য়ের দশ আনা ছ'আনা, সেই আপনার মাহিনার হিসাবে জমা-খরচ হবে।

কাঙ্গালী। তা বাবা, আমার হাতে তো ক্লায়েণ্ট নেই, আমি একটা বদনামী হ'য়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। কিছু মাইনে না দিলে চল্‌বে না। যা হোক্, ডিস্পেন্সারি খুলে নিকিরীপাড়া, ডোমপাড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আষ্টেক ক'রে দিন পোষায়, আরো আরো সব

কার্য্য আছে, তাতেও কিছু কিছু পাই। গোটা কুড়িক ক'রে টাকা দিও, তার পর কস্‌টের দশ-আনা ছ-আনা বল্‌ছো, চার-আনা বার-আনাতেও রাজী আছি।

রমেশ। আচ্ছা, তার জন্যে আট্‌কাবে না।

জগ। তোমার তো একটা পেয়াদা চাই ?

রমেশ। তা আমি দেখে নেব এখন।

জগ। কেন, নতুন আপিস ক'চ্ছ, আমায় কেন রাখ না, আমি তোমার চিঠি নিয়ে যাব।

রমেশ। তা রূপসি, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি পানাউল্লার ঠাকুরদাদা, এখানে তো ডিস্পেন্সারি চালাতে হবে, আর আর কাজ আছে, তোমায় দেব।

জগ। ডিস্পেন্সারিও চল্‌বে ?

রমেশ। চল্‌বে না কেন, খুড়ো সকাল বিকেল নিকিরীপাড়া ঘুরে আস্‌তে পার্‌বে, দিনের বেলা তুমি ওষুধ দেবে।

জগ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। দেখ্‌লি ষ্টুপিড, মানুষ চিনিস্‌ নি।

রমেশ। তবে আসি, কাল থেকে বেরোবেন, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। রূপসি, চল্লুম।

কাঙ্গালী। এগারটার সময় বেরুলে চল্‌বে ?

রমেশ। হাঁ, তা চল্‌বে।

রমেশের প্রস্থান

কাঙ্গালী। জগা, এইবার বরাত ফির্‌লো আর কি! আবার যখন এটর্ণি পেয়েছি, আর কিছু ভাবিনি, এই পাশের জমীটে মাগীকে ঠকিয়ে ঠাকিয়ে দেড়শো টাকা ক'রে কাঠা কিনে নেব। এই দিশী মিস্ত্রীদে দিয়েই একখানা গাড়ী তয়ের ক'রে নেব, আর চিৎপুর থেকে দুটো

ঘোড়া ; বাগান একখানা কর্‌তেই হবে, যা হ'ক, তরীটে তরকারীটে আস্‌বে ; জগা, কথা কচ্ছিস্‌ নি যে ?

জগ। বল্‌ বল্‌, তোর আক্কেলের দৌড়টা শুনি, তুই মুখ্যু কি না, গাইছ কাঁটাল গোঁফে তেল দিয়ে বসেছিস্‌। ও দেখ্‌তে ছোঁড়া, বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা, কোন রকম ক'রে সুরেশটাকে হাত ক'রে রাখ, ওদের ঘরোয়া বিবাদ বাধলো বলে ; মকদ্দমা বাধিয়ে দিয়ে সুরেশকে নিয়ে আর এক উকীলের কাছে যাস্‌, যে খরচা আদায় কর্‌তে পার্‌বি।

কাঙ্গালী। তোর ত বুদ্ধি বড়, আমার নামে জালিয়াতের নালিস ক'রে চৌদ্দ বৎসর ঠেলুক—সেই মাগীর সব কাগজপত্র নিয়ে রেখেছে।

জগ। আমি চ'খে দেখ্‌লুম আর আমায় পরিচয় দিচ্ছিস কি ? মকদ্দমা কি আজ বাধাতে পার্‌বি ? দু-বছরে বাধে তো ঢের। ও যে উকীল দেখছি, তত দিন বিশটা জাল কর্‌বে। আর আমার কথা তুই দেখিস্‌, যখন ডাক্তারখানা রাখ্‌তে বল্লে, কারুকে. বিষ খাওয়াবার মতলব যদি না থাকে তো কি বলেছি। ওকে আমি দু'দিনে হাত করে' ওর পেটের কথা সব নেব।

সুরেশের পুন প্রবেশ

সুরেশ। বিদ্যাধরি মেজদা এসেছিল কেন হে ?

জগ। ওরে, তোর কপাল ফিরেছে, ওরে তোর কপাল ফিরেছে— (পদধূলি প্রদান)

সুরেশ। আরে যাও বিদ্যাধরি, আমার সিঁথে খারাপ হবে।

জগ। পাঁচ পাঁচশো টাকা! একটা সই কল্লেই—ব্যস্‌!

সুরেশ। পাঁচ পাঁচশো টাকা চাই নি, আমায় দশটা টাকা দাও—আমি হ্যাণ্ডনোট লিখে এনেছি দেখ।

জগ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নি—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্‌ নি।

কাঙ্গালী। তাই তো হে খুড়ো, তুমি অমন বোকা কেন ?

সুরেশ। দেখ কাঙ্গালী খুড়ো, বিদ্যাধরি শোন—এ যে দু' দশ টাকা ধার করি, এ দিতে দাদা মারা যাবেনা, আর দেবেও। পাঁচশো টাকা দিতে যাচ্ছ বাবা, পঞ্চাশ হাজারে যা দেবে তবে; ভাব্‌ছো বোকারাম টাকার লোভে একটা সই ক'রে দেবে এখন; আমার নিজের টাকা থাকতো, ঠকিয়ে নিলে আপত্তি ছিল না—দাদার যে সর্ব্বনাশ করবে, তা রূপসী বিদ্যেধরি পাচ্চো না। চিরকাল দাদার খেলুম, দাদা বকেন আমার গুণে, কিন্তু অমন দাদা কারুর হবে না।

জগ। আমি আর টাকা দিতে পারবো না যে টাকা ধার নিয়েছিস দে, নইলে আমি নালিস করবো।

সুরেশ। আমি তোমায় দুবেলা সাধছি বিদ্যাধরি, জজ সাহেবও ইন্দ্রের অপ্সরী দেখ্‌বে, আর আমারও টাকা ক'টা শোধ যাবে; শুধু তাই না, আমার একটা বাজারে নাম বেরুবে, বিদ্যাধর খুড়োর মতন মহাজনও দু-একটা জুটবে। তোমার চন্দ্রবদন যত না দেখ্‌তে হয়, ততই ভাল। বুঝ্‌লে বিদ্যাধরি, টাকা দেবে কিনা বল?

জগ। না, আমার টাকা-কড়ি নেই।

সুরেশ। তবে চল্লুম, সেলাম পৌঁছে বিদ্যাধর খুড়ো, বিদেয় হলেম। একগুণ নিয়ে চারগুণ লিখে দিলে তোমার মত ঢের মহাজন পাব।

সুরেশের প্রস্থান

জগ। বুঝ্‌লি পোড়ারমুখো! একে সোজা দিক্ দিয়ে হবে না, একে উল্টো প্যাঁচ কস্‌তে হবে। সই ক'রে দিলে ওর দাদার উপকার হবে যদি বুঝ্‌তে পারে, তখনই সই করবে।

কাঙ্গালী। কি রকম—কি রকম?

জগ। রোস, এখন দাঁড়া, আমি মনে মনে ঠাওরাই। খাই গে আয়।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান

প্রফুল্ল ও সুরেশ

সুরেশ। হ্যাঁরে মেজো, দাদার না বড় অসুখ ক'রেছে?

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, আমার হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে যাচ্ছে, ঠাকরুণ কাঁদ্‌ছেন। বট্‌ঠাকুরকে কে কি খাইয়েছিল।

সুরেশ। তা এখন দাদা কোথা?

প্রফুল্ল। এখন ভাল হ'য়েছেন, ঘরে শুয়ে আছেন। তোমায় তাড়াতাড়ি আমি ঝিকে পাঠিয়ে দিলুম খুঁজতে, সে যদি চিকুরি দেখ্‌তে! ডাক্তার এল, মাথায় জলটল দে তবে ভাল হ'ল। ছেলেটাও যত কাঁদে, আমিও তত কাঁদি। এমন সর্ব্বনেশে জিনিসও খাইয়েছিল। দিদিকে লাথি মেরেছেন, ছেলেটাকে চড় মেরেছেন, মাকে গালাগালি দিয়েছেন।

সুরেশ। দাদা খেয়েছেন?

প্রফুল্ল। ডাক্তার পাঁঠার কৎ খেতে বলেছিলেন, তাই খেয়েছেন, এ বেলা মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খাবেন। ঠাকুরপো অমনি ক'রে আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায়? মা বলেন, চারিদিকে শত্তুর, শত্তুর হাস্‌ছে।

সুরেশ। এখন ভাল আছেন তো?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, সরকার মশাইকে ডেকে কি কাজ বলেছেন, চিঠি লিখেছেন, আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায়? আমার ভাই কান্না পাচ্ছে।

সুরেশ। আমিও তাই ভাব্‌ছি, হাতে টাকা নেই, তা নইলে একটা

মাদুলী আন্‌তুম। বৌদিদি সেই মাদুলী পর্‌লে আর কেউ কিছু কর্‌তে পার্‌তো না।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ ঠাকুরপো, এমন মাদুলী ?

সুরেশ। সে মাদুলীর কথা বল্‌বো কি, ওই সরকারদের বাড়ীর অমনি একজনকে খাওয়াতো—সরকারদের বৌ মাদুলী যেই পর্‌লে, আর কেউ কিছু ক'র্‌তে পারলে না। কি খাওয়ায় জান, রাঙ্গা জল পড়া। ভাগ্‌গিস ভালয় ভালয় কেটে গেল, নইলে লোক পাগল হয়। এমন জল পড়া নয়, তুমি যদি খাও তো, অমনি ধেই ধেই করে নাচ।

প্রফুল্ল। ও মা! সে নাচাই বটে, সে যে হাত পা ছোঁড়া! তা তুমি সে মাদুলী এনে দাও, আমি দিদিকে ব'লে টাকা দেওয়াব এখন।

সুরেশ। তা হ'লে আর ভাব্‌না ছিল কি, বৌদিদির টাকায় আন্‌লে ওষুধ ফল্‌বে না।

প্রফুল্ল। তবে কি হবে, আমার ঠেঁয়ে আট গণ্ডা পয়সা আছে।

সুরেশ। আর সেই যে মাকৃড়ীগুলো আছে, তা তো তুমি আর পর না।

প্রফুল্ল। না, সে তুলে রেখেছি, দিদি বলেছে, কাণবালা গড়িয়ে দেবে।

সুরেশ। তা সেইগুলো পেলেই হতো—

প্রফুল্ল। তা নাও, আমি দিচ্ছি, দুটো মাদুলী এনো, আমিও একটা চুপি চুপি পরে থাক্‌বো, যদি ওঁকে কেউ কিছু খাওয়ায়।

প্রফুল্লর প্রস্থান

সুরেশ। দেখি কত দূর হয়। (লিখন) "মেজ দাদা, মেজ বৌদিদির মাকৃড়ী লইয়া অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা দিয়েছি।" ভায়ার দেখে অঙ্গ শীতল হবে। বল্‌বেন, খুব করেছ। কি রে যেদো, কাঁদছিস কেন ?

যাদবের প্রবেশ

যাদব। কাকাবাবু, বাবার অসুখ করেছে।

সুরেশ। অসুখ করেছিল, দেখ্ গে যা, ভাল হয়ে গিয়েছে, তার কান্না কিসের ? তোর অসুখ করে না ?

যাদব। বাবা আমায় রোজ ডাকেন, আজ ডাকেন নি।

সুরেশ। ডাক্‌বেন এখন, যা, তুই কাছে যা দেখি।

যাদব। তুমি বাইরে যেও না, যদি আবার অসুখ করে।

সুরেশ। না, আর অসুখ কর্‌বে না।

প্রফুল্লর পুনঃ প্রবেশ

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, এই নাও। (মাকড়ী প্রদান)

সুরেশ। মেজ বৌদিদি, যাদবকে দাদার ঘরে দিয়ে এস তো, আর এই চিঠিখানা মেজদাদাকে দিও।

যাদব। কাকীমা, আমার কান্না পাচ্ছে, আবার যদি বাবার অসুখ হয় ?

প্রফুল্ল। না, বালাই! আর অসুখ হবে কেন। চল্, তোকে আমি নিয়ে যাই।

সুরেশ। যেদো, যা তোর বাপের কাছে যা, কাঁদিস্‌নি। আমি কেমন সুন্দর ব্যাটমবল কিনে এনে দেব এখন। কাল তোকে গড়ের মাঠে খেল্‌তে নিয়ে যাব।

যাদবকে লইয়া প্রফুল্লর প্রস্থান

এই যে, আমার বুদ্ধিমান মেজদাদা উপস্থিত ; সহিসের মাথায় যে ব্র্যাণ্ডীর কেস দেখ্‌ছি, এঁর জন্যেও মাদুলী গড়াতে হবে। দাদা যখন ক্যানেস্তারা থেকে বার করে একটু একটু খান, তখন আমি জানি ; ও এমন জলপড়া না, আমি আর যা করি তা করি, এ জলপড়া ছোঁব না। ইস্ আমায় দেখে বমাল সামলাচ্ছেন !

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। সুরেশ, এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্চিস্?

সুরেশ। তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল, তাই দিতে এসেছি।

রমেশ। কৈ দে।

সুরেশ। মেজ বৌদির হাতে দিয়েছি।

রমেশ। তোর হাতে কি?

সুরেশ। সুপুরি; ও মুটের ঠেঁয়ে কি গা?

রমেশ। ও কোন্‌সুলি সাহেবকে সওগাত পাঠাতে হবে।

সুরেশ। কোন্‌সুলি, না ঢুকু ঢুকু ঢালি?

সুরেশের প্রস্থান

রমেশ। ওরে, এদিকে আয়, ওই ওদিকে রাখ্‌গে যা।

সহিসের প্রবেশ ও বাক্স রাখিয়া প্রস্থান

যাতে পরের অপকার তাতে আপনার উপকার। ভাইয়ের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা বখ্‌রা, তারপর বাপের বিষয় বখ্‌রা, ভাইপো হবেন জ্ঞাতি শত্রু! এই মদে দাদার অপকার, আমার উপকার। এ বিষয়গুলো যে ব্যাপারী বেটারা বেচে নেবে, তা তো প্রাণে সইছে না। দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকান চাই। যখন মদ ধরেছে, সই ক'রে নেবার ভাবি নি, আজই হ'ক্ কালই হ'ক্ মর্টগেজ (Mortgage) সই ক'রে নিচ্ছি। ভাবনা রেজেষ্ট্রীর— তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়, জুড়ুতে দেওয়া হবে না, আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে, একবার দাদার কাছে যাই।

রমেশের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

যোগেশ ও জ্ঞানদা

জ্ঞানদা। ছেলেটাকে চড় মেরেছিলে, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, একবার ডাক।

যোগেশ। ডাক্‌বো কি, আমার ছেলের কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা হ'চ্চে, এই সর্ব্বনাশ, তার উপর এই ঢলাঢলি!

জ্ঞানদা। ও আর মনে কর' না। ও ছাই আর ছুঁয়ো না।

যোগেশ। আবার!

জ্ঞানদা। একবার যাদবকে ডাক।

যোগেশ। যাদব! এদিকে এস।

যাদবের প্রবেশ

কাঁদ্‌ছ কেন? কেঁদ না বাবা, মেরেছিলুম, লেগেছে?

যাদব। না বাবা, তোমার যে অসুখ করেছে।

যোগেশ। অসুখ করেছিল, ভাল হয়ে গিয়েছে।

যাদব। আর অসুখ কর্‌বে না বাবা?

যোগেশ। না, আর অসুখ কর্‌বে না; আবার কাঁদছ?

যাদব। বাবা, আর অসুখ কর' না,—মা কাঁদবে, ঠাকুরমা কাঁদবে, কাকীমা কাঁদবে।

যোগেশ। না, আর অসুখ কর্‌বে না, তুমি ঠাকুরমার কাছে গে গল্প শোন গে।

যাদব। না বাবা, আমি গল্প শুন্‌বো না, তোমার কাছে বসবো।

জ্ঞানদা। না না, গল্প শুন্‌গে। ও ঘুমুক। হ্যাঁগা খানকতক রুটী গড়ে আনি না, দুধ দিয়ে খাও, ভাতে হাতে করেছ—

যোগেশ। না না, পোড়ারমুখে আজ আর কিছু উঠ্‌বে না।

জ্ঞানদা। তবে শোও গে।

যোগেশ। এই যাই, রমেশকে ডাকতে পাঠিয়েছি, একটা কথা বলে শুইগে।

জ্ঞানদা। আয় যাদব, আয় খাবি আয়।

যাদব। হ্যাঁ মা, বাবার যদি আবার অসুখ করে?

জ্ঞানদা। আর অসুখ কর্‌বে কেন?

যাদবকে লইয়া জ্ঞানদার প্রস্থান

যোগেশ। একদিনে কি কাণ্ড হয়ে গেল! মদের কি আশ্চর্য্য মহিমা! এই ঢলাঢলি কল্লুম তবু মনে হচ্ছে একটু খেয়ে শুলে হ'ল। এই সর্ব্বনাশটা হয়ে গিয়েছে, বোধ হচ্ছে যেন স্বপ্ন; শেষটা কি দেন্‌দার হব! মাগ ছেলে তো পথে বস্‌লোই। উঃ! ইচ্ছে হচ্ছে আবার মদ খেয়ে অজ্ঞান হই। ওঃ! এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়!

রমেশের প্রবেশ

ভাই, সব শুনেছ?

রমেশ। আজ্ঞে শুন্‌লুম বই কি।

যোগেশ। ঢলাঢলি করেছি, শুনেছ?

রমেশ। বলেন কি! হঠাৎ এ সর্ব্বনেশে খবর এলে লোকে জলে ঝাঁপ দেয়; আপনি খুব ভাল করেছিলেন, নইলে একটা ব্যামো স্যামো হ'ত।

যোগেশ। আর ভাল করেছি ছাই! মা'র উপোস গিয়েছে, ছেলেটাকে মেরেছি, বাড়ী শুদ্ধ কান্নাহাটী, শত্রুর মুখ উজ্জ্বল!

রমেশ। না, না, আপনি বুঝ্‌ছেন না, সাডন সকে (Sudden shock) একটা ব্যামো হ'তে পাত্তো।

যোগেশ। না, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন উপায় কি? কারবার ক্লোজ করেছি, ব্যাপারীর দেনা প্রায় দেড় লাখ টাকা। বিষয় বেচে তো না, দিলে নয়; আমি ব্যাপারীদের ঠেঁয়ে সময় নিয়ে দালাল ধরিয়ে দিই।

রমেশ। মা একটা কথা বল্‌ছিলেন—বলেন, এখন বেচলে কি দাম হবে? আধা দরে যাবে। তিনি বল্‌ছিলেন, বোয়ের নামে কল্লে হয় না? তার পর ক্রমে ক্রমে বেচা যাবে।

যোগেশ। ছিঃ! তিনি যেন মেয়েমানুষ বলেছেন, তুমি ও কথা মুখে আন? লোকের কাছে জোচ্চোর হব? সুনাম থাকৃলে খেটে খাওয়া চল্‌বে। আর চলুক আর নাই চলুক, আমায় বিশ্বাস ক'রে মাল ছেড়ে দিয়েছে—বিশ্বাসঘাতক হব?

রমেশ। তা তো বটেই, তা তো বটেই, তবে একটা কথা, দরে না বিকুলে তো সব দেনা শোধ যাবে না।

যোগেশ। আমি সকলকে ডেকে বলি যে, আমার এই আওহাল, তোমরা সব আপনারা রয়ে বসে বেচে কিনে নাও। না রাজী হয়, জেল খেটে শোধ দেব। এখন আর আমার বিষয় না, পাওনাদারের; তাদের যেমন ইচ্ছে, তাই হবে। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা ক'রে ব'লতে পারি, কখনো প্রবঞ্চনার দিক দিয়ে চলি নি। যারা প্রবঞ্চক, তারা কখন' ব্যবসাদার হ'তে পারে না। বিশ্বাস ব্যবসার মূল, দেখ্‌ছ না, আমাদের জাতে পরস্পর বিশ্বাস নাই, ব্যবসাতেও প্রায় কেউ উন্নতি লাভ ক'ত্তে পারে না; লোকের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলুম, তাইতে যা মনে করেছি, তাই করেছি; সে বিশ্বাস কখন' ভাঙ্‌বো না, এতে জেলে যাই, স্ত্রী রাঁধুনী হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সেও ভাল।

রমেশ। আমিও তো তাই বলি, তবে মা বল্‌ছেন, এই জন্যই শোনালুম।

যোগেশ। মা বলুন, যিনি অধর্ম্মে মতি দেবেন, তিনি মা'ই হ'ন আর

বাপই হ'ন, তাঁর কথা শুন্‌তে নেই। তুমি আজ রাত্রিতেই ব্যাপারী-দের ডাকাও, আমি একটা বিলি করি, তা নইলে হবে না।

রমেশ। কাল সকালে ডাকাব। দাদা, ময়রাদের একটা ছেলের ওলাউঠা হয়েছে, ব্র্যাণ্ডি একটু দিলে হয় না? আমার কাছে ওষুধ চাইতে এসেছে; আপনি ডাক্‌লেন, চ'লে এসেছি।

যোগেশ। তা আমাদের ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও না।

রমেশ। কে ডাক্তার না কি একটু ব্র্যাণ্ডি খেতে বলেছে।

যোগেশ। তবে ডিস্পেন্সারিতে লিখে দাও।

রমেশ। লিখে দিতে হবে না, আমার ঠেঁয়ে আছে, ওর তাপ দেবার জন্তে একটা এনেছিলুম; আমি দিয়ে আসিগে।

যোগেশ। শীগ্‌গির এস, আমি স্থির হতে পাচ্ছি নি, যা হয় একটা রাত্রেই শেষ করবো।

রমেশের প্রস্থান

পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে, মন না মতিভ্রম, বিশেষ মা'র কথা ঠেলা বড় মুস্কিল।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। দাদা, এইটুকু দিই? না, আর একটু ঢাল্‌ব?

যোগেশ। বেশী না হয়।

রমেশ। দাদা, আজ আমি ব্যাপারীদের খবর দিয়ে পাঠাই, কাল সকালে সব আস্‌বে, আজ হিসাব পত্র মিলুচ্ছে, সকলে তো আস্‌তে পারবে না।

যোগেশ। তা বটে, কিন্তু আজ আমার ঘুম হবে না।

রমেশের মদের বোতল রাখিয়া প্রস্থান

যাদবের পুনঃ প্রবেশ

কি রে যাদব, আবার এলি যে ?

যাদব। বাবা, ঠাকুরমা কাঁদছে।

যোগেশ। কেন রে ?

যাদব। ছোট কাকা বাবু চোর হ'য়েছে, কাকীমা'র মাকড়ী নিয়ে গিয়েছে।

যোগেশ। সে কি ? এ আবার কি সর্ব্বনাশ! শেষ দশায় কি আমার এই হ'ল ? আমার মনে মনে স্পর্দ্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে—চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না; চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলাম ? চিন্তা! চিন্তা! চিন্তায় চিরকাল গেল।

যাদব। বাবা, তুমি কি কচ্ছো ? আমার মন কেমন করে!

যোগেশ। করুক, আমার কি ? আর কোন কথার তত্ত্ব কর্‌বো না, যা হয় হ'ক, আজ থেকে আমার চেষ্টা রহিত। এই যে সুরাদেবী! যখন কৃপা ক'রে এসেছ, আমি পরিত্যাগ কর্‌বো না; আজ থেকে তোমার দাস! (মদ্যপান)

যাদব। বাবা, কি কচ্ছো ? আমার মন কেমন করে। তুমি অমন ক'র না।

যোগেশ। তুমি যাও, আমি তোমার বাবা নই। বিস্মৃতি! বিস্মৃতি—আমায় বিস্মৃতি দান কর!

যাদব। বাবা, তোমার অসুখ হবে, ঠাকুরমা বলেছে, বোতল খেয়ে অসুখ হয়েছে, আর খেয়ো না বাবা!

যোগেশ। যা তুই যা। আজ থেকে গা ঢেলে দিলুম, যে যা বলে বলুক। লোকনিন্দা, কিসের ভয় ?

সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ। দাদাবাবু, কি কচ্ছেন ?

যোগেশ। কে ও সুরেশ ? যা খুসী কর ভাই, আর তোমায় আমি কিছু বল্‌বো না। নেচে বেড়াও, খালি আমোদ ক'রে বেড়াও, কিছু চেষ্টা ক'র না। আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি,—কিছু না, কিছু না, ঠেকে শিখেছি ! আর কি ভাবি, যা হবার হবে, ক'দিক্ ভাববো ? সব দিক্ ফাঁক। খালি জমাট নেশা চলুক।

সুরেশ। ও মা ! শীগ্‌গির এস, দাদা আবার মদ্ খাচ্ছে।

যোগেশ। মাকে ডাক্‌ছিস্ ? ডাক্, কিছু ভয় করিনি, আর মাকে ভয় করিনি। আমি যে লক্ষ্মীছাড়া ! লক্ষ্মীছাড়ার ভয় কি ? কিছু ভয় নেই, ব্যস্ ! যা, এই আংটিটে নিয়ে যা, দু-বোতল মদ নিয়ে আয়। এক বোতল তুই নিস্, এক বোতল আমায় দিস্।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। ও বাবা যোগেশ, আবার কি সর্ব্বনাশ কচ্ছো ?

যোগেশ। কিচ্ছু না, তুমি যাও মা, ঘুমের ওষুধ খাচ্ছি। (মদ্যপান)

উমা। ও সুরেশ, দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি ? কেড়ে নেনা।

যোগেশ। খবরদার—মার্‌ডালেগা।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

উমা। ও রমেশ, যোগেশ কি সর্ব্বনাশ করে দেখ্।

রমেশ। মা, তুমি স'রে যাও, স'রে যাও ! যত মানা কর্‌বে, তত বাড়াবে, মাতালের দশাই ওই !

যোগেশ। বাড়াবই তো ! ভয় কিসের ? ত্রিশ বৎসর ভয় ক'রে চলেছি, লোকনিন্দে ? বড় বয়েই গেল !

রমেশ। ও সুরেশ, মাকে নিয়ে যা ; আমি দাদাকে ঠাণ্ডা কচ্ছি। যত ঘাঁটাবি, তত বাড়াবে। যাদবকে নিয়ে যা।

সুরেশ। আয় ; যাদব আয়, মা এস।

উমা। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে!

রমেশ। মা চেঁচিও না, চারিদিকে শত্রু হাস্‌ছে।

সুরেশ। চল মা চল, মেজদাদা ঠাণ্ডা করবে এখন।

রমেশ। যাও, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সুরেশ, যাদব ও উমাসুন্দরীর প্রস্থান

দাদা, তুমি তো খুব খেতে পার?

যোগেশ। হাঁ, বিশ বোতল খাব। যা, আর দু-বোতল নিয়ে আয়।

রমেশ। খেয়ে ঠিক থাক, তবে তো—

যোগেশ। ঠিক আছি, বেঠিক পাবে না। তবে কি জান, বড় সর্ব্বনাশ হয়েছে, প্রাণটা কেমন কচ্ছে, তাই খাচ্ছি, মাতাল হই নি।

রমেশ। হয়েছ বই কি!

যোগেশ। চোপ্‌রাও!

রমেশ। চোপ্‌রাও?—কৈ লেখ দেখি?

যোগেশ। আচ্ছা, দাও দোয়াত কলম দাও।

রমেশের কলম, দোয়াত ও কাগজ প্রদান

রমেশ। অমন লেখা না, ঠিক সই কত্তে পার, তবে—

যোগেশ। ঠিক্ কর্‌বো ; দাও।

যোগেশ। (সই করিয়া) বাঃ! বাঃ! কেয়া জবর সই হুয়া! শুধু সই? সই-মোহর করে দিই, আন।

রমেশ। কই দাও। (মোহর প্রদান)

যোগেশের মোহর করণ

রমেশ। (স্বগত) একটা কাজ তো হলো, রেজেষ্টী করি কি করে? দেখা যাক্।

যোগেশ। কি, কি, কি ভাবছ? কাজ গুছিয়েছ; আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। যা খুসী কর, আমায় মদ দাও।

উমাসুন্দরীর পুনঃ প্রবেশ

উমা। ও রমেশ, এখনও যে ঠাণ্ডা হ'ল না?

রমেশ। আবার এয়েছ? তোমরা যা জান কর, আমি চল্লুম।

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। মা, তুমি মানা ক'ত্তে এসেছ? আর মদ খাব না, কেন খাব না? এই যে ত্রিশ বৎসর খেটে মলুম—কেন? কি কাজ ক'ল্লুম? তুমি বুড়ো মা, আজন্ম বাঁদীর মত খাট্‌লে, তোমার কি কল্লুম? পরের মেয়ে যে ঘরে এনেছিলে, যে বাঁদীর অধম হয়ে সংসার ক'ল্লে তার কি ক'ল্লুম? একটা ছেলে—তার হিল্লে কি রাখলুম? ভাইটে চোর হলো, তার কি ক'ল্লুম? রমেশ মাতাল দেখে সই করিয়ে নিয়ে গেল। কে জানে কিসে—চেষ্টা করে তো এই ক'ল্লুম! মনে কচ্চো, মাত্‌লামো ক'চ্চি?—না মনের দুঃখে বল্‌ছি, বল্‌তে বল্‌তে আগুন জ্বলে উঠে, জল দিই—(মদ্যপান) মা, তুমি কিছু বলো না, তোমার বড় ছেলে আজ মরেছে!

যোগেশের প্রস্থান

উমা। ও বাবা, কোথায় যাস—ও বাবা কোথায় যাস্? ও সুরেশ তোর দাদাকে দেখ্।

উমাসুন্দরীর প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর চক

ব্যাঙ্কের দেওয়ান ও রমেশ

দেও। রমেশ বাবু, আপনার দাদা কোথা ?

রমেশ। তাঁর ভারি অসুখ, তিনি শুয়ে আছেন।

দেও। ডাকুন, ডাকুন, শুনলে অসুখ ভাল হ'য়ে যাবে; আই ব্রিং গুড নিউস (I bring good news)।

রমেশ। ডাকবার যো নেই; কাল মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, ডাক্তার বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছে, কোন রকম এক্সাইটমেণ্ট (excitement) না হয়।

দেও। বটে, তা হ'তেই তো পারে, বড্ড শকটা (shock) লেগেছে। তা আপনাকেই ব'লে যাচ্ছি, আপনারা ডেস্‌পেয়ার (despair) হবেন না, কাল্‌কে লেটেষ্ট প্রাইভেট টেলিগ্রাম টু এজেণ্টের (Latest private Telegram to agent) কাছে এসেছে,—দি ব্যাঙ্ক মে রিকভার (The Bank may recover)। বোধ করি, দিন পোনেররই ভেতর ফের পেমেণ্ট (payment) আরম্ভ হবে, কেউ এ খবর জানে না, সেক্রেটারি (Secretary), আমি আর আপনি এই শুন্‌লেন, আপনার দাদা আমার ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড (intimate friend), তাঁর মাইণ্ডটা (mind) কতকটা রিলিভ (relieve) কর্‌বার জন্যে এসেছিলেম !

রমেশ। এ খবর তো তাঁকে এখন দিতে পারবো না, বেশী একসাইটমেণ্ট (excitement) হবে, তাঁর হার্ট অ্যাফেক্ট (heart affect) ক'রেছে কি না।

দেও। নেভার মাইণ্ড (never mind)! আপনি জেনে থাকুন, দিন পনের না দেখে কিছু নূতন অ্যারেঞ্জমেণ্ট (arrangement) ক'রবেন না। ইট ইজ অলমোষ্ট সারটেন্ দ্যাট উই উইল রিকভার (It is almost certain that we will recover)।

রমেশ। থ্যাঙ্ক্ ইউ, মাচ্ ওব্লাইজ্‌ড ফর্ ইয়োর ইন্‌ফর্‌মেশন (Thank you, much obliged for your information)।

দেও। আমি বড় ব্যস্ত আছি, সকাল সকাল বেরুতে হবে। চল্লুম গুড্ মর্ণিং (Good morning)।

রমেশ। গুড্ মর্ণিং (Good morning)।

দেওয়ানের প্রস্থান

ইস্! আজ না রেজেষ্টারি ক'রে নিতে পারলে তো নয়। দাদার সঙ্গে দেওয়ান ব্যাটার দেখা হ'লেই সব দিক্ মাটী! আজ যদি রেজেষ্টারি না ক'ত্তে পারি, আর ব্যাঙ্ক যদি পে (pay) করে, সুরেশের ওয়ান্-থার্ড শেয়ার (One third share) তো বাগিয়ে নিতেই হবে। যদি দাদা টের পায়? টের পায় টের পাবে। আমরা ওয়ান্-থার্ড (One-third) কে ঘুচাবে? জয়েণ্ট হিন্দু-ফ্যামিলি (Joint Hindu family)। আমি মাকড়ি চুরির নালিশটে আঁধারে ঢিল ফেলেছিলুম। দেখ্‌ছি, এটা কাজে আসবে, ওর ঠেঁয়ে ওর শেয়ারটা (share) লিখিয়ে নেবার সুবিধে হ'তে পারে, জেলের ভয়ে লিখে দিলেও দিতে পারে। দিক্ না দিক্, নাড়া দেওয়া উচিত এই যে কাঙ্গালী—

কাঙ্গালীর প্রবেশ

কাঙ্গালী। আমায় ডেকেছেন কেন ?

রমেশ। দেখ, আমি মাকড়ি চুরি গিয়েছে ব'লে পুলিশে জানিয়ে এসেছি। কে ক'রেছে, কি বৃত্তান্ত, তা কিছু বলিনি। তুমি এখন গিয়ে ইন্‌ফরমেশন্ (Information) দাও যে, অন্নদা পোদ্দারের হোথা মাল আছে, পুলিস সন্ধান ক'রে বার ক'র্‌বে। আর অন্নদাও সুরেশের নাম ক'র্‌বে। তুমি আজ তোমার স্ত্রীকে দিয়ে যোগাড় ক'রে সুরেশকে বাড়ীতে আটক কর।

কাঙ্গালী। আর ওতো মর্টগেজ (mortgage) ক'রে নিচ্ছেন, আর সুরেশকে আটক ক'রে কি দরকার ? মর্টগেজ হ'লে তো আর ওর ওয়ান্-থার্ড শেয়ার (One-third share) থাক্‌ছে না যে, ভয় দেখিয়ে লিখিয়ে নেবেন ?

রমেশ। না, তবু লিখিয়ে নেওয়া ভাল।

কাঙ্গালী। মর্টগেজ যদি সাজস্ প্রমাণ হয় ?

রমেশ। এতো আমি আপনার নামে ক'রিনি।

কাঙ্গালী। তবে কার নামে ?

রমেশ। তবে আর তোমায় অ্যাসাইনমেণ্ট (assignment) কাপি ক'র্ত্তে ব'লেছি কি ? এ সব হাঙ্গাম মিটে যাক্, এক ব্যাটাকে শালের জোড়া টোড়া পরিয়ে অ্যাসাইনমেণ্ট সই ক'রে রেজেষ্টারি ক'রে নেব।

কাঙ্গালী। কার নামে মর্টগেজ ক'রলেন, রেজেষ্টারি ক'রে দেবে কে ?

রমেশ। এটা আর বুঝতে পারলে না ? মর্টগেজ রাখ্‌ছে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া, বাড়ী এলাহাবাদ, যে হয় এক বেটা খোট্টা একশো টাকা পেয়ে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া হবে এখন, সে জন্যে ভাবিনি, যা হয় ক'র্‌বো। এখন আজকে রেজেষ্টারি ক'রে নিতে পারলে হয়।

একটা ব্রাণ্ডি, পোর্টের মত লাল রঙ ক'রে রাখবো, একটু লাল রঙ পাঠিয়ে দিও ত। থাকুক্ একটা, দাদার খোঁয়ারির মুখে পোর্ট ব'লে দিলে চল্‌তে পার্‌বে।

কাঙ্গালী। আপনি বেশ ঠাউরেছেন, আমার একটা বয়াটে ভাগ্‌নে পশ্চিমে ছিল, ঠিক হিন্দুস্থানীর মতন চাল-চলন। সে কিছু টাকা পেলেই আবার পশ্চিমে চ'লে যায়, তাকেই মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া সাজান যাবে।

রমেশ। সে পরের কথা পরে, পুলিশে জানিয়ে এস গে।

কাঙ্গালী। যে আজ্ঞে।

কাঙ্গালীর প্রস্থান

রমেশ। এখন পীতাম্বরে ব্যাটাকে হাত ক'ত্তে পার্‌লে হয়।

পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। ছি ছি ছি! কি আক্কেল! মেজবাবু, কোথায় ঘরের কলঙ্ক ঢাক্‌বেন, না ব্যাপারীদের সামনে বল্লেন কি না, বাবু মদ খেয়ে প'ড়ে আছেন।

রমেশ। ও সব না ব'ল্লে কি রফায় রাজী ক'ত্তে পার্‌তুম? ব্যাপারীরা যদি দেখে, দাদা ঘর-বাড়ী বেচে দেনা দিতে রাজী, তা হ'লে কি এক পয়সা কমাতে চাইবে? মর্টগেজ দেখেও নরম হ'ত না, পাকা কলা পেয়ে বস্‌তো। তুমি তো বোঝ না, ব'ল্‌তো টাকা দাও নইলে জেলে দেব। দাদাও বিষয় বেচে দিতেন। রক্ষা হয় কিসে বল দেখি?

পীতা। তা'ই ব'লে কি দেশ জুড়ে বাবুর কলঙ্কটা কল্লেন? এ ছাইয়ের বিষয় থাক্‌লেই বা কি, না থাক্‌লেই বা কি—যখন মান গেল, জোচ্চোর ব'লে গেল, মাতাল জেনে গেল! আমি বড়বাবুকে তুলি গে; তুলে বলি যে, মেজবাবু এই ক'রে বিষয় বাঁচাচ্ছেন।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি দাদাকে না মেরে আর নিশ্চিন্ত হ'চ্ছ না। তুমি

বুঝ্‌তে পাচ্ছো না, দাদা টাকার শোকে মদ খাচ্ছেন। আমি বিষয় বাঁচাচ্ছি সাধে? আজ দেখ্‌চো এই,—যে দিন বাড়ী বেচে ভাড়াটে বাড়ীতে যাবেন, সেই দিন গলায় দড়ি দেবেন। মাতাল বলে—মদ ছাড়্‌লেই গেল, জোচ্চোর বলে—দেনা দিলেই ফুরলো; সব ফিরে পাওয়া যায়, প্রাণ গেলে তো আর প্রাণ ফিরবে না! পীতাম্বর, তা তোমার কি বল,—তোমার ত মা'র পেটের ভাই নয়, তোমার এক চাক্‌রী গেলে, আর এক চাক্‌রী হবে। তুমি ধর্ম্মতঃ বল দেখি, দাদাকে অমন বেহেড্‌ কখন দেখেছ কি? এ টাকার শোকে না কি?

পীতা। আপনি মাতাল ব'লে পরিচয়টা দিলেন কেন?

রমেশ। মনের দুঃখে বেরিয়ে গেল পীতাম্বর! আমাতে কি আর আমি আছি? আমি মর্ম্মে ম'রে গেছি! তোমায় বল্‌ছি, কথা শুন,—দাদা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বল্‌বো, সবাই কিস্তিবন্দীতে রাজী হ'য়ে গিয়েছে। তুমি ব'ল, হ্যাঁ।

পীতা। আজ যেন বল্লুম, তারপর?

রমেশ। আজ বিকেলে সব বেটাকে রাজী ক'র্‌বো—কেন ভাব্‌ছ!

পীতা। যা ভাল হয় করুন, দেড় লাখ টাকা পাওনা, পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্চেন, আমার তো বোধ হয় হবে না।

রমেশ। পীতাম্বর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আমি যা বলি, শুনো—দাদার প্রাণটা রক্ষা কর, দাদাকে বাঁচাতে পার্‌লে সব বজায় থাক্‌বে।

পীতা। তা সত্য, টাকার শোকেই এ ঢলাঢলিটা হ'ল। তা মেজ বাবু, না ব'ল্লেই হ'ত, মাতাল জেনে গেল, কথাটা ভাল হ'ল না।

রমেশ। তুমি একটী উপকার কর, ঐ মদন পাগ্‌লার কথা মা শোনেন; ওকে দিয়ে মাকে বলাও, যেন দাদাকে বলেন, রেজেষ্টারি ক'রে দিতে। একবার রেজেষ্টারিটে ক'ত্তে পারলে বুঝ্‌তে পারি, ব্যাপারীব্যাটারা রাজী হয় কি না।

পীতা। আমি বলাচ্ছি, কিন্তু গিন্নীমা ব'ল্লেও বড়বাবু রাজী হবেন না।

রমেশ। চেষ্টা তো ক'ত্তে হয়।

পীতাম্বরের প্রস্থান

বড় বৌ, বড় বৌ!—

(নেপথ্যে জ্ঞানদা)। কি গা?

রমেশ। এই দিকে এস না।

(নেপথ্যে জ্ঞানদা)। কি বল্‌বে বল না? ওখানে গেলে বকেন।

রমেশ। এখানে আর কেউ নেই, শোনো,—

জ্ঞানদার প্রবেশ

বড় বৌ, বিষয় যাক্, সব যাক্, আমি ভাবি নি, সংসারের জন্যেও ভাবি নি; আমি মোট ব'য়ে সংসার ক'র্‌বো; কিন্তু দাদাকে বাঁচাই কিসে? দেখ্‌ছো তো শিবতুল্য মানুষ!—টাকার শোকে মদ খেয়ে ঢলাঢলিটা ক'রেছেন। ব'লেছেন, বাড়ী বেচে দাও। কিন্তু বড় বৌ, বাড়ী বেচ্‌লে আর দাদাকে পাব না, দম ফেটেই মারা যাবেন!

জ্ঞানদা। তা ঠাকুরপো, আমি কি ক'র্‌বো বল?—আমার তো ভাই, আর হাত-পা আস্‌ছে না।

রমেশ। না, এই সময় বুক বাঁধ, তুমি অমন ক'র্‌লে আমরা ভাস্‌ব।

জ্ঞানদা। আমি কি ক'র্‌বো বল? ঠাকুরপো, আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। কাল সমস্ত রাত দুটি চক্ষের পাতা এক করি নি। ছেলেটা সমস্ত রাত ফুলে ফুলে কেঁদেছে—আর যদি ভাই, সে ছটফটানি দেখতে,—জল দাও, বুক যায়! এই ভোর বেলা এক গেলাস জল খেয়ে ঘুমিয়েছে।

রমেশ। এক উপায় আছে, যদি দাদাকে রেজেষ্টারী ক'রে দিতে রাজী ক'ত্তে পার, তা হ'লে সব দিক্ বজায় থাক্‌বে।

জ্ঞানদা। রেজেষ্টারী কি?

রমেশ। বিষয়টা বেনামী ক'র্‌ছি ; সইও করেছেন, রেজেষ্টারী ক'রে দিতে নারাজ হ'চ্ছেন। এ না ক'ল্লে পাওনাদারেরা সব বেচে নেবে।

জ্ঞানদা। দেনা শোধ হবে কি ক'রে ?

রমেশ। র'য়ে ব'সে বন্দোবস্ত কর্‌বো। এই নূতন রাস্তাটা যাচ্ছে, অনেক বাড়ী পড়্‌বে, বাড়ীর দর তিন গুণ হবে। খান দুই বাড়ী ছেড়ে দিলেই সব শোধ যাবে।

জ্ঞানদা। ও দেনা রাখ্‌তে রাজী হবে না।

রমেশ। উনি বল্‌ছেন তো, আবার টাকার শোকে মদও তো খাচ্ছেন, বাড়ী বেচে তার পর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলুন।

জ্ঞানদা। আর বলো না ঠাকুরপো, আর বলো না !

রমেশ। তা শেওরালে হবে কি ? বাড়ী বেচ্‌লে একটা না একটা কাণ্ড হবে। মা অনুরোধ করুন, তুমি অনুরোধ কর, আমি অনুরোধ করি—

জ্ঞানদা। মাকে দিয়েই বলাই, আমায় ধম্‌কে তাড়িয়ে দেবেন।

রমেশ। মা থাক্‌বেন, তুমিও থাক্‌বে। যাও, মাকে বুঝিয়ে বল গে। দাদা উঠ্‌লে মাকে নিয়ে যেও, আমি থাক্‌ব এখন ;

জ্ঞানদার প্রস্থান

নেপথ্যে ইনেস্‌পেক্‌টার। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু—

রমেশ। কেহে, হাবুল ? এ দিকে এস।

মঙ্গলসিং জমাদার ও ইনেস্‌পেক্‌টারের প্রবেশ

কি ? মাক্‌ড়ির কিছু তদন্ত হ'ল ?

ইনেস্‌। ওহে সর্ব্বনাশ !

রমেশ। সর্ব্বনাশ কি ?

ইনেস্‌। অন্নদা পোদ্দারের দোকানে মাল ধরা পড়েছে, তাকে অ্যারেষ্ট (arrest) ক'রে এনে তদন্ত ক'রে দেখ্‌লুম, তোমার গুণধর ভাই সুরেশ চুরি ক'রেছে !

রমেশ। সে কি! সুরেশ চুরি ক'রেছে?

ইনেস্। এ সাপে ছুঁচো ধরা হ'ল। কি করি বল দেখি? পোদ্দার ব্যাটাকে ছেড়ে দিলে তো ডেপুটী কমিশনারের কাছে রিপোর্ট ক'রবে।

রমেশ। সে কি! সুরেশ চুরি ক'রেছে? সে পোদ্দার ব্যাটার দম।

ইনেস্। না হে—দম না, মঙ্গল সিংয়ের সাম্‌নে বাঁধা দিয়েছে। এ আজ কলুটোলার থানা থেকে এসেছে, নালিশের কথা কিছু শোনে নি। শুনেই বল্লে, সুরেশ বাবু বাঁধা দিয়েছে। সুরেশ বাবু না হ'লে যখনই বাঁধা দিতে গিয়েছিল, তখনই ধ'র্‌তো। ওর ইউনিফরম্ (uniform) ছিল না কি না, দাঁড়িয়ে শুনেছে, সুরেশ বলেছে, দাদার মাকড়ি বৌকে ফাঁকি দিয়ে এনেছি।

জনা। হাঁ বাবু, সব সাচ্ হ্যায়, হাম্ শুনা।

রমেশ। অ্যাঁ! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! সুরেশ চোর হ'ল!

ইনেস্। এখন কিছু খরচ কর; রামা স্যাকরা ব'লে এক ব্যাটা আছে, সে টাকাশো চার পাঁচ পেলে কবুল দেবে, বাক্স ভেঙ্গে চুরি ক'রেছে। বল তো, আমি সেই ব্যাটাকে চালান দিয়ে মকদ্দমা সাজিয়ে দিই।

রমেশ। বল কি হাবুল! আমি একজন নির্দ্দোষী লোককে সাজা দেওয়াব? আমার প্রাণ থাক্‌তে হবে না। আই হ্যাব টেকেন্ মাই ওথ টু এড্ জষ্টিস্ (I have taken my oath to aid justice)।

ইনেস্। তবে উপায় কি?

রমেশ। লেট্ জষ্টিস্ টেক ইট্‌স কোর্স (Let justice take its course)। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না, যা জান কর।

ইনেস্। সে কি হে! মেয়াদ হ'য়ে যাবে!

মেশ। লেট জষ্টিস্ বিডন্, ওঃ হেল্প মি মাই গড (Let justice

be done. Oh! help me my God)! ওহো! হো হো হো!

জমা। (জনান্তিকে) বাবু মত্‌লব হ্যায়।

ইনেস্‌। (জনান্তিকে) দেখ্‌তা। তবে রমেশ বাবু চল্লুম।

রমেশ। আর কি বল্‌বো! ওহো হো হো হো!

জমা। (জনান্তিকে) বাবু, শালা বদ্‌মাস হ্যায়!

ইনেসপেক্‌টার ইত্যাদির একদিকে ও অপর দিকে রমেশের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

জ্ঞানদা ও যোগেশ

জ্ঞানদা। অসুখ ক'রেছে, শোবে এস না, উঠ্‌লে কেন ?

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। দাদা মশাই, গায়ে কাপড় দিয়েছেন যে, জ্বরভাব ক'রেছে না কি?

যোগেশ। কে জানে ভাই, ঘামও হ'চ্ছে, শীতও ক'চ্চে।

রমেশ। সে কি! আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

যোগেশ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাপারীদের সঙ্গে কি হ'ল বল ?

রমেশ। আজ্ঞে, সব খবর ভাল—আমি এসে বল্‌ছি। ঘামও হ'চ্ছে, শীতও কচ্ছে—এ কি!

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। বড় বৌ, কাছে এস ; আমার যেন ভয় ভয় ক'চ্ছে, যেন কে আশে পাশে রয়েছে।

জ্ঞানদা। ও মা! সে কি গো ?

যোগেশ। চট্ করে—না, কিছু না, ঝিম্ ঝিম্ ঝুম্ ঝুম্—এ সব কি এ! এখনও কি নেশা রয়েছে ? মাথা টল্‌ছে, বুকটায় হাত দাও। বড় বৌ, কাল কিছু হাঙ্গাম ক'রেছিলুম ? কিছু মনে নাই।

জ্ঞানদা। না, কিছু কর নি, তুমি শোবে এস।

যোগেশ। না, চোখ্ বুজলে ভয় হয়, আমি ব'সে থাকি। শরীর ঝিমুচ্ছে! শরীর ঝিমুচ্ছে—

নেপথ্যে রমেশ। বড় বৌ, স'রে যাও, ডাক্তার বাবু যাচ্ছেন।

জ্ঞানদার প্রস্থান

কাঙ্গালীকে লইয়া রমেশের প্রবেশ

যোগেশ। ও বাবা! এ কে?

রমেশ। দাদা, আমি ডাক্তার এনেছি; মশাই দেখুন দেখি, ঘামও হ'চ্ছে, শীতও ক'চ্ছে।

কাঙ্গালী। ইনি কি অ্যাল্‌কোহল (Alcohol) ব্যবহার করে থাকেন?

রমেশ। আজ্ঞে, একটু হ'য়েছিল।

কাঙ্গালী। তারই রি-অ্যাক্‌সান্ (reaction), আর কিছু না, ভয় নেই। আপনি যে ক'রে গিয়ে প'ড়লেন, আমি মনে ক'র্‌লুম, অ্যাপোপ্লেক্‌সি (Apoplexy) কি, কি হ'য়েছে, একটু মাইল্‌ড ডোজে (mild dose) খেতে দিন।

যোগেশ। না, মদ আর ছোঁব না।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, তা আপনাকে একেবারে পরিত্যাগ ক'ত্তে হবে বৈ কি। রমেশ বাবু, বাড়ীতে কুইনাইন্ থাকে তো পোর্টের সঙ্গে একটু একটু দিন। রি-অ্যাক্‌সান (reaction) টা বড্ড বেশী হয়েছে। মশাই, একটু ভয় ভয় ক'চ্ছে কি?

যোগেশ। আজ্ঞে, শরীরটে কেমন যেন ছম্‌ছমে হ'য়েছে।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, কোলাপ্স (collapse) আন্‌তে পারে। এক কাজ করুন, টুয়েল্‌ভ আউন্স পোর্ট, আর থ্রি গ্রেণ কুইনাইন, (Twelve ounce Post and three grain Quinine) সোডাওয়াটারের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু একটু দিন। বড্ড রি-অ্যাক্‌সানটা (reaction) হয়েছে। ভয় পাবেন না, সেরে যাবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, আর অ্যাল্‌কোহল না ছোঁন্।

রমেশ। তা ঔষধটা আপনার ঐখান থেকেই পাঠিয়ে দিন।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, আপনার লোক পাঠিয়ে দিন।

রমেশ। আসুন। রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান

যোগেশ। একটু পোর্ট খেলে বোধ হয় উপকার হবে। গা-গতর যেন লাঠিয়ে ভেঙেছে! এক ডোজ (dose) খেয়ে শুয়ে প'ড়বো। মানুষটা বিজ্ঞ, ঠিক ধ'রেছে।

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা, ডাক্তার কি ব'লে গেল ?

যোগেশ। ওষুধ পাঠিয়ে দেবে।

জ্ঞানদা। কোন ভয় নেই তো ?

যোগেশ। না।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। দাদা, আমার ঠেঁয়েই আছে, একটু কুইনাইন আর সোডা-ওয়াটার দিয়ে খান, দু' ডোজ হবে, তার পর পাঠিয়ে দিচ্ছে। (জনান্তিকে) বড়বৌ, মাকে এই বেলা ডেকে আন।

যোগেশ। কি ব'ল্‌ছো ?

রমেশ। ব'ল্‌ছি, ভয় নেই।

জ্ঞানদার প্রস্থান

যোগেশ। (পান করিয়া) হ্যাঁ হে, এ ব্র্যাণ্ডীর গন্ধ যে ?

রমেশ। এখনকার ঐ বেষ্ট পোর্ট (Best port)। দেখছেন না, একটু রঙেরও তফাৎ; এড্‌ভোকেট্ জেনারেলের (Advocate General) হুকুমে ফ্রান্স থেকে এসেছিল। আমি একটা নিয়ে এসেছিলুম, দু' একজন চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর এইটুকু আছে।

যোগেশ। খেতে একটু নেশাও হ'ল, কিন্তু ইমিজিয়েট রিলিফ (immediate relief) বোধ হ'চ্ছে, টেষ্ট (taste) ও ব্র্যাণ্ডীর মতন।

রমেশ। ব্র্যাণ্ডীর ও রকম রঙ্ হয় কি ?

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ ও ঔষধ দিয়া প্রস্থান

যোগেশ। কি রকম খেতে ব'লেছে ?

রমেশ। মাঝে মাঝে একটু একটু খান, এই যে দু' শিশি ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে, দেখুন ঠিক এক রকম রঙ, এই এখন চলিত হ'য়েছে।

যোগেশ। ব্যাপারীদের কি হ'ল ?

রমেশ। আজ সে কথা থাক্, আপনার শরীর অসুখ।

যোগেশ। না, সে কথা না শুন্লে আমার আরও অসুখ বাড়বে।

রমেশ। ব্যাপারীদের কথা তো—টাকা চায়। আপনার অসুখ, আমরা তো ঘরোয়া একটা পরামর্শ করি নি।

যোগেশ। আর পরামর্শ কি,বেচে কিনে তো দিতে হবে,একটা সময় নাও।

জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ

রমেশ। বৌ, দাদা ব'ল্‌ছেন, সব বেচে কিনে ব্যাপারীদের দাও। মাস দুই বাদে বেচ্‌লে তিন গুণ দর হ'ত, চাই কি, খান দুই বাড়ী বেচেই সব দেনা শোধ যেতো; তা ওঁর সামগ্রী উনি বেচ্‌তে চাচ্ছেন, তা আমি কি ব'ল্‌বো বল্ ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা, কেন, দু' দিন তর নেই ? সব তাড়াতাড়ি! সাত গুষ্টিকে পথে বসাবে কেন বল দেখি ?

উমা। বাবা যোগেশ, আমারও ইচ্ছে, র'য়ে ব'সে বেচা। ছেলেটা পুলেটা হয়েছে, ঐ অপোগণ্ড ভাইটে, আমি বুড়ো মা,—এ বয়সে কোথায় বাড়ী ভাড়া ক'রে থাক্‌বো বল ?

যোগেশ। মা, তুমিও ঐ কথা ব'ল্‌ছো ?

উমা। বাবা, সাধে বল্‌ছি, দু'দিন বাদে যদি দর হয়, ভদ্রাসনটা থাকে; ব্যাপারীদের টাকার সুদ ধ'রে দিলেই হবে।

রমেশ। তা বৈ কি, আমি টুয়েল্‌ভ পারসেণ্টের (Twelve percent) হিসাবে দেব।

যোগেশ। রমেশ, তোমারও কি ঐ মত?

রমেশ। দাদা, সাধে মত! কোথায় যাই বলুন দেখি, বুড়ো মাকে নিয়ে আজ কার দ্বারস্থ হব? যাদবের কি হবে? ঐ সুরেশটার কি হবে? এমন নয় যে কারুকে বঞ্চিত ক'চ্ছি, দু'দিন আগু আর পিছু!

যোগেশ। ব্যাপারীরা থাম্‌বে?

রমেশ। কৌশল ক'রে থামাতে হবে।

যোগেশ। কৌশল কি? সোজায় বল,—থামে—আমার আপত্তি নেই, আমি কৌশল ক'ত্তে চাই নি।

রমেশ। তবে মা, আমি কি ক'র্‌বো বল? ব্যাপারীরা যদি টের পায়, দাদা বেচে দিতে ব'ল্‌ছেন, তারা ব'ল্‌বে—আজই বেচ। আর বেচ্‌তেই যে যাচ্ছেন, তাও কিছু একদিনে হয় না। কেউ কেউ বদমায়েসী ক'রে একটা অ্যাটাচ্‌মেণ্ট (attachment) বার ক'ত্তে পারে, তার পর তাকে বোঝাও সোঝাও, তার মন নরম কর, না হয় ডিগ্রী ক'রে কোর্ট থেকে আধা কড়িতে বেচে নেবে।

যোগেশ। কি কৌশল ক'ত্তে বল?

রমেশ। আমি পীতাম্বরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেছি, সে ঠিক ঠাওরেছে। সে বলে, বেনামী করুন।

যোগেশ। কি, বেনামী? এ তো জুচ্চুরি!

রমেশ। দাদা, জুচ্চুরি না ক'রলে জুচ্চুরি! এই যে বো'র নামে বাড়ী ক'রেছেন, বৌ কি টাকা দিয়েছিল, না আপনার রোজগার? এও বলুন জুচ্চুরি! আপনি বল্‌বেন, আমি রোজগার ক'রে দিয়েছি। ঐ সুরেশটা বদমায়েস, ও যদি বলে, জয়েণ্ট ফ্যামিলি (joint family)—দাদা আমাদের ফাঁকী দেবার জন্য ক'রেছেন। বলুন, এত দিন আমাদের খাওয়ালেন পরালেন, বলুন জুচ্চুরি করেছেন!

যোগেশ। হুঁ! (মদ্যপান)

উমা। ও কি খাচ্ছ ?

রমেশ। ও ওষুধ। তা দাদা, আমায় জেলে দেন দিন ; সর্ব্বস্ব যাবে, আমি প্রাণ থাক্‌তে দেখ্‌তে পারব না। যেদো ভিখিরী হবে, বৌ রাঁধুনী হবে,—মাকে আবার মামার বাড়ী রেখে আসবো, তা আমার প্রাণ থাকতে হবে না। আমি বল্‌ছি, কাল রাত্রে আপনার কাছ থেকে মর্টগেজ (mortgage) লিখিয়ে নিয়েছি, রেজিষ্ট্রার (Registar) ডাকিয়ে আনি—আপনি বলুন মিছে, আমায় বাঁধিয়ে দিন, আপদ চুকে যাক্ ; দ্বীপান্তর যাই, এ সব দেখ্‌তেও আস্‌বে না, ব'ল্‌তেও আস্‌বো না। দেখ দেখি মা, দু'দিন তর নেই। ওর মা ব'ল্‌ছে, স্ত্রী ব'ল্‌ছে, পুরনো চাকর পীতাম্বর—সে ব'লছে, আধা কড়িতে সর্ব্বস্ব বেচ্‌বেন, আর দেনদার হ'য়ে থাক্‌বেন।

যোগেশ। রমেশ, রমেশ, শোন শোন—আমি সই করেছি ?

রমেশ। আজ্ঞে, আপনি ক'রেছেন কি—আমি সই করিয়ে নিয়েছি আমি তো বল্‌ছি।

যোগেশ। তবে জোচ্চোর হ'য়েছি।

উমা। বাবা যোগেশ, আমার এই কথাটী রাখ, আমি তোকে গর্ভে ধরেছি, তোর মাতৃঋণ শোধ হবে, এই কথাটি রাখ ; রমেশ যা ব'ল্‌ছে শোন, তোমার ভাল হবে। এই দেখ দেখি বাবা, তুমি টাকার শোকে মদ খেয়েছ ; যখন বাড়ী বেচে যাবে, তখন কি আর তোমায় তুমি থাক্‌বে ? তুমি জান, আমি ঋণ কত ডরাই ! আমি তোমার ভালর জন্য বল্‌ছি, সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিও। আজ দিচ্ছ, না হয় কাল দেবে।

রমেশ। মা, ঋণ শোধ যাচ্ছে কৈ ? তা হ'লেও তো বুঝতুম, মোট ব'য়ে সংসার চালাতুম।

যোগেশ। মর্টগেজ (mortgage) কি ব্যাপারীদের দেখিয়েছ ?

রমেশ। দেখিয়েছি, না দেখালে আজ সাতখানা এনতাকাল এসে পড়্‌তো।

যোগেশ। তবে তো কাজ অনেক এগিয়েই রেখেছ। ভাই, একটা কথা আছে, 'বিষম সমস্যা'—তার মানে আমি বুঝতুম না—আজ বুঝলুম, আমার বিষম সমস্যা! মার অনুরোধ; স্ত্রীর অনুরোধ; হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, তা একজনের উপর দিয়েই স'ক! কুনাম র'ট্‌তে দেরি হয় না, মাতাল নাম র'টেছে, এতক্ষণ জোচ্চোর নামও বাজ্‌লো। মা, তুমি জান, ছেলেবেলা থেকে আমার উপর দিয়ে অনেক সয়েছে; আজও স'ক। বড় বৌ, খুব কোমর বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছ,—জুচ্চুরি ক'রে বিষয় রাখ্‌বে। পার ভাল, আমি বাধা দেব না। আমার—আমার সব ফুরিয়েছে! যখন সুনাম গেছে—সব গেছে, আর কিসের টানাটানি? আর মমতাই বা কিসের? ভায়া তো রেজেষ্টারি করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছ, চল, 'শুভস্য শীঘ্রং'। আমি কাপড় ছেড়ে আসি, পথে শিখিয়ে দিও, কি বল্‌তে হবে। মা, তোমার না ওষুধ নিয়ে ছেলে হ'য়েছিল? বেশ ওষুধ নিয়েছিলে,—একটী মাতাল, একটী জোচ্চোর, একটী চোর।

রমেশ। দাদা মশাই, কি ব'লছেন?

যোগেশ। আর 'দাদা মশাই' না, ভয় নেই—আর আমি কথা ফেরাচ্চি নি, রেজিষ্টারি ক'রে দেব, ভয় নেই। বড় বৌ, আমি বলেছিলুম, দিনকতক নিশ্চিন্ত হব, তার দেরি ছিল; কিন্তু তোমরা আজ আমায় নিশ্চিন্ত ক'রলে।

জ্ঞানদা। অমন ক'রছ কেন? তোমার মত হয়, বেচেই দাও।

যোগেশ। আর গোড়া কেটে আগায় জল কেন? সুনাম খুইয়েছি! সুনাম খুইয়েছি! জীবনের সার রত্ন হারিয়েছি! পিতৃবিয়োগে

দরিদ্র হয়েছিলুম, কিন্তু পরেশমণি সুনাম ছিল ; সেই পরেশমণি যাতে ঠেকেছে, সোণা হয়েছে—সে রত্ন আর আমার নেই। চল রমেশ, তবে তোয়ের হও।

যোগেশের প্রস্থান

উমা। না বাবা রমেশ, ও বেচে কিনেই দিক্।

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো, ও যখন অমন ক'রছে—

রমেশ। মা, ছেলেটীর মাথা না খেয়ে আর নিশ্চিন্ত হ'চ্ছো না, বেচে কিনে দিয়ে গলায় দড়ি দিক্, এই তোমার ইচ্ছে! যাও, তোমাদের কথা আমি শুনিনি, যেদোকে আমি ভাসিয়ে দিতে পারবো না। আমি পই পই ক'রে বারণ ক'রেছিলুম, দাদা—ও ব্যাঙ্কে টাকা রেখো না, শুন্‌লেন না! ওঁর কি এখন বুদ্ধিশুদ্ধি আছে যে, ওঁর কথা শুন্‌তে হবে? কত দুঃখে রোজগার হয়, তা তো কেউ জান না, তা হ'লে বুঝতে, মানুষটার প্রাণে কি ঘা লেগেছে! এই ডাক্তার ব'লে গেল কি, "রমেশবাবু সাবধান! যে ঘা লেগেছে, হঠাৎ একটা খারাপ হ'তে পারে।" সর্ব্বস্ব খোয়াবেন, আবার জেলে যাবেন, আবার ঋণকে ঋণ রইলো, এই কি তোমাদের ইচ্ছে? আঃ! আমার মরণ নেই!

উমা। বাবা, রাগ করিস্‌নি, রাগ করিস্‌নি।

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো, দেখ, ও বড় অভিমানী।

রমেশ। এই আমিও তাই বলি, উঁচু মাথা হেট হবে, পাঁচজন হাস্‌বে, তা হ'লে কি বাঁচবে!

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর বাড়ীর উঠান

সুরেশ ও শিবনাথ

সুরেশ। বিদ্যাধরি, বিদ্যাধরি, দোর খোলো—

জগমণির প্রবেশ

জগ। কে ও—সুরেশ! আমি এই বিল সেধে টাকা নিয়ে এলুম। এই নাও, এই পাঁচ টাকার নোটখানা নাও।

শিব। কে বাবা, তোমার এ মহাজন কে বাবা! (জগমণির প্রতি) লক্ষ্মী, আপনি অপ্সরী কি কিন্নরী? আ মরি মরি! চাপকানের কি বাহার হ'য়েছে! আবার এই যে তক্‌মা দেখ্‌ছি! বিবি, পাগড়ীটে পর, কি বাহার দেখি; সুরেশ, এ হিজড়ে বেটীকে পেলি কোথা?

সুরেশ। চল্ চল্, মজা আছে, মদন দাদা এসেছে?

জগ। সে অনেকক্ষণ ব'সে আছে।

সুরেশ। শিবে, সে বেটীরা পেছিয়ে পড়্‌লো নাকি?

শিব। পেছিয়ে পড়বে কেন? ঐ যে সিদ্ধেশ্বরীর বাচ্ছা দেখা দিয়েছে। কিন্তু বাবা, তুমি যে পেটেণ্ট বার ক'রেছ, বলিহারি যাই।

জগ। কি বলছ, পাঁঠা? আমি পাঁঠা রেঁধে রেখেছি, আমোদ ক'রবে ব'লে গেলে—

সুরেশ। বিদ্যাধরি, আজ ব্যাপারটা কি? না চাইতে চাইতেই টাকা, পাঁঠা রেঁধে রেখেছে,—আজ গলায় ছুরি দেবে, না বাঁধিয়ে দেবে?

জগ। চোপ শূয়ার!

শিব। বাঃ—বাঃ, বুলিদার!

জগ। এ ইষ্টুপিড্ কে ?

শিব। ফের জিতা, পড় বাবা পড়—

জগ। চোপ! কাণ ম'লে দেব।

শিব। এ কে বাবা ?—"দিনেতে অশ্বিনী হ'ত, রেতে কামিনী!"

খেম্‌টাওয়ালীগণের প্রবেশ

বাবা মেয়েমানুষ দেখ, মনে ক'রেছ, তোমরাই চেহারাবাজ, তোমাদের বাবার বাবা দাঁড়িয়ে!

জগ। যা যা, ভেতরে যা, আমোদ ক'র গে যা।

শিব। রূপসি, তুমি না এলে রাজযোটক হবে না।

জগ। আমি যাচ্ছি, তোরা যা, আমার একটু কাজ আছে।

শিব। রূপসি, এস, মাথা থাও, তা নইলে এক তিল আমোদ হবে না।

সুরেশ। আরে আয় না, এর চেয়েও মজা হবে আয়।

শিব। হ্যাঁরে তুই বলিস্ কি, এর চেয়ে মজা হয় ? আমি আধ ঘণ্টায় ভঙ্গী ঠাওর ক'ত্তে পার্‌লেম না। যেন কামিখ্যের হিজড়ে ডা'ন। রূপসি, গাছচালা জান ?

সুরেশ। আয় না, আর এক চেহারা দেখবি আয় না।

শিব। বাবা, এর উপর যদি তোমার ফর্‌মেসে চেহারা থাকে, তা হ'লে তুমি হোসেন খাঁ। সব ক'ত্তে পার, ইন্দ্রের শচী আন্‌তে পার।

সুরেশ। আয়, মজা দেখবি আয়।

শিব। রূপসি, ভুলে থেকো না, আমোদ হবে না, তোমার নাচ দেখতে হবে; (খেম্‌টাওয়ালীদের প্রতি) এস হে।

১ম খেম্‌টা। হ্যাঁ মিতে, ওকি দাড়ি-গোঁফ কামিয়েছে ?

শিব। এই মুরুব্বিকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তত্ত্ব পাইনি বাবা!

জগমণি ব্যতীত সকলের প্রস্থান

জগ। মড়ারা সব ম'রেছে! কারুর দেখাটী নেই। ওদের ইয়ারের মন, এ কোটরে যদি না ট্যাঁকে, তা হ'লে তো ফস্কালো; কাজ করে, তার বাঁধন নেই।

জনৈক দরোয়ানের প্রবেশ

তোম কে হায়?

দরো। বাবু ঘরমে আছে?

জগ। কেন?

দরো। ভিতর যাব, একঠো কথা আছে।

জগ। কি কথা আছে, হাম লোককে বল।

দরো। আরে এতো বড় ঝামিল! তোম্ নোকর হায়, তোম্‌সে ক্যা বোলে?

জগ। নোকর হায় তো কি হুয়া হায়? কোন্ বাবুসে কথাবাত্রা হায়?

দরো। জগ বাবুসে।

জগ। হাম লোক হ'চ্ছি জগ বাবু।

দরো। আরে! এ আওরাৎ ক্যা চাপরাসী!

জগ। তুমি তো সন্ধান নিতে আয়া হায়, সুরেশ বাবু আয়া কি না?

দরো। আরে, এ তো ঠিক হুয়া, আওরাৎ তো বাবু বন্ গিয়া। বাঙ্গালা কা বহুৎ তামাসা, সেলাম বাবু সেলাম!

জগ। বাত্‌কা জবাব পায়্তা নেই?

দরো। হাঁ হাঁ, ওহি বাত।

জগ। তুমি যাও, পোড়ারমুখো মিন্‌সেকে জল্‌দী কর্‌কে পাহারাওয়ালা নিয়ে আস্‌তে বল।

দরো। সেলাম বাবু সাব।

দরোয়ানের প্রস্থান

মদন ঘোষ, সুরেশ, শিবনাথ ও ঘেমটাওয়ালীগণের পুনঃ প্রবেশ

শিব। ছিঃ বিদ্যাধরি! এমন ফাঁকা জায়গা থাক্‌তে অমন কোটরে জায়গা ক'রেছ?

জগ। তা এইখানেই ব'স—তা এইখানেই ব'স। আমি আস্‌ছি, এইখানে একটু কাজ সেরে আস্‌ছি।

শিব। দোহাই সুন্দরি! অনাথ হব—অনাথ হব!

জগ। আমি এলুম ব'লে।

জগমণির প্রস্থান

সুরেশ। মদন দাদা, এই তো সব ক'নে এনে হাজির ক'রেছি, একটা পছন্দ ক'রে নাও।

মদন। কই—কই? তা ভাই, তোমরা ক'রবে না তো ক'র্‌বে কে? যাকে হয় দাও, যাকে হয় দাও; কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা—

সুরেশ। মদন দাদা, গোটা দুই বে' কর, কি জানি, একটা যদি বাঁজা হ'ল?

মদন। তা ভাই, তোমার কথায় আমার অমত নেই, তোমার কথায় আমার অমত নেই।

সুরেশ। দেখ, দাদার আপত্তি নেই।

১ম ঘেম্‌টা। আমাদের ভাগ্‌গি।

মদন। তবে, দাদা, আজকে বে' হ'লে হয় না?

সুরেশ। তা হবে না কেন, পুরুত ডাকাই।

শিব। সুরে—সুরে, বিদ্যাধরি আসুক, যুগল দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা কর্‌বো।

মদন। ভায়া, এরা সব ওড়না গায়ে দিয়ে এসেছে, এরা ত বেশ্যা নয়?

সুরেশ। মহাভারত! এদের চৌদ্দপুরুষ কুলীন, ঘটকের কাছে কুলুজী আছে।

মদন। তাই বল্‌ছি ভাই, তাই বল্‌ছি। কি জান দাদা, দত্তপুকুরে

একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। আমি দাঁতে কুটো ক'রে তবে জাতে উঠি!

সুরেশ। দাদা, ক'নেদের একবার গান শোন!

মদন। ক'নে গাইবে?

সুরেশ। গাইবে না? ওরা সব কি যেমন তেমন ক'নে? এরা সব রাত্রের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (Deputy Magistrate) গাও হে ক'নেরা গাও।

খেম্‌টাওয়ালীগণের গীত

(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুস্কিল।
ড্যাগ্‌রা নাগর বরণ তু-পোড়, বদনখানি বাদার বিল॥
মরি কি আঁকা বাঁকা, চেপ্টা নাকে নয়ন ঢাকা,
আকর্ণ হাঁ, তু' মেড়ে ফাঁকা,
গন্তে গেছে বাছার দাড়ী, উল্‌টো ঠোঁটে মজায় দিল॥

সুরেশ। দাদা, বাহবা দিলে না? চুপ ক'রে কি ভাবছ?

মদন। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ দাদা—

শিব। কি ব'ল্‌ছো?

মদন। বলি, এরা তো যাত্রাওয়ালার ছেলে নয়?

শিব। রামঃ!

মদন। তাই ব'ল্‌ছি, তাই ব'ল্‌ছি; কি জান, বোসেরা একটা যাত্রা-ওয়ালার ছোঁড়ার সঙ্গে বে দিয়েছিল, সেই অবধি আশঙ্কা আছে—

জগমণির পুনঃ প্রবেশ

শিব। না, কাজ নেই, তোমার সন্দেহ হয়, এই ক'নে বে' কর।

মদন। এ কে? এ যে সেই চাপরাসী!

শিব। সে কি? চাপরাসী কিসের?

মদন। তবে কি বৌরূপী?

শিব। বহুরূপী কেন? ক'নে দেখ্‌ছো, আ মরি মরি!

২য় ঘেমটা। তোমার বরাত ভাল, বরাত ভাল।

শিব। (মদনের প্রতি) গালে হাত দিয়ে কি দেখ্‌ছো?

মদন। কি জান ভাই, আশঙ্কা হয়; দেখছি গোঁপ-টোপ তো কামায় নি?

শিব। চল্ সুরে চল্, তোমার দাদার পছন্দ হবে না।

সুরেশ। তাই তো দেখ্‌ছি, এমন বিত্তাধরী ছেড়ে দিলুম—

মদন। পছন্দ হবে না কেন, পছন্দ হবে না কেন, যেমন হয় হ'লেই হ'ল; কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা!

সুরেশ। এস। বিত্তাধরি, আমার দাদার বাঁয়ে এস।

জগ। (স্বগত) আঁটকুড়ীর ব্যাটা ম'রেছে!

সুরেশ। কি বিত্তাধরি, চুপ ক'রে আছ যে? বর পছন্দ হ'চ্ছে না না কি?

জগ। (স্বগত) আ মর্!

শিব। কি বাবা ডাকিনি, কি মন্তর আওড়াচ্ছ?

সুরেশ। দাদা, ক'নের সঙ্গে কথা কও।

মদন। ভায়া, এই তো আমোদ-প্রমোদ হ'ল, এখন বাসরঘর হবে না?

সুরেশ। সে কি দাদা? আগে বে' হ'ক্।

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে পুরুত ডাক।

সুরেশ। ক'নে পছন্দ হ'য়েছে তো?

মদন। তা হ'য়েছে, তা হ'য়েছে, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

সুরেশ। শিবে মন্তর পড়।

শিব। "অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা, যঃ প্রদগ্ধা কুলে মম—"

সুরেশ। বল হরি, হরিবোল—

ঘেম্‌টা-গণ। উলু উলু উলু—

কাঙ্গালীর প্রবেশ

কাঙ্গালী। জগা, সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্! ঘরে চোর পুষে রেখেছিস্? পাহারাওয়ালা জমাদারে বাড়ী ঘেরোয়া ক'রে রেখেছে।

জগা। ও মা! সে কি গো?

কাঙ্গালী। এই দ্যাখ এই সার্জ্জন আস্‌ছে।

ইনেস্‌পেক্টার, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ

ইনেস্। সুরেশবাবু, এ মাকড়ী কার?

সুরেশ। এ মাকড়ী মেজ বো'র।

ইনেস্। আপনি কোথায় পেলেন?

সুরেশ। আমি তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।

ইনেস্। ভুলিয়ে, না বাক্স ভেঙ্গে?

জমা। (ঘেম্‌টাওয়ালীগণের প্রতি) আরে, তোম লোক খাড়া রহো।

ইনেস্। কি বাক্স ভেঙ্গে?

জমা। আপ্ চালান দিজিয়ে, বহু যে'সা গাওয়া দে। (জনান্তিকে) বাবু, এসমে কুচ্ মিলেগা।

সুরেশ। কি! বৌকে সাক্ষী দিতে হবে?

জমা। নেই তো কা, পুলিসমে সব কইকো চালান দেগা।

সুরেশ। তবে আমি বল্‌ছি, বৌ কিছু জানে না, আমি বাক্স ভেঙ্গে চুরি ক'রেছি।

জমা। কবুল দেতা?

ইনেস্। সুরেশবাবু, সত্যি কথা বলুন। আপনার তাতে ভাল হবে। শুনুন, আপনি বৌকে জড়ান, বেঁচে যেতে পারেন।

সুরেশ। সে কি ইনেস্‌পেক্টারবাবু, আমার প্রাণ যায়, সেও কবুল, আমি আপনার কুলবধূকে পুলিসে হাজির কর্‌বো? আমি কবুল দিচ্ছি, আপনি লিখে নিন;—দাদার বাক্স দাদার বাইরের ঘরে ছিল, আমি ভেঙ্গে চুরি ক'রেছি।

জমা। আরে বাবু, শুনিয়ে তো, মারা যাওগে কাহে?

সুরেশ। মারা যাই যাব, আমার এই কথা জমাদার সাহেব। আমি আমোদ ক'রে বেড়াই, কিন্তু কাপুরুষ নই। আমার যদি ট্রান্সপোর্টেশন (Transportaion) হয়, তবু আমার এই এক কথা। আমিই কুলাঙ্গার, আমি কোন্ বংশে জন্মেছি, তা জানেন? আমাদের সাত পুরুষে মিথ্যে কথা জানে না।

ইনেস্। আপনি আপনাদের বৌকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'চ্ছেন, কিন্তু আপনি ছেলেমানুষ, বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না। আপনাদের বৌয়েতে আর আপনার মেজ-দাদাতে ষড়যন্ত্র ক'রে আপনাকে ধ'রিয়ে দিচ্ছে; বলেন তো, রিপোর্টে লিখে নিই,—আপনাদের বৌ আপনাকে বাঁধা দিতে দিয়েছিল।

সুরেশ। কি, মেজদাদা আমায় বাঁধিয়ে দেবেন? মিথ্যা কথা। আর যদিও দাদা আমায় শাসিত ক'র্‌বেন মনে ক'রে থাকেন, বৌ যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! যার মুখ দেখ্‌লে প্রাণ শীতল হয়, যার সরলতার তুলনা হয় না, যার মিষ্ট কথা শুন্‌লে আমারও প্রাণ নরম হয়, ইনস্‌পেক্টারসাহেব, তুমি সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখনি, তাই ও কথা ব'ল্‌ছো। আর অমন কথা মুখে এনো না, তোমার মহাপাতক হবে।

কাঙ্গালী। অ্যাঁ, আমার চিঠি ছিঁড়ে কে পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে নিয়েছে? (শিবুকে ধরিয়া) দেখি, তোর হাতে কি দেখি? এই আমার নোট! এই আল্‌পিন গাঁথা! ইনেস্‌পেক্টার সাহেব, ধর—এ চোর!

সুরেশ। সে কি বিদ্যাধরি, চুপ ক'রে রইলে যে? তুমি যে ধার দিলে?

কাঙ্গালী। ধার দিলে বৈ কি? আবার জবরদস্তি! এই দেখ জমাদার সাহেব, ভাইপোকে পাঠাব ব'লে গালাটালা এঁটে সব ঠিক ক'রে রেখেছিলুম, ছিঁড়ে বার ক'রে নিয়েছে।

সুরেশ। শিবে, তুই ভাবিস নি, আমি ম'জেছি না ম'জতে আছি! দেখছি ষড়যন্ত্রই বটে! জমাদারসাহেব, আমার বন্ধুর কিছু দোষ নেই, যা দোষ সব আমার, আমি ওকে ডেকে এনেছি।

জমা। বাহার গিয়া, চিঠি লেকে গিয়া নেই? রেজেষ্টারী নেই কর্‌কে ঘরমে রাখ্‌কে গিয়া কাহে?

কাঙ্গালী। আমার কম্পাউণ্ডারকে বলে গিয়েছিলুম, রেজেষ্টারি ক'র্ত্তে।

জমা। আচ্ছা, নালিস কিয়া, হাম লোক চালান দেতা। খোদাবন্দ, লে চলে?

সুরেশ। ইনস্পেক্টার সাহেব, আমি সত্য বল্‌ছি, আমার বন্ধুর কোন অপরাধ নেই। এই মাগী আমায় ঐ নোট ধার দিয়েছিল, আমি ওর ঠেঁয়ে রেখেছি, এ চুরি নয়। যদি চুরির দাবী হয় সে দাবী আমার উপর দিন। ওকে ছেড়ে দিন। ও আস্‌তে চায়নি; আমি ওর মার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। ইনস্পেক্টার সাহেব, এ ভদ্রলোকের ছেলেকে খামকা খামকা অপমান কর্‌বেন না। চোর ধরা আপনাদের কাজ, আপনি অনায়াসে বুঝ্‌তে পার্‌ছেন, আমি সত্য বল্‌ছি কি মিথ্যা বল্‌ছি। বাবু, আপনার পায়ে ধ'চ্ছি, মিনতি ক'চ্ছি, একে ছেড়ে দিন, আমাকেই দুই চুরির দাবী দিয়ে চালান দিন।

ইনেস্। কাঙ্গালী বাবু, মাম্‌লা সাজিয়েছেন বটে, টেঁক্‌বে না।

কাঙ্গালী। (জনান্তিকে) ইনস্পেক্টার বাবু, ওর মার হাতে ঢের টাকা, কিছু আদায় ক'রে নিন্ না। একবার ওর বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেই কিছু পাবেন; আর নালিস বন্ধ হ'তে মানা করেন, আমি চেপে যাচ্ছি।

ইনেস্। চল, এন্‌লোককে লে চল, আওরাৎলোককে ছোড়্ দেও।

মদন। বাবা, আমি নই, আমার বে' দিতে এনেছিল।

সুরেশ। হায় হায়, আমি এত লোককে মজালুম। বন্ধুকে মজালুম, এই পাগ্‌লাটাকে মজালুম! নরাধম বিট্‌লে বামুন, তোর মনে এই ছিল? কেন ভদ্রলোককে মজাস্? ছেড়ে দিতে বল্। কাঙ্গালী খুড়ো, রাগ থাকে, আমার উপর দাবী দাও; শিবু, ভয় ক'র না, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমি সব সত্য কথা বল্‌বো।

মদন। হায় হায়, বে ক'ত্তে এসে মজলুম!

ইনেস্। এ আবার কে? একে ছেড়ে দাও।

জমা। শিবু বাবু, ইনেস্‌পেক্টার সাবকো কুচ্ কবলায়কে ছুট্টি লেও।

শিব। যা বলেন, আমি মা'র ঠেঁয়ে নিয়ে দেব।

জমা। তোম্‌বি আও, রিপোট লিখ্‌নে হোগা।

জগমণি ও কাঙ্গালী ব্যতীত সকলের **প্রস্থান**

জগ। তুই ভারি গাধা। সুরেশকে ফাঁসাবার কথা, ওকে নিয়ে টানাটানি ক'র্‌লি কেন?

কাঙ্গালী। আরে জানিস নি, ও বড় পাজী! ওর মা'র হাতে ঢের টাকা আছে। সে দিন বল্লুম, হ্যাণ্ডনোট সই ক'রে দে, তা আমায় বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চ'য়ে গেল।

জগ। আ মুখ্যু, আ মুখ্যু! যখন ওর মা'র হাতে টাকা আছে ব'ল্‌ছিস, ওকে অম্‌নি ক'রে চটাতে হয়? দেখ দেখি, আলাপ হ'য়েছিল, আমায় পছন্দও ক'রেছিল—আজও রাগ বর্‌দাস্ত ক'ত্তে পার্‌লি নি,—কাজ কর্‌বি? দূর! যা, রমেশ বাবুকে খবর দিগে যা, আমি রাঁধি গে।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর দরদালান

যোগেশ ও পীত

পীতা। বাবু, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সুরেশ বাবু চুরির দাবীতে গ্রেপ্তার হ'য়েছে! জামিন নিলে না, মেজ বাবুকেও খুঁজে পাচ্ছি নি; কি হবে, কি করি, বাবু, বাবু—

যোগেশ। কি, কাকে ডাক্‌ছো?

পীতা। আজ্ঞে—

যোগেশ। আমায়?—আমায় কি ব'ল্‌তে এসেছ? যাও, মেজবাবুর কাছে যাও, যাও মা'র কাছে যাও, যাও বড় বোর কাছে যাও। যারা বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে, তাদের কাছে যাও,—আমি রেজেষ্টারী আফিসে এককলমে বিষয়, মান, মর্য্যাদা তোমাদের মেজবাবুকে দিয়ে এসেছি। বাকী প্রাণ, তার ওষুধ এই! (বোতল প্রদর্শন)

পীতা। আজ্ঞে, সুরেশ বাবু ফৌজদারীতে প'ড়েছেন।

যোগেশ। আমি তো শুনেছি, এ আর বিচিত্র কি? চুরি, জুচ্চুরি, বাট্‌পাড়ী, দাগাবাজী যে পুরে বিরাজমান, সেথায় ফৌজদারী হওয়া আশ্চর্য্য কি? আমায় আর কিছু শুনিও না, আমার কাছে কেউ এস না; আমি কিছু শুন্‌বো না ব'লে মদ খাচ্চি, ভুলে থাক্‌বো ব'লে মদ খাচ্ছি, প্রাণ বেরুবে ব'লে মদ খাচ্চি। আমার মহাজন শুঁড়ী কারবার মদ খরিদ, লাভ জ্ঞানবিসর্জ্জন, এইতে যদ্দিন যায়। যখন ম'র্‌বো, ইচ্ছে হয়, টেনে ফেলে দিও। যাও, ততদিন আর আমার কাছে এস না।

জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। ও বাবা, সুরেশকে নাকি পাহারাওয়ালায় ধ'রেছে?

যোগেশ। শুনেছি, আর দুবার শোনাতে চাও, শোনাও। বড়বৌ, শোনাতে চাও, শোনাও। সকলে মিলে বল, সুরেশকে ধ'রেছে, সুরেশকে ধ'রেছে, সুরেশকে ধ'রেছে। আমার উত্তর শুন্‌বে? আমি কি ক'র্‌বো, আমি কি ক'র্‌বো, আমি কি ক'র্‌বো! মা, সে দিন ছিল, যেদিন আমার এক কথায় লাখ টাকা আস্‌তো; বোধ হয়, খুনী আসামীও আমি জামিন্ হ'লে ছেড়ে দিত; সে দিন ছিল, যে দিন জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার আমার অনুরোধ রক্ষা ক'ত্ত; সে দিন ছিল যখন আমি সত্যবাদী ছিলেম, যখন আমি বাঙ্গালীর আদর্শ ছিলেম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্ত্তি আমায় লোকে জান্‌তো; আজ সে দিন নেই,—আজ মদ আমার প্রিয়সঙ্গী, জোচ্চোর আমার খেতাব!

উমা। ও বাবা, সুরেশের অদৃষ্টে যা আছে হবে, তুই মদ বন্ধ কর; আমি বুড়ো মা—আর আমায় দগ্ধাস্ নি।

যোগেশ। তুমি মা? ভাল, তোমার ঋণ তো শোধ দিয়েছি; রেজেষ্টারি ক'রে দিয়েছি, আর তোমার অনুরোধ কি? যা কারুর হয় না, তা আমার হয়েছে, মাতৃঋণ শোধ গিয়েছে!

উমা। আমার কপালে কি মরণ নেই! যম কি আমায় ভুলে র'য়েছে! যোগেশ, তুই এ কথা বল্লি? তোর যে আমি বড় পিত্তেস্ করি!

যোগেশ। মা, তুমি মাতালের পিত্তেস কর? জোচ্চোরের পিত্তেস্ কর? বিশ্বাসঘাতকের পিত্তেস্ কর? এমন পিত্তেস্ রেখ না; যাও, তোমার মেজ ছেলের কাছে যাও, যে বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে, সে সব দিক রক্ষা ক'র্‌বে। মা, বড় প্রাণ কাঁদছে, তাই একটা কথা তোমায় বল্‌ছি,—মনে ক'রে দেখ, যখন আমি কাজ-কর্ম্ম ক'রে সন্ধ্যার পর ফিরে আসতুম, আমার মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হ'ত, মনে হ'ত আবার

মাকে প্রণাম ক'রবো, আবার ভায়েদের মুখ দেখবো, আবার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ কর্‌বো, আবার ছেলের মুখচুম্বন কর্‌বো ; সমস্ত দিন কাজে ভুলে থাক্‌তুম, আসবার সময় মনে হ'ত যে, আমার জুড়ি চল্‌তে পার্‌ছে না, আমি উড়ে বাড়ীতে যাই! দশ মিনিট দেরী আমার দশ ঘণ্টা বোধ হ'ত। গাড়ী থেকে নেমে দোরে ছেলেকে দেখতেম্, উপরে উঠে ভায়েদের দেখতেম্, বাড়ীর ভিতর তোমাদের দেখতেম ; বাড়ী আস্‌তেম—স্বর্গে আস্‌তেম! আজ সেই বাড়ী আমার নরক! বাড়ী আমার না, জুচ্চুরি ক'রে এ বাড়ীতে র'য়েছি। মা আমায় চান না, বিষয় চান ; পরিবার আমায় দেখেন না, বিষয় দেখেন ; ভাই আমায় দেখেন না, বিষয় বাগিয়ে নেন। বাঃ! কি সুখের সংসার! তবে আমায় কাকে দেখতে বল ? আমার আর শক্তি কই ? জোচ্চোর জোচ্চোর, জোচ্চোর! মা, আমি জোচ্চোর! ছি ছি ছি!

উমা। বাবা, আমায় তুমি কেন তিরস্কার ক'চ্ছ ? আমি তোমার বিষয় দেখি নি, আমি প্রাণরক্ষার জন্য অনুরোধ করেছিলেম ; তুমি টাকার শোকে মদ ধ'ল্লে, সকলে বল্লে তুমি বাড়ী বেচ্‌লে প্রাণে মারা যাবে।

যোগেশ। প্রাণের জন্য, তুচ্ছ প্রাণ যেতই বা! মা, তুমি কাঞ্চন ফেলে কাচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ ক'রেছ! সমস্ত বেচে যদি আমার দেনা শোধ না হ'ত, যদি আমি জেলে যেতেম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'ত, আমার মনে এই শান্তি থাক্‌তো, এ জীবনে আমি কারুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি নি। সে শান্তি আজ বিদায় দিয়েছি, আর ফির্‌বে না, বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে তার দোর খুলে দিয়েছি।

পীতা। বাবু, আপনি প্রতিপালক, অন্নদাতা, আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয় ; আপনি বিবেচক বিবেচনা ক'রে দেখুন, সপরিবার ডোবাবেন না।

যোগেশ। পীতাম্বর, আবার নূতন কথা! সপরিবার ডোবাব না ব'লেই রেজেষ্টারি ক'রে দিয়েছি, সপরিবার রক্ষা হ'ক্ আমায় ছেড়ে দাও। মান গিয়েছে, মান গিয়েছে, বুঝেছ পীতাম্বর, দুর্নাম রটেছে!

জ্ঞানদা। ওগো, আমাদের গলায় ছুরি দিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।

যোগেশ। কেন, আমার গরজ কি? ইচ্ছা হয়, গঙ্গা আছে, ঝাঁপ দাও; আগুন আছে, পুড়ে মর; বঁটী আছে, গলায় দাও; বিষ আছে, কিনে খাও; আমায় কেন ব'লছ? আমার উপায় আমি ক'চ্ছি, তোমাদের উপায় তোমরা কর।

পীতা। বাবু, একটু ঠাণ্ডা হ'ন, সব ফিরবে, সব পাবেন।

যোগেশ। কি ফিরবে, কি পাব? স্বীকার করি টাকা ফিরে পেতে পারি, কিন্তু কলঙ্ক কখনই ঘুচ্‌বে না; কারুর কখনও ঘোচেনি। রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাবাদী বলে। এ দুঃখের সংসারে ভগবান্ একটী রত্ন দেন, সে রত্ন যা'র আছে, সেই ধন্য! সুনাম! রাজার মুকুট অপেক্ষাও সুনাম শোভা পায়, দীন দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান অপেক্ষাও পূজ্য হয়! সে রত্ন আমার নাই, আছে মদ—চল হে যাই।

যোগেশ ও জ্ঞানদার প্রস্থান

উমা। ওরে, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

পীতা। গিন্নি মা, গিন্নি মা, কাঁদবার দিন পাবেন। একটী কথা বলি শুনুন, থানায় শুন্‌লেম, মেজ বাবু ছোট বাবুকে ধরিয়ে দিয়েছেন।

উমা। অ্যাঁ! বল কি! রমেশ কোথায়? তা'কে ডাক।

পীতা। আমি তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি নি।

উমা। দেখ—খুঁজে দেখ; শীগ্‌গির আমার কাছে নিয়ে এস। দীনবন্ধু! এ কি আবার শুন্‌লেম্।

পীতাম্বরের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। ও মা, ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়ে দাও মা,—মা, শীগ্‌গির আন্‌তে পাঠিয়ে দাও।

উমা। তুই বাছা আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিস নি।

প্রফুল্ল। ওমা, তোমার পায়ে প'ড়ি মা, বটঠাকুরকে ব'লে ঠাকুপোকে আন, ঠাকুরপো খেয়ে যায় নি। আন্‌তে পাঠাও মা, আন্‌তে পাঠাও নইলে আমি বাঁচ্‌বো না মা, তোমার পায়ে প'ড়ি।

উমা। আন্‌তে পাঠিয়েছি, তুই চুপ কর।

প্রফুল্ল। মা, তুমি আমায় ভাঁড়িও না, তোমরা পরামর্শ ক'রেছ—ঠাকুরপোকে শাসিত ক'র্‌বে; আমি ভুল্‌বো না, আমি এইখানেই ব'সে রইলেম, আমি খাব না কিচ্ছু না।

উমা। যাই, একবার বাবার কাছে যাই, তিনি কি উপায় করেন দেখি। তুই আয়, এখানে একলা ব'সে কি ক'র্‌বি?

প্রফুল্ল। না, আমি যাব না, ঠাকুরপোকে না দেখে উঠবো না। আমার মাকড়ীর জন্যে ঠাকুরপোকে ধ'রেছে, আমি সব গয়না খুলে বাক্সয় পুরেছি, যদি ঠাকুরপো না ফিরে আসে, বাক্স শুদ্ধ্‌ জলে ফেলে দেব, আর আমিও জলে ঝাঁপ দেব।

রমেশের প্রবেশ

উমাসুন্দরীর প্রস্থান

রমেশ। ওরে তুই এখানে ব'সে র'য়েছিস্‌?

প্রফুল্ল। ওগো ঠাকুরপোকে ধ'রেছে,তুমি শিগ্‌গির ঠাকুরপোকে নিয়ে এস।

রমেশ। শোন্‌ আমি সেইখান থেকেই আস্‌ছি, কাল যদি কেউ সাহেব টায়েব জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে আসে—

প্রফুল্ল। ওমা! সাহেব আস্‌বে কি গো? আমি সাহেবের সাম্‌নে বেরুব কেমন ক'রে?

রমেশ। দোরের পাশ থেকে কথা কইতে হবে।

প্রফুল্ল। ওমা! আমি তা পার্‌বো না।

রমেশ। শোন্, ন্যাকামো করিস এখন। তোকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে যে সুরেশকে মাকড়া তুমি দিয়েছিলে? তুই বলিস্—না, বাক্স ভেঙ্গে নিয়েছে।

প্রফুল্ল। ন', তাতো না, আমি মাদুলী আন্‌তে দিয়েছিলুম।

রমেশ। তুই বল্‌বি, বাক্স ভেঙ্গে নিয়েছিল।

প্রফুল্ল। ও মা, কি ক'রে ব'ল্‌বো?

রমেশ। কি ক'রে ব'ল্‌বি কি? যেমন ক'রে কথা ক'চ্ছিস, তেম্‌নি ক'রে ব'লবি। এই কথা ব'ল্‌তে আর পার্‌বি নি?

প্রফুল্ল। না, আমি তা পার্‌বো না।

রমেশ। পার্‌বি নি, তবে তোকে সাহেব ধ'রে নিয়ে যাবে।

প্রফুল্ল। আমি মা'কে ডাকি, আমি মা'র কাছে যাই।

রমেশ। শোন্ শোন্, তুই এ কথা না ব'ল্লে সুরেশের মেয়াদ হ'য়ে যাবে, মেয়েমানুষের ঠেঁয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে শুন্‌লে, সাহেব বড় রাগ ক'র্‌বে, সুরেশকে কয়েদ দেবে।

প্রফুল্ল। ওগো, তুমি আমার সব গয়না দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এস, ঠাকুরপোর জন্যে আমার বড় প্রাণ কেমন ক'র্‌ছে, আমি মিছে কথা ব'ল্‌তে পার্‌বো না, ঠাকুরুণ বলেন, দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে নরকে যায়।

রমেশ। তবে সুরেশ জেলে যাক্।

প্রফুল্ল। না গো, তুমি নিয়ে এস।

রমেশ। আমার কথা শুন্‌বি নি? আমি তোর স্বামী, মা তোকে শিখিয়ে দিয়েছেন জানিস্, স্বামী গুরুলোক, স্বামীর কথা শুন্‌তে হয়।

প্রফুল্ল। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি।

রমেশ। খবরদার! কেটে ফেল্‌বো, দূর ক'রে দেব। শোন্‌, যা শিখিয়ে দিলুম ব'লিস তো ব'ল্‌বি, নইলে আর তোর মুখ দেখ্‌বো না।

প্রফুল্ল। আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও।

যাদবের প্রবেশ

যাদব। ও কাকাবাবু, তুমি ছোট কাকাবাবুকে কেন ধ'রিয়ে দিয়েছ? ও কাকাবাবু, ছোট কাকাবাবুকে ধরিয়ে দিও না।

রমেশ। চোপ্‌!

যাদব। না কাকাবাবু, আর ব'ল্‌বো না কাকাবাবু, ঘাট হ'য়েছে কাকাবাবু, ও কাকীমা, তুমি বল না, ছোট কাকাবাবুকে আন্‌তে বল না?

রমেশ। যেদো, এখান থেকে বেরো।

যাদব। যাচ্ছি কাকাবাবু, যাচ্ছি!

যাদব ও প্রফুল্লর প্রস্থান

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। ভ্যালা মোর ভাই রে! চাঁদ রে! তোমায় পাঁচ পাঁচ বৎসর ফেল ক'রেছিল!—কি অবিচার—কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান ক'র্‌তে পার্‌তে! সুরেশকে জেলে দাও, যেদোর গলায় পা দাও, আমার জন্য ভেব না—আমি মদ খেয়েই থাক্‌বো।

রমেশ। কি মাত্‌লামো ক'র্‌ছো?

যোগেশ। সাবাস, সাবাস, উকিল কি চিজ্‌! ও দেরি না, দেরি না, শুভকর্ম্মে বিলম্ব না; যেদোর গলায় পা দাও; আর বুড়ো মাকে চালকুম্‌ড়ী কর, আর মা আমার রত্নগর্ভা,—একটী মাতাল, একটী উকিল, একটী চোর!

রমেশ। মাত্‌লামোর আর জায়গা পেলে না!

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। যেদো, ধর্‌ ধর্‌ তোর কাকাবাবুকে ধর্‌।

যোগেশের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর সম্মুখ

মদন ঘোষ

মদন। বরাত্ বরাত্! ক'নে জুটেছিল, সবই হ'য়েছিল, বংশরক্ষাটা হ'ল না। বরাত্ বরাত্! আর কি ক'র্‌বো! দিন দিন যৌবনটা ব'য়ে গেল, কি ক'র্‌বো! বরাত্ বরাত্! ও বাবা, আবার পাহারাওয়ালা আসে যে! আমি না, আমি না—

জগমণি ও কাঙ্গালীচরণের প্রবেশ

জগ। কি বর, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো না? অমন ক'র্‌ছো কেন? আমি যে ক'নে।

মদন। তুমি ক'নে, না পাহারাওয়ালা? তোমার সঙ্গে কে, উটিও কি ক'নে?

জগ। ও ক'নে কেন? ও পুরুষমানুষ, ও আমার—

মদন। ও কি তোমার বড় দিদি?

জগ। হ্যাঁ, একটা কথা বলি শোন।

মদন। হ্যাঁগা, তোমাদের কোন্ দেশে বাড়ী? তোমাদের মেয়ে-মদ্দের গোঁপ বেরোয়?

জগ। গোঁপ বেরুবে কেন? শোন না—

মদন। তবে যে, তোমার দিদির গোঁপ বেরিয়েছে?

জগ। দিদি কেন! ও আমার মাস্‌তুতো ভাই।

মদন। মেসো, না বোন্‌পো?

জগ। কথা শোন, তা নইলে আমি চ'লে যাব।

মদন। না, যেও না, যেও না, কি জান, বংশরক্ষা—কি জান, বংশরক্ষা!

কাঙ্গালী। ও তোর বাপের পিণ্ডি, কি কথা ব'ল্‌ছে, শোন্ না।

মদন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পিণ্ডির স্থল, পিণ্ডির স্থল! বংশরক্ষা! বংশরক্ষা!

জগ। তুমি যদি ক'নে চাও, একটী কথা ব'ল্‌তে হবে, এই কথা,—তুমি ঘরে ছিলে, তুমি দেখেছ যে চিঠি ছিঁড়ে নোট বা'র ক'রে নিয়েছে। সাহেব যখন জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে, তুমি ব'ল্‌বে যে, চিঠি ছিঁড়ে নিয়েছে।

মদন। ও বাবা, সাহেব।

জগ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমায় জমাদার এখনি নিতে আস্‌বে!

মদন। ও বাবা! আমি না—আমি না—

জগ। শোন না, ব্যাটাছেলে, অত ভয় পাচ্ছো কেন?

মদন। দোহাই জমাদার সাহেব! আমি না—আমি—

মদন ঘোষের প্রস্থান

কাঙ্গালী। জগা, তোর যেমন বিদ্যে, পাগ্‌লার কাছে এসেছিস্ সাক্ষী ক'র্ত্তে, দেখ্ দেখি, কত বড় অপমানটা হ'ল? আমার সাম্‌নে তোকে ক'নে বল্লে।

জগ। তোর মতন গাধা শুওর আর জন্মায় না; যদি পাগ্‌লাটাকে দে বলাতে পার্‌তুম, তা হ'লে ম্যাজিষ্ট্রেটের কি বিশ্বাস জন্মাত বল্ দেখিন্?

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। কে বাবা তোমরা যুগলে! তোমরা কি রমেশ ভায়ার ইষ্টদেবতা? যাও কেন, যাও কেন, যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিলে, প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে যাও; যেও না, যেও না, যেদোকে এনে দিচ্ছি, আড়্‌ছে মার।

সকলের প্রস্থান

পুলিস-কোর্ট

ম্যাজিষ্ট্রেট, ইণ্টারপ্রেটার, উকিলগণ, সুরেশ, শিবনাথ, অন্নদা পোদ্দার,
পীতাম্বর, জমাদার, কন্‌ষ্টেবলগণ, পাহারাওয়ালাগণ
ও কোর্ট-ইনেস্পেক্টার ইত্যাদি

পাহারা। এই চোপ রাও, চোপ্।

ইণ্টার। সুরেশচন্দ্র ঘোষ, অন্নদা পোদ্দার, শিবনাথ লাহিড়ী আসামী—

পাহারা। সুকলাস গুঁই আসাম—শিউলক্ষ্মী বেওয়া আসাম—

১ম উকিল। আই অ্যাপিয়ার ফর্ দি ফাষ্ট প্রিজ্‌নার (I appear for the first prisoner)।

২য় উকিল। আই ফর্ দি সেকেণ্ড প্রিজনার (I for the second prisoner)।

৩য় উকিল। আই অ্যাপিয়ার ফর্ শিবনাথ (I appear for Shivnath)।

জমা। খোদাবন্দ্! ঘরসে বাকস্ তোড়কে আসামী সুরেশ মাকড়ী চোরি করকে অন্নদা পোদ্দারকা দোকানমে বেচা।

ইণ্টার। ব্রেকিং বক্‌স, ষ্টিলিং ইয়ারিং (Breaking box, stealing ear-ring)—

ম্যাজিষ্ট্রেট। আই আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড (I understand)।

ইণ্টার। গাওয়া লে আও—

রমেশের প্রবেশ

ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি—

রমেশ। ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি, যাহা বলিব, সব সত্য, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না, কোন কথা গোপন করিব না।

ইণ্টার। কি নাম?

রমেশ। রমেশচন্দ্র ঘোষ।

সুরেশ। মেজদাদা, মিথ্যা হলপের প্রয়োজন নাই। আমায় সাজা দেওয়াবেন দেওয়ান, আমিই স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। ধর্ম্ম-অবতার! দাদার ঘরে কাঠের বাক্সতে এই মাকড়ীগুলি ছিল, আমি বাটালি দিয়ে বাক্স ভেঙ্গে এ মাকড়ীগুলি অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা রেখেছিলাম।

রমেশের প্রস্থান

পীতা। হুজুর, ধর্ম্ম-অবতার! আমার একটী আর্‌জি শুনতে আজ্ঞা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট। টোম কোন হ্যায়?

ইণ্টারপ্রেটার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাণে কাণে কথা

ও ইজ ইট (Oh is it)? ক্যা আর্‌জ বোলো?

পীতা। হুজুর, এ আসামী অতি সদাশয়। ওঁর ভাজ, রমেশবাবুর স্ত্রী এই মাকড়ীগুলি ওঁকে দেন, কিন্তু পাছে ওঁর ভাজকে সাক্ষী দিতে হয়, এই ভয়ে আসামী দোষ স্বীকার ক'রে নিচ্ছে। ইনি চুরি করেন নি, মাকড়ীগুলি ওঁকে দিয়েছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আচ্ছা, বাই-জরুকা গাওয়া ডেও।

সুরেশ। হুজুর, ধর্ম্ম-অবতার, আমার নিবেদন শুনুন, আমার ভাজ আমায় দেন নি, আমি ফাঁকি দিয়ে—চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি; আমার কথা সত্য, মিথ্যা নয়, আপনি আমায় সাজা দিন। এই পীতাম্বর আমাদের বাড়ীর পুরান লোক, আমার মায়ায় মিথ্যা কথা ব'লছে! ধর্ম্ম-অবতার, আর একটী আমার নিবেদন, আমার বন্ধু শিবনাথের নামে চুরীর দাবী হ'য়েছে, শিবনাথ নির্দ্দোষী, আমিই নোট নিয়েছিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট। ইয়ংম্যান, ইউ উইল বি পানিশ্‌ড্ ফর ইওর কন্‌ফেসন্

(young man, you will be punished for your confession)

ইণ্টার। তোমার কবুল দেওয়াতে সাজা হবে।

সুরেশ। সাজা হয় হ'ক, আমার মৃত্যুই শ্রেয়! যখন আমার ভাই আমায় মেয়াদ দেবার জন্ম মিথ্যা সাক্ষী দিলেন, না না—হলপ্ ক'ত্তে প্রস্তুত, যখন আমার এই বিপদ জেনে দাদা মেজদাকে বারণ করেন নি, তিনিও আসেন নি, তখন আমি বুঝতে পারছি যে, আমিই ঘরের কণ্টক, সে কণ্টক দূর হওয়াই আবশ্যক। আমার বাড়ীর কথা জানেন না,—মা আমার সাবিত্রী! আমার দাদা সাক্ষাৎ সদাশিব! বড় ভাজ অন্নপূর্ণা! ছোট ভাজ সরলা সোণার প্রতিমা! মেজদা' উকিল, আমি নিগুর্ণ, আমার দূর হওয়া উচিত।

১ম উকিল। হি ইজ স্পিকিং আণ্ডার পুলিশ পার্‌সুয়েসন্ (He is speaking under Police persuation)।

ম্যাজিষ্ট্রেট। নো হেল্‌প, আই হ্যাব ওয়ারণ্ড্ হিম (No help, I have warned him)। টুমি যাহা বলিটেছ ফিরাইয়া না লইলে টোমার সাজা হইবে!

সুরেশ। ধর্ম্ম-অবতার! সাজা দিন, এই আমার প্রার্থনা। আমার মত নরাধমের চোর-ডাকাতের সঙ্গে বাস হওয়া ভিন্ন আর কি হ'তে পারে! আমি একজন পোদ্দারকে মজাতে ব'সেছি, আমার নির্দ্দোষী বন্ধুকে মজাতে ব'সেছি, অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক এনেছি—কুলাঙ্গারকে দণ্ড দিন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। নোট-চুরির কঠা কি বলো?

জমা। ইস্কা কুচ গাওয়া নেই হ্যায় খোদাবন্দ্।

সুরেশ। ধর্ম্ম-অবতার। এ মকদ্দমায়ও আমি দোষী! যে বন্ধু আমার মুখ থেকে খাবার দেয়, তাকে আমি নীচাশয় নরাধমের কাছে নিয়ে গিয়ে চোর অপবাদ দিয়েছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট। টোমার পোনের ডিবস কঠিন পরিশ্রমের সহিট কারাগার হইল। মিষ্টার পিয়ারসন্, আই ডিসচার্জ্জ ইয়োর ক্লায়েণ্ট (Mr. Pearson I discharge your client)।

৩য় উকিল। থ্যাঙ্ক ইয়োর ওয়ারসিপ (Thank yourWorship)।

ম্যাজিষ্ট্রেট, ইণ্টারপ্রেটার ওউকিলগণের প্রস্থান

জমা। তোম্ এসা বেকুব, যাও জেলমে যাও।

শিব। জমাদার সাহেব, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার বন্ধুকে একবার দেখি! সুরেশ, ভাই, তোমার এই দশা হ'লো! তুমি সদাশয় আমি জান্‌তেম, কিন্তু তুমি যে বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত;তা কথনও আমি জানি নি। তোমার কাছে আমি বন্ধুত্ব শিখ্‌লেম; তোমার বন্ধুত্ব আমি এ জন্মে ভুলব না, আর যদি পারি, এ ঋণের এক কণাও শোধ্‌বার চেষ্টা পাব। সুরেশ, ভাই একবার কোল দাও! আমার কোন গুণ নেই, তোমার কিছুই ক'র্ত্তে পার্‌বো না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে'ন যে, আমার প্রাণ দিয়েও যদি তিলমাত্র উপকার হয়, আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত। যদি আমার ক্ষুদ্র কুটীর থাকে—আধখানি তোমার, যদি একখানি বস্ত্র থাকে—আধখানি ছিঁড়ে তোমায় দেব, যদি এক মুঠো অন্ন থাকে—আধমুঠো তোমায় দেব, ভাইরে, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার ভাই-ই তোমার শত্রু! কিন্তু দাদা, আজ থেকে আমি তোমার ছোট ভাই! তোমার নফর!

পাহারা। চল্! চল্! হাড়্‌বড়াও মৎ!

জমা। আরে রহো রহো—

সুরেশ। শিবনাথ, আমার একটি অনুরোধ রেখ'—আমার মত লোকের কুসঙ্গ ছেড়ে সৎ হও, লেখাপড়ায় মন দাও, মানুষ হবার চেষ্টা পাও, আমি আমার বুড়ো মা'র বুকে বজ্রাঘাত ক'রে চ'ল্লেম, কুলে কলঙ্ক দিলেম! তুমি ভাই, তোমার মাকে সদ্‌গুণে সুখী ক'রো, যদি কখন'

আমার সঙ্গে দেখা হয়, মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেও, কখন' আমার ছায়া মাড়িও না। আমার দাদাদের দোষ নেই, তাঁরা বার বার আমায় শোধরাবার চেষ্টা ক'রেছেন, আমি নির্ব্বোধ, তাঁদের উপদেশ শুনি নি ; আমার এক অনুরোধ, তোমার মাকে এক একবার আমার বুড়ো মা'র কাছে পাঠিয়ে দিও, যেন তিনি গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করেন, মেজকে বুঝিয়ে বলেন, তার কোন দোষ নেই, আমি নিজের দোষে সাজা পেয়েছি। সে অন্ন-জল পরিত্যাগ ক'র্‌বে, তোমার মা যেন তাকে ভোলান। আমার বাড়ীতে হাহাকার উঠ্‌বে, কেউ দেখ্‌বার লোক থাক্‌বে না, পার যদি এক একবার যেদোকে আদর ক'রো। ভাই, বিদায় দাও। জমাদার সাহেব, নিয়ে চল। পীতাম্বর, তোমার ঋণ আমি শুধ্‌তে পার্‌বো না, তুমি এ অকর্ম্মণ্যের জন্য কেঁদ না!

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পীতাম্বরের বাসাবাটির সম্মুখ

কাঙ্গালী ও পীতাম্বর

কাঙ্গালী। আপনাকে আমি যে দিন অবধি প্রদর্শন ক'রেছি, সেই দিন অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট হ'য়েছে, আপনি অতি সজ্জন ও প্রকাণ্ড অজ্ঞ।

পীতা। ম'শায়ের আমার নিকট প্রয়োজন ?

কাঙ্গালী। আপনার বন্ধুত্ব যাজনা করি, আপনার সৌহার্দ্দ্য জন্য আমি একান্ত সুললিত, আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট ধূষ্ট।

পীতা। ম'শায়ের কিছু আবশ্যক আছে কি ?

কাঙ্গালী। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাজলক্ষ্মী আপনার ঘরে বিচলা হ'ন।

পীতা। যে আজ্ঞে, তার পর ?

কাঙ্গালী। আপনি তো বহুদিন—বহুদিন বিষয়কার্য্য ক'রে মাথার কেশ অসিত ক'র্‌লেন, এখন যা'তে আপনি খোস মেজাজে নিরুদ্বেগে কিঞ্চিৎ অর্থ সংযম ক'রে প্রদেশে গিয়ে ব'সতে পারেন, আর নিরুদ্বেগে কাল কবলিত হন, তার উপায় আপনাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'ত্তে এসেছি।

পীতা। কি উপায় 'উদ্‌ভ্রান্ত' ক'র্‌লেন ?

কাঙ্গালী। আপনি আপনার ভবনে পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রস্তুত ?

পীতা। প্রস্তুত অপ্রস্তুত পরে ব'ল্‌ছি, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

কাঙ্গালী। উত্তম উত্তম, আমি অভিপ্রায় বিখ্যাত ক'র্‌ছি ; আপনাকে আমি পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত করাতে পারি।

পীতা। প্রাপ্ত করান।

কাঙ্গালী। উর্ত্তম উর্ত্তম, কিন্তু পরিলোচনা ক'রে দেখুন, অম্‌নি তো কিছু হয় না, আপনাকে একটি কার্য্য ক'র্‌তে হবে, কোন কষ্ট নাই।

পীতা। কি কাজটা শুনি?

কাঙ্গালী। শাদা কাজ, অতি গলিজ কাজ, কোন কষ্ট না, আপনার প্রতি আড়ৃষ্ট হ'য়েছি, এই নিমিত্তই প্রস্তাব করা।

পীতা। কাজ যে গলিজ, তা আপনার দর্শনেই বুঝেছি।

কাঙ্গালী। বুঝ্‌বেনই তো—বুঝ্‌বেনই তো, আপনি অতি অজ্ঞ।

পীতা। পাঁচশো টাকা কে দেবে?

কাঙ্গালী। আমি আপনাকে দিব, আপনি আমার বন্ধু হ'লেন, আপনার সহিত প্রবঞ্চনা ক'র্‌বো না, আমার কথা সর্ব্বথাই অনটল পাবেন।

পীতা। কাজটা কি বলুন না?

কাঙ্গালী। আপনি আপনার প্রদেশে পর্য্যবেক্ষণ করুন, আর কিছুই না, জায়গা-জমি কিনুন, ভোগদখল করিতে রহুন।

পীতা। কথাটা তো এই, যোগেশ বাবুকে ছেড়ে চ'লে যাই? তা হচ্ছে না, আমি তাঁর পরিবারকে দিয়ে নালিস রুজু করাচ্ছি। রমেশ বাবুকে ব'ল্‌বেন,—কিছু না পারি, তাঁর জুচ্চুরি আমি আদালতে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি।

কাঙ্গালী। এই কথাটি আপনি অবিভীষিকার মতন ব'ল্লেন।

পীতা। অবিভীষিকা কেন? ঘোরতর বিভীষিকা সাম্‌নে দেখ্‌ছি, আবার অবিভীষিকা কোথায়!

কাঙ্গালী। এ কার্য্যে আপনার লাভ কি?

পীতা। লাভ এই, আমার অন্নদাতা প্রতিপালককে রক্ষা ক'র্‌বো, দুর্জ্জনকে সাজা দেব।

কাঙ্গালী। ভাল, পাঁচশত টাকায় না রাজী হন, হাজার টাকা দেওয়া যাবে।

পীতা। আপনি 'পর্য্যবেক্ষণ' করুন; 'পর্য্যবেক্ষণ' করুন, এখানে মতলব খাটবে না।

কাঙ্গালী। ম'শয়, মোচড় দিচ্চেন মিছে, আর বাড়বে না, যে টাকা মকর্দ্দমায় পড়তো, সেইটে না হয় আপনাকে দেওয়া যাবে, দুশো একশো বলেন, তাতে আটক থাবে না।

পীতা। কেন ব্যাজ ব্যাজ কচ্ছেন, চ'লে যান না।

কাঙ্গালী। তুমি তো নেহাৎ নির্ব্বুদ্ধি হে, কেন টাকাটা ছাড় ?

পীতা। আরে কোত্থেকে এ বালাই এল ! ভাল চাও তো বেরিয়ে যাও; দুর্গা দুর্গা সকাল-বেলা !—

কাঙ্গালী। আচ্ছা চল্লেম, দে'থে নেব; উকীলের সঙ্গে লেগেছ, শেষটা বুঝবে। সিভিল—ক্রিমিনেল (Civil—Criminal) দুই রকম সুটে (Suit) মারা যাবে।

রমেশের প্রবেশ

রমেশবাবু, ইনি বেগোড় ক'রতে চান।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি কি ক'রে বেড়াচ্চ ? শুনছি নাকি বৌকে দিয়ে আমার নামে নালিস করাবে ? তুমি যে মার চেয়ে দরদী দেখতে পাই, দাদা মদে-ভাঙ্গে সব উড়িয়ে দিক্, তার পর ছেলেটা পথে বসুক্।

পীতা। ম'শায়, যার বিষয়, সে ওড়াবে, আপনি কেন ফিরিয়ে দিন না।

রমেশ। ফিরিয়ে নিতে চাও, নাও, ওয়ান থার্ড পাবে বৈ তো না। আমি রিসিভার অ্যাপয়েণ্ট (Receiver appoint) ক'রেছি, যেদো সাবালক হ'লে রিসিভারের ঠেঁয়ে নিয়ে নেবে।

পীতা। মেজবাবু, ভাল চান তো ফিরিয়ে দিন, নইলে আপনার ব্যাভার আমি আদালতে জানাব। আপনি অতি দুর্জ্জন, নইলে ভাইকে মেয়াদ খাটান !

রমেশ। শোন, কাঙ্গালী শোন। আমি দুর্জ্জন বটে ?

পীতা। রমেশ বাবু, আপনি লোকালয়ে মুখ দেখান কেমন ক'রে, আমি তাই ভাবি। এক ভাইকে জেলে দিলেন, বড় ভাই—যে বাপের মতন প্রতিপালন ক'রে এল, তারে দরোয়ান দিয়ে বাড়ী ঢুকতে দিলেন না।

রমেশ। তোমার এমনি আক্কেলই বটে, বাড়ীর ভেতরে মাত্‌লামো ক'র্‌বেন, আর আমি কিছু ব'লবো না। আর বাড়ীতে ওঁর অধিকার কি ? উনি তো কন্‌ভে (convey) ক'রে দিয়েছেন, আমি আমার ক্লায়েণ্টস্ বিহাফে (Client's behalf) দখল ক'রেছি।

পীতা। টাকা দিলেন না, কিছু না, অমনি কন্‌ভে (convey) হ'য়ে গেল ?

রমেশ। টাকা দিই নি—তুমি এমন কথা বল ? তোমার নামে ডিফামেসন স্যুট্ (Defamation suit) হ'তে পারে। রেজেষ্টারি আফিসে মর্টগেজের কাপি দেখে এস, বরাবর হ্যাণ্ডনোট কেটে এসেছেন, তাই হ্যাণ্ডনোটের টাকা জড়িয়ে মটগেজ দিয়েছেন।

পীতা। আপনার সঙ্গে আমার তর্কের দরকার নেই, আপনি যা জানেন করুন, আমি যা জানি ক'র্‌বো।

রমেশ। পীতাম্বর, আমার কথা বোঝ'।

পীতা। আর বুঝ্‌তে চাই নি ম'শায়, আপনাকে তো তাড়িয়ে দিতে পার্‌বো না, আমিই চল্লুম।

রমেশ। পীতাম্বর শোন, আমি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি।

পীতা। আপনি নরাধম্!

পীতাম্বরের প্রস্থান

কাঙ্গালী। আপনি এর এত খোসামোদ ক'র্‌ছেন কেন ? শুন্‌ছি তো আপনাদের বড়বৌ আপনার মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে গেছেন, এখন তো আপনার দখলে সব, দখল ক'রে ব'সে থাকুন, তার পর যা হয় হবে। ভাড়াটে বাড়ীর খাজনা সেধে আদায় করুন, দখলে তো থাক্।

আপনার দাদার দফা নিশ্চিন্ত করুন, তিনি দিনরাত মদ খাচ্চেন; এক নাবালক, আর বৌ। এক পীতাম্বরকে যে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছেন, সেই টাকা খরচ ক'রে ওর জ্ঞাতকে দিয়ে ওর দেশে এক মাম্‌লা রুজু ক'রে দিন। আমি খবর নিয়েছি, ওর জাস্‌তুতো ভায়েদের সঙ্গে ভারি বিবাদ।

রমেশ। যা হয়, এক রকম ক'র্‌তে হবে।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রেসিডেন্সি জেল

কয়েদিগণ, সুরেশ ও মেট

১ম কয়েদী। কাঁদ্‌ছো কেন? ছ'টা বছর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে। এই আমি পাঁচ বচ্ছর আছি, দিনকতক একটু ক্লেশ, তার পর স'য়ে যাবে, আমার মত মোটা হবে।

২য় কয়েদী। ওরে, ও শালার আটদিন হ'য়েছে।

৩য় কয়েদী। দে শালার মাথায় চাঁটি, দে শালার মাথায় চাঁটি।

মেট। তুই শালা, কি হাঁ ক'রে দেখ্‌ছিস্? পাথর ভাঙ্।

সুরেশকে প্রহার

সুরেশ। উঃ মা!

মেট। হাঃ হাঃ! এখানে মাও নেই, বাবাও নেই, ভাঙ্ শালা ভাঙ্ পাথর; জোরে ঘা দে, এই কাঁড়িটি সাবাড় ক'ত্তে হবে।

সুরেশ। ও ভাই, আর যে পারি নি, হাতে ফোস্‌কা হ'য়েছে!

৩য় কয়েদী। ওরে, ওরে, গোপালের হাতে ফোস্‌কা হ'য়েছে, হাঃ হাঃ হাঃ!

১ম কয়েদী। তোর অদ্দেকগুলো যদি ভেঙ্গে দিই, তুই কি দিস্?

সুরেশ। আমার ঠেঁয়ে তো কিছু নেই, পাঁচটা টাকা ছিল, কেড়ে নিয়েছে।

মেট। তুই শালা যে ব'ল্লি, তোর ভাই আছে, তোর মা আছে, ঘর থেকে টাকা আন্ না, যোগাড় ক'রে হাঁসপাতালে থাক্ না।

সুরেশ। বাড়ীতে কি ক'রে খবর পাঠাব?

মেট। তার যোগাড় ক'চ্ছি। আমায় ষোলটা টাকা দিবি, তার পর এখানে যদি আমাদের সঙ্গে মিশিস্ আর টাকা ছাড়্‌তে পারিস্, কি মজায় থাক্‌বি, তা বুঝ্‌তে পারবি। শ্বশুরবাড়ী তো শ্বশুরবাড়ী!

মদ খাও, গাঁজা খাও, যা খুসী কর, আর যদি ভদ্র-আনায় জারি কর, পাথর ভাঙ্গো, আর মেটের বেত খাও।

টারণ্‌কি (Turnkey), রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রবেশ

টারণ্‌কি। এ আসামী, তোমরা উকিল আয়া হ্যায়।

সুরেশ। মেজদা, আমায় কি এম্‌নি ক'রে শাসিত ক'ত্তে হয়? আমায় বাঁচাও, আমার প্রাণ গেল!

রমেশ। চুপ ক'রে শোন্‌, তুই যদি কথা শুনিস তো আমি কালই খালাস ক'রে নিয়ে যাই।

সুরেশ। আমায় যা ব'ল্‌বে শুন্‌বো, আমি রোজ স্কুলে যাব, আর বাড়ী থেকে বে'রব না।

রমেশ। দেখিস্‌, খবরদার।

সুরেশ। না মেজদা, দেখো, আর আমি কখন কিছু দুষ্টুমি ক'রবো না।

রমেশ। আচ্ছা, এইটেতে সই ক'রে দে দেখি, আপীল ক'রে তোরে ছাড়িয়ে নিতে হবে। কৌন্সুলির টাকা যোগাড় ক'ত্তে হবে, সই কর্‌।

সুরেশের সহি করণ

রমেশ। কাঙ্গালী, কোথায় গেলে? সাক্ষী হও।

সুরেশ। দাদা, তোমার সঙ্গে কাঙ্গালী কেন?

রমেশ। সাক্ষী হবে।

সুরেশ। কিসের সাক্ষী? র'সো, যাতে কাঙ্গালী আছে, তাতে অবশ্যই জুচ্চুরি আছে, আমায় জেলে দিয়েছ, বোধ করি, ট্রান্সপোর্ট (Transport) দেবার চেষ্টা ক'র্‌ছো।

রমেশ। না না, কাঙ্গালীকে না সাক্ষী হ'তে বলিস্‌, নেই নেই। দে, আর একজনকে সাক্ষী ক'র্‌বো এখন।

সুরেশ। আগে তুমি বল, এ কিসের লেখাপড়া?

রমেশ। আর কিছু না, তোর বখ্‌রা বাঁধা রেখে টাকা তুল্‌তে হবে। সেই টাকা কৌন্সুলিকে দিয়ে আপীল ক'র্‌বো।

সুরেশ। আমার বখ্‌রা কি?

রমেশ। তুই জানিস্‌ নি, দাদা আমাদের দু'ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয় ক'রেছে, এ বিষয়ে তোরও বখ্‌রা আছে, আমারও বখ্‌রা আছে।

সুরেশ। দাদা ফাঁকি দিয়েছেন! তোমার মিথ্যা কথা। মেজদা', আমার ক্রমে চক্ষু খুল্‌ছে, তোমায় কাঙ্গালীর সঙ্গে দেখে, তোমায় আর এক-চক্ষে দেখ্‌ছি আমি এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে, তুমি আমায় শোধরাবার জন্যে জেলে দাও নি, এ কষ্ট মা'র পেটের ভাই কখন' দিতে পারে না; মা'র পেটের ভাই কেন, অতি বড় শত্রুতেও দেয় না। আমি এখন ভাবছি যে, তুমি আমায় জেলে দিয়ে মাকে কি ব'লে বোঝালে? দাদাকে কি ব'লে বোঝালে? মেজবৌকে কি ব'লে বোঝালে? বড়-বৌকে কি ব'লে বোঝালে? না, তুমি আপনি ষড়যন্ত্র ক'রে আমায় জেলে দিয়েছ; তুমি আমার ভাই নও—শত্রু! বোধ হয়, দাদা বেঁচে নাই, কিম্বা তোমার ষড়যন্ত্রে কোন বিপদে প'ড়েছেন, তা নইলে আপীলের টাকার জন্য আমার বখ্‌রা বাঁধা দেবার কোন আবশ্যক হ'ত না। তুমি সত্য বল, তাঁদের কি হ'য়েছে?

রমেশ। সুরেশ, তুই কি পাগল হ'য়েছিস্‌? দে দে, কাগজখানা দে।

সুরেশ। ক্রমে আরও আমার চক্ষু খুল্‌ছে, তুমি আমায় জেল থেকে খালাস ক'ত্তে আস নি, আপনার কাজ ক'ত্তে এসেছ, আমার বখ্‌রা লিখে নিতে এসেছ, কিন্তু মেজদা, শোন—আমার তো বখ্‌রা নেই, যদি থাকে, তার এক কড়াও তুমি পাবে না। আমি জেলে প'চে মরি, দ্বীপান্তর যাই, ফাঁসী যাই, সেও স্বীকার—তবু যে কাঙ্গালীর বন্ধু, তা'কে আমি বখ্‌রা লিখে দেব না। পরমেশ্বর জানেন, আরও

কি ষড়যন্ত্র তোমার মনে আছে! পরমেশ্বর জানেন, দাদার কি সর্ব্বনাশ তুমি ক'রেছ! যাও মেজদা, ফিরে যাও, এ কাগজ তুমি পাবে না।

রমেশ। সুরেশ, ভাই, তুমি কি শোন নি, যে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, ব্যাঙ্ক ফেল হ'য়ে গিয়েছে, দাদার হাতে টাকা নাই, আমার হাতে টাকা নাই—

সুরেশ। মেজদা, বড় চমৎকার বোঝাচ্ছ! দাদার টাকা নাই, তোমার টাকা নাই—তোমরা কৃতী! আর আমি, যে কখনও এক পয়সা রোজগার করিনি, আমার সইয়ে টাকা পাবে? মেজদা, তুমি আমার চেয়ে মিথ্যাবাদী! আমার চেয়ে কেন, বোধ করি কাঙ্গালীর চেয়েও মিথ্যাবাদী! তুমি যে দাদার মা'র পেটের ভাই—এই আশ্চর্য্য!

কাঙ্গালী। বাবাজী, অবুঝ হয়ো না, অবুঝ হয়ো না, তোমার দাদা তোমার ভালর জন্যে এসেছে।

সুরেশ। বুঝেছি কাঙ্গালীচরণ, আমার ভালর জন্য পুলিসে নালিস ক'রে ছিলেন, আমার ভালর জন্য আমায় তোমার বাড়ী পুরে গ্রেপ্তার ক'রে দিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য জেলে দিয়েছেন, আমার ভালর জন্য বথ্‌রা লিখে নিতে এসেছেন—আর ভালর কাজ নেই, আমি কাগজ ছিঁড়ে ফেল্লুম, তোমাদের পদার্পণে জেলও কলুষিত!

রমেশ। তবে জেলে প'চে মর্।

সুরেশ। দাদা, বড় নিরাশ হ'লে,—জোচ্চোর, জোচ্চোরের বন্ধু! জেলে জুচ্চ্‌রী ক'ত্তে এসেছ? তোমার জেল হয় না কেন, তা জান?—আজও তোমার যোগ্য জেল তয়ের হয় নি।

রমেশ। আমার কথা হ'য়েছে, একে নিয়ে যাও।

রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান

টারণ্‌কি। চল্‌ রে চল্‌।

মেট। খাট্‌না শালা, ব'সে রয়েছিস? (সুরেশকে প্রহার)

সুরেশ। ও মাগো, তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না! (মূর্চ্ছা)

ডাক্তারের প্রবেশ

মেট। বাবু, দেখুন তো, মুখ দে রক্ত উঠছে।

ডাক্তার। ইস্‌! তাই ত, হাঁসপাতালে নিয়ে যাও।

সুরেশকে লইয়া মেটের প্রস্থান

টারণ্‌কি। খানেকা ঘণ্টা হুয়া, চল্‌—লাইন্‌ হো!

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ীর উঠান

উমাসুন্দরী ও পীতাম্বর

উমা। পীতাম্বর, তুমি সত্য বল, আমার সুরেশের তো ভাল-মন্দ কিছু হয় নি? তুমি আমায় এনে দেখাও, আমার রাত্রে বুক ধড়্‌ফড়্ করে, মন হু হু করে, যদি একবার চোখ বুজি, নানান্ স্বপ্ন দেখি, কত কি তোমায় কি বল্‌বো; পীতাম্বর, লক্ষ্মী বাপ, আমায় বল, সে প্রাণে বেঁচে আছে তো?

পীতা। গিন্নী মা, তোমায় বোঝাতে পার্‌লেম না বাছা, আমি কটু দিব্যি গেলে ব'ল্লেম, তবু তুমি বিশ্বাস ক'র্‌বে না? পুলিস থেকে খালাস পেয়েই রেলগাড়ী চ'ড়ে মার দৌড়! আমি কত বোঝালেম যে গিন্নী-মার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও, তা বল্লে যে—'না'; সব ছোঁড়ার দল নিয়ে আমোদ ক'ত্তে বেরিয়ে গেল। ন'দে শান্তিপুরে যে মেলা আছে, সেই মেলা দেখে আস্‌বে।

উমা। তা বাবা, তুমি লোক পাঠাও, শীগ্‌গির তা'কে নিয়ে এস। তা'কে যদি আর তিন দিন না দেখি, তা হ'লে আর বাঁচবো না।

পীতা। দেখ দেখি, গিন্নীমা কি বলে! আমি লোক পাঠাই নি গা? বড় বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমার ভাইকে পাঠিয়েছি; সে পত্র লিখেছে, আর দিন চেরেক সেখানে মেলা হবে, মেলা শেষ হ'লেই চলে আস্‌বে।

উমা। বাবা পীতাম্বর, তুমি আমায় নিয়ে চল, আমি একবার দেখে আসি, তার পর সে পোনের দিন থাকুক।

পীতা। দেখ দেখি গিন্নীমার কথা! সে নেড়া-নেড়ীর কাণ্ড, তুমি কোথা যাবে বল দেখি?

উমা। বাবা, তোমার বাড়-বাড়ন্ত হ'ক্, তোমার ব্যাটার কল্যাণে আমায় একবার নিয়ে চল, আমার বড় আদরের সুরেশ! মেজটা হ'বার পর, ন'বছর আমার ছেলেপুলে হয় নি, তার পর বাছাকে পেয়েছিলেম। চার বচ্ছর অবধি দস্তি রোগে ভুগেছিল, মা কালীকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তবে হারানিধিকে পাই। লোকে বলে দুরন্ত হ'য়েছে, কিন্তু বাছা আমার কিছু জানে না। আমি কাছে না ব'সলে আজও খেতে পারে না। সুরেশ একলা শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে, আমি রেতে উঠে উঠে দেখে আসি, সেই সুরেশকে আমি পাঁচ দিন দেখি নি, আমার বুক খালি হ'য়ে গিয়েছে। পীতাম্বর, তুমি আমার এ কথাটি রাখ, একবার আমায় দেখিয়ে নিয়ে এস।

পীতা। আচ্ছা, আজ 'তারে' খবর লিখি, যদি না আসে, কাল তখন নিয়ে যাব। এদিকে নানান্ ঝঞ্ঝাট প'ড়েছে, আমার মাথা চুল্‌কোবার সাবকাশ নেই।

উমা। তা বাবা, তুমি না যেতে পার, একজন লোক ক'রে দিও, তার সঙ্গে আমি যাব।

পীতা। আচ্ছা, তাই হবে গো তাই হবে, তুমি এখন পূজো করগে।

উমা। বাবা, পুজো কর্‌বো কি! পূজো ক'ত্তে যাই, সুরেশকে দেখি, খেতে বসতে যাই, সুরেশকে মনে পড়ে; চোখ বুজ্‌তে যাই, সুরেশকে দেখি! হাঁ বাবা, সুরেশ আমার আছে তো, সত্যি ব'ল্‌ছিস্? হ্যাঁ বাবা, তোর চোখ ছল্ ছল্ ক'র্‌ছে কেন? তবে বুঝি আমার সুরেশ নেই!

পীতা। বুড়ো হ'লে ভীমরথী হয়, চোখে বালি প'ড়েছে, চো'খ ছল্ ছল্ ক'র্‌ছে—

উমা। বাবা, আমি যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বিমর্ষ হয়; যোগেশের কাছে ভয়ে যাইনি, সে আমায় দেখ্‌লে নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়, বড় বৌমা কথা চাপা দেয়,—আমি আর ভাব্‌তে পারিনি। বাবা, আমি কি কুক্ষণেই মেজটার পরামর্শ শুনেছিলেম। কেন আমি যোগেশকে ব'ল্লুম যে, রেজেষ্টারি ক'রে দে। আমার ধর্ম্মভীরু ছেলে, লোকে জোচ্চোর ব'ল্‌বে, এই অভিমানেই মদ খাচ্ছে। আমি আবাগী এই সর্ব্বনাশের গোড়া! যদি যোগেশ না মনের দুঃখে অমন হ'ত, তা হ'লে কি মেজটা সুরেশকে ধ'রিয়ে দিতে সাহস ক'র্ত্ত? আহা! বড় বৌমা কচি ছেলের হাত ধ'রে বেরিয়ে এল; দুধের বাছা কিছু জানে না, বলে, "মা, আমরা বাড়ী ছেড়ে কেন যাব?" গোবিন্‌জী কেন আমায় এ মতি দিলেন? মা হ'য়ে কেন আমি যোগেশকে ধর্ম্ম খোয়াতে ব'ল্লেম! আমি আজন্ম তামাসা ক'রেও মিথ্যা কথা বলি নি, মা হ'য়ে কেন কালসাপিনী হ'লেম? ধর্ম্ম খুইয়েই আমার এ দশা হ'ল! আমার ধর্ম্মের সংসারে পাপ সেঁধিয়েছে—তাই বাছা, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি। ভাল মন্দ যা হয় একটা সত্যি কথা বল, তা'র কি মেয়াদ-টেয়াদ হ'য়েছে?

পীতা। দেখ্‌লে সে দিন কালীঘাটে পূজো দিয়ে এলুম; মেয়াদ হ'য়েছে—মেয়াদ হ'লে কেউ পূজো দেয়? তোমার যেমন কথা, এ নিঃশ্বাস ফে'লে উঠে যায়, ও কথা চাপা দেয়। তুমি রাতদিন ব্যাজ্ ব্যাজ্ ক'র্‌বে, কাঁহাতক লোকে তোমার কথার জবাব দেয়? এখন তো বাপু কথা হ'য়ে গেল, কা'ল তো তোমায় নিয়ে যাব।

উমা। নিয়ে যাবে তো বাবা?

পীতা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! ভাল যন্ত্রণা! এ বুড়ী ম'র্‌বে কবে গা?

উমা। বাছা, মরণ হ'লেই বাঁচি রে, মরণ হ'লেই বাঁচি!

পীতা। ম'রো এখন, এখন পূজো করগে।

উমা। যাই বাবা, তবে নিয়ে যাস। উমাসুন্দরীর প্রস্থান

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। পীতাম্বর, কাঁদ্‌ছো কেন ?

পীতা। বড়মা গো, বুড়ীর কথা শুন্‌লে পাষাণ ফেটে যায় ? মাগীকে ধ'ম্‌কে ধাম্‌কে তাড়িয়ে দিলুম। খায় দায় তো ? ও যে বাঁচে, এমন বোধ হয় না ! এ দশটা দিন কি ক'রে কাটাই ?

জ্ঞানদা। বাছা, আমি যে কি ক'রবো, কিছু ভেবে পাইনি ; একবার ভাতে হাতে করেন, রাত্রে তো দুটী চক্ষের পাতা এক করেন না, কখন বুক ধড়ফড় করে, কখন নিশ্বাস পড়ে না, বুকে তেলে-জলে দিই, পুরাণ ঘি মালিস করি। একটু নিথর হ'য়ে থাক্‌লে আমি মনে করি ঘুমুলেন, তা নয়, সেটা আমায় ভুলোনো যে ঘুমুচ্ছেন ; আবার ঘরের দোরে এসে দেখি যে নিঃশ্বাস ফেল্‌ছেন—কাঁদ্‌ছেন।

পীতা। তাই তো বড়মা, কি হবে ? দশটা দিন কি ক'রে কাট্‌বে ? আমি ত বাপু বড় বড় কৌন্সুলিকে কাগজ পত্র দেখালেম, আপীল হবে না।

জ্ঞানদা। হাঁ বাবা, পাথরভাঙ্গা মোকুব করাতে পার্‌লে না ?

পীতা। কই আর পার্‌লেম ? চার হাজার টাকা নিয়ে চেষ্টা-বেষ্টা কর্‌লুম, কিছুই তো ক'ত্তে পার্‌লেম না ! দুঃখের কথা কি ব'ল্‌বো, জমাদারের ঠেঁয়ে শুন্‌লেম, কে উকীল এসে জেলারকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে, যাতে খাটুনি মোকুব না হয়। সে উকীল আর কেউ নয়, আমার বোধ হয় মেজবাবু।

জ্ঞানদা। সে কি ! সে কি চণ্ডাল ? তুমি আরও টাকা কবলাও, সে ডব্‌কা ছেলে, পাথর ভাঙ্গলে বাঁচবে না।

পীতা। চণ্ডালের অধম ! আর তো টাকা হাতে নেই মা ! মাগো, তুমি গয়না খুলে দিলে, আমার বুক ফেটে গেল ! সেইগুলি বাঁধা দিয়ে তাড়াতাড়ি চার হাজার টাকা নিয়ে গেলুম। মা, মহাজনে আর টাকা দিতে চায় না, কে নাকি ব'লেছে যে ঝুটো গয়না।

জ্ঞানদা। আমার আরও গয়না আছে, তোমায় দিচ্ছি, যেদোর ভাতের গয়না আছে, সেগুলোও নাও।

পীতা। দেখি, বোধ হয় তা নিতে হবে না; একটা খবর পাচ্ছি—

জ্ঞানদা। কি খবর বাবা?

পীতা। সেটা এখন পাঁচকাণ কর্‌বেন না, বোধ হয়, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে।

জ্ঞানদা। পাওয়া যায় ভালই, কিন্তু তুমি আর দেরী ক'রো না, যাতে পাথরভাঙ্গা মোকুব হয়, আগে কর; আমি গয়না পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাবা, তোমায় বল্‌বো কি, তুমি পেটের ছেলের চেয়ে বেশী, কিন্তু তোমার সাম্‌নে আমি একদিনও বেরুই নি, আজ আমার ইচ্ছে ক'র্‌ছে, জেলদারোগার পায়ে গিয়ে ধরি। বাবা, আমার ওঁর চেয়ে সুরেশের জ্বালা বড় হ'য়েছে!

পীতা। তবে তাই পাঠিয়ে দেবেন, আমি চট্ ক'রে খেয়ে নিই।

পীতাম্বরের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

জ্ঞানদা। মেজবৌ, কি ক'রে এলি? পালিয়ে আসিস্ নি তো?

প্রফুল্ল। না দিদি, আমায় পাঠিয়েছে; ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছাড়িয়ে আন্‌বে। একবার মা নাকি গেলেই ছেড়ে দেয়।

জ্ঞানদা। মা যাবে কি লো?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো একখানা কাগজে সই ক'র্‌লেই হয়; ওর উপর নাকি রেগে আছে, যদি ওর কথায় না সই করে, মা সই ক'ত্তে ব'ল্লেই সই ক'র্‌বে, তা হ'লেই ঠাকুরপো আসবে। দিদি গো, তোমরা চ'লে এলে গো, আমার ঠাকুরপোর জন্যে মন কেমন ক'র্‌ছে গো! ছাই খেয়ে কেন মাকড়ী দিয়েছিলেম গো!

জ্ঞানদা। কাঁদিস নি, কাঁদিস্ নি, চুপ কর্, মা শুনবেন।

প্রফুল্ল। মাকে ব'লবো না?

জ্ঞানদা। না না, খবরদার বলিস নি।

প্রফুল্ল। তবে দিদি, ঠাকুরপো কেমন ক'রে আসবে?

জ্ঞানদা। মা শোনে নি, তার জেল হ'য়েছে, শুনলেই ম'রে যাবে।

প্রফুল্ল। মা ম'রে যাবে! ভাগ্‌গিস দিদি তোমায় ব'লেছিলেম; আমায় চুপি চুপি মাকে ব'লতে ব'লেছিল, তোমায় ব'লতে বারণ ক'রেছিল; না দিদি, আমায় ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছেড়ে দেবে; আমায় ভুলিয়ে রাখতো—আজ আনবো কাল আনবো; আমি কা'ল পরশু দু'দিন ঘরে দোর দিয়ে উপোস ক'রে রইলেম। আমায় ব'ল্লে, ঠাকুরপোকে এনে দেবে, তবে আমি বেরিয়েছি—এখন' কিছু খাই নি, ঠাকুরপো না এলে আমি না খেয়ে ম'রবো। দিদি, মাকে তেল মাখাতে পাই নি, তোমায় দেখ্‌তে পাই নি, যেদোকে দেখ্‌তে পাই নি, তাতেও তবু খেতুম, ঠাকুরপোকে না দেখলে আমি বাঁচবো না।

জ্ঞানদা। কি প্রতারণা! সে কি চণ্ডাল! আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও প্রতারণা! রামায়ণে শুনেছিলাম, কে একজন রাক্ষস চোখে ঠুলি দিয়ে থাকতো, স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখ্‌তো না, সেই এসে কি জন্মেছে? এ কারুর নয়।

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি ওঁর নিন্দা ক'রো না, মা যে বলেন ওঁর নিন্দে শুনতে নেই, হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপোর কি হবে?

জ্ঞানদা। তুই খাবি আয়, আমি ঠাকুরপোকে আনতে পাঠিয়েছি।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো এলে তোমরা সকলে ও বাড়ীতে যাবে? ও আমায় বাপের বাড়ী না পাঠিয়ে দিলে, আমি তোমাদের আসতে দিতুম না, দেখ্‌তুম দেখি, কেমন ক'রে আসতে। আমি যেদোকে কোলে নিয়ে মায়ের দু'টো পা জড়িয়ে ব'সে থাকতুম।

জ্ঞানদা। আর যা’ব কেমন ক’রে ভাই? আমাদের তাড়িয়ে দিলে, আর কোথায় যাব?

প্রফুল্ল। তোমাদের তাড়িয়ে দিলে? তবে যে ব’ল্লে, তোমরা চ’লে এলে,—ও কি সব মিছে কথা কয়? তবে আমি ওর কথা শুনবো কেমন ক’রে? মা আমায় কি ব’লে দিয়েছেন—স্বামীর কথা কি ক’রে শুনবো—মিথ্যা কথা কি ক’রে শুনবো?—দিদি, আমি খাব না, কিছু কর্‌বোনা, আমি ম’র্‌ব্বো।

জ্ঞানদা। না, তুই খাবি আয়, আমরা আবার সে বাড়ীতে যাব।

প্রফুল্ল। তাড়িয়ে দিয়েছে, যাবে কেমন ক’রে?

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো হয়, তামাসা ক’চ্ছিলেম।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বল। দিদি আমি এখন খাব না, আমি মাকে তেল মাখিয়ে দিয়ে যেদোকে খাইয়ে দেব, আর খাব।

জ্ঞানদা। মা’র এখন ঢের দেরি, তুই আয়।

প্রফুল্ল। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—ও মা! বট্‌ঠাকুর আস্‌ছে। দিদি, যেদোকে পাঠিয়ে দাও।

প্রফুল্ল প্রস্থান

যোগেশ ও যাদবের প্রবেশ

যাদব। বাবা, ছোট কাকাবাবু কখন আস্‌বে, বল না? বাবা, আমার মন কেমন ক’চ্ছে, বাবা!

যোগেশ। তুই স্কুলে যাস্ নি?

যাদব। না বাবা, আমি পড়া ভুলে যাই, মাষ্টার ম’শায় মারেন; ছোটকাকা বাবু না এলে আমার পড়া মুখস্থ হবে না। বল না বাবা, কখন্ আস্‌বে?

যোগেশ। রাত্রে আস্‌বে।

যাদব। বাবা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি যদি, তুলে দিও; আমি তা নইলে রাত্রে কেঁদে উঠি। আমার ভয় করে বাবা, ও বাবা, কাঁদ্‌ছো কেন বাবা?

জ্ঞানদা। ও যেদো, তোর কাকীমা এসেছে রে!

যাদব। ছোট কাকাবাবু?

জ্ঞানদা। সে রাত্রে আস্‌বে।

যাদব। আমি আজ শোব না মা, আমি দেখবো মা!

জ্ঞানদা। তা দেখিস্, তোর কাকীমার সঙ্গে খাবি, যা।

যাদব। কাকীমা, কাকীমা— যাদবের প্রস্থান

যোগেশ। মেজবৌমা এসেছেন

জ্ঞানদা। হ্যাঁ, তোমার গুণধর ভাই মাকে খবর দিতে পাঠিয়েছেন। মতলব ক'রেছেন, মাকে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরপোর ঠেঁয়ে কি সই করিয়ে নেবেন।

যোগেশ। এই কথা ব'ল্‌তে এসেছেন, ওঁকেও কি বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে ত'য়ের ক'রেছে নাকি?

জ্ঞানদা। রাম রাম, এমন কথা মুখে আন? চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, তবু মেজবৌয়ে কলঙ্ক নেই। ঠাকুরপোর জন্য ও তিনদিন খায় নি। ছেলেমানুষ, বুঝিয়েছে ঠাকুরপো আস্‌বে—আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ব'ল্‌তে এসেছে।

যোগেশ। তুমি জান না, জান না, ছেলেকে বিষ খাওয়াতে এসেছে।

জ্ঞানদা। ছি! অমন কথা মুখে আন? আবার সকালে সুরু ক'রেছ নাকি।

যোগেশ। উঃ! সব ভুল্‌তে পার্‌ছি, সুরেশটাকে ভুল্‌তে পার্‌ছি নি!

জ্ঞানদা। তা সুরেশের একটা উপায় কর।

যোগেশ। কি উপায় ক'র্‌বো? আমা হ'তে কোন উপায় হবে না। পীতাম্বর আছে, যা জানে করুক্।

জ্ঞানদা। ছি ছি! কি হ'লে?

যোগেশ। কি হ'য়েছি, আগাগোড়াই তো জান।

জ্ঞানদা। ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা!

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গরাণহাটার মোড়—শুঁড়ির দোকানের সম্মুখ

ব্যাপারীদ্বয়

১ম ব্যাপারী। এমন মানুষটা এমন হ'য়ে গেল?

২য় ব্যাপারী। ম'শয়, টাকার শোক বড় শোক! পুত্রশোক নিবারণ হয়, টাকার শোক যায় না।

১ম ব্যাপারী। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, পীতাম্বর যা ব'ল্লে সত্যি—মদ খাইয়ে লিখে নিয়েছে? না আমাদের ঠকাবার জন্য সাজস ক'রে এইটে ক'রেছে?

২য় ব্যাপারী। কি বল্‌বো ম'শয়, সাজসও হ'তে পারে, মদেরও অসাধ্যি কাজ নাই। রমেশবাবু কা'ল এসেছিলেন, আমার পাওনাটা কিনে নিতে, আমায় কি না সর্ব্বেশ্বর সাধ্‌ খাঁ পেয়েছেন? দশ হাজার টাকা পাওনা, পাঁচশো টাকায় বেচে ফেল্‌বো? ব্যাঙ্ক খুল্‌বে সন্ধান পেয়েছে, সব কিনে নিতে এসেছে; জুচ্চুরি মত্‌লবটা দেখ! ও সাজস, সাজস।

১ম ব্যাপারী। শুন্‌ছি, যোগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

২য় ব্যাপারী। সেও সাজস।

ব্যাঙ্কের দেওয়ানের প্রবেশ

দেও। ওহে, তোমরা যাও না, সকাল সকাল টাকাগুলো নিয়ে এস না।

১ম ব্যাপারী। আর ম'শয় যে হুজুকি দেখিয়েছিলেন।

দেও। আর ভয় নেই হে! আর ভয় নেই।

২য় ব্যাপারী। "আর ভয় নেই" ব'ল্লেই হ'ল, না বাতী জ্বালালেই হ'ল!

১ম ব্যাপারী। ম'শয়, আপনার তো যোগেশবাবুর সঙ্গে খুব আলাপ ; শুন্‌ছি নাকি রমেশবাবু সব ফাঁকি দে লিখে প'ড়ে নিয়েছেন, এ সাজস, না সত্য ?

দেও। সাজস না, সত্য, রমেশটা ভারী জোচ্চোর।

২য় ব্যাপারী। কি ক'রে জান্‌লেন ম'শয় ?

দেও। আমি তার পরদিনই যোগেশকে খবর দিতে যাই যে, ব্যাঙ্ক পেমেণ্ট ক'র্‌বে, তুমি কিছু বন্দোবস্ত ক'রো না। রমেশটা আমার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে দিলে না, ওর এই সব মতলব ছিল।

২য় ব্যাপারী। মদ খাইয়ে যেন লিখে নিয়েছে, রেজেষ্টারী হ'ল কি ক'রে ? ঠকানও বটে, সাজসও বটে ; উনি আমাদের ঠকাতে বেনামী ক'ত্তে গিয়েছেন, শোনেন নি যে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে, আর ইনি সবাইকে ফাঁকি দেবেন, মতলব ক'রেছেন।

ব্যাপারীদ্বয় ও দেওয়ানের প্রস্থান

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। বাবু, এসে যত মদ খেতে পারেন খাবেন, শুদ্ধ একবার ব্যাঙ্কে যাবেন আর একটা এফিডেবিট ক'রে আস্‌বেন চলুন। আমি ব'ল্‌ছি আস্‌বার সময় চার কেশ মদ নিয়ে আস্‌বেন।

যোগেশ। ব্যাঙ্কে আবার কি ক'ত্তে যাব ?

পীতা। চেক্‌বইখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন কি না ; একখানা চেক্‌বই নিয়ে আসবেন, আমাদের দেবে না। আর রমেশবাবুর নামে যে টাকা জমা দেবার অ্যাডভাইস ক'রেছিলেন, সেইটে ক্যান্‌সেল ক'রে আস্‌বেন। আর হাজার দুচ্চার টাকার একখানা চেক কেটে দেবেন, দেখি যদি জেলে কিছু সুবিধা ক'রে পারি।

যোগেশ। কিছু সুবিধা ক'ত্তে পার্‌বে ? ঐটে হ'লে আমি আর কিছু চাই

নি, সুরেশটাকে ভুলতে পারছি নি! পীতাম্বর, তা নইলে আর আমি লোকালয়ে মুখ দেখাতেম না, ও ছেলেবেলা থেকে আমা বৈ আর জানে না। কত মেরেছি ধ'রেছি, কখনও একবার মুখ তুলে চায় নি। আহা! কি দুর্ব্বুদ্ধিই ঘটলো! কারে দুষ্‌ছি, আমারই বা কি? গাড়ী আন, ওখানে ব্যাপারীরা র'য়েছে, আমি যাব না।

পীতা। আচ্ছা, এ গাড়ীরই বা কি হ'য়েছে, একখানা গাড়ী নেই? বোধ হয় সব থড়দায় বেরিয়ে গিয়েছে; আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি গাড়ী ক'রে নিয়ে আসছি।

শিবনাথের প্রবেশ

শিব। পীতাম্বরবাবু, শুনেছি নাকি জেলে ঘুস্ দিলে খাটা বন্ধ হয়?

পীতা। আপনি কে?

শিব। আমি সেই শিবনাথ! যাকে সুরেশ বাঁচিয়েছিল, আমি হাজার টাকা নিয়ে দু'দিন জেলের দোরে ফিরেছি; কাকে দিতে হয় জানি নি, আপনি যদি এই টাকা নিয়ে ঘুস্ দিতে পারেন।

পীতা। বাপু, তুমি চিরজীবি হও। তোমার টাকা দেবার দরকার নাই, আমি দেখ্‌ছি।

শিব। না পীতাম্বর বাবু, আপনি নিন্, আমি মার ঠেঁয়ে চেয়ে এনেছি, মা ইচ্ছা ক'রে দিয়েছেন।

শিবনাথ ও পীতাম্বরের প্রস্থান

ব্যাপারীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ

২য় ব্যাপারী। এই যে যোগেশবাবু! লুকুবেন না—লুকুবেন না, আমরা দেখেছি! খুব কৌশলটা শিখেছেন বটে! এমন জুচ্চুরিটে ক'ত্তে হয়? ঘর থেকে মাল দিয়ে আমরা চোর? আপনি রইলেন বাড়ীতে

দোর দিয়ে, ভাইকে আমাদের ঠেকিয়ে দিলেন। আমাদের হকের টাকা ডোব্বার নয়, কারুর তো জুচ্চুরি ক'রে নিই নি।

ব্যাপারীদ্বয়ের প্রস্থান

যোগেশ। এই অদৃষ্টে ছিল! রাস্তায় গালাগালগুলো দিয়ে গেল! ওদেরই বা দোষ কি? জুচ্চুরি ক'রেছি; দূর হ'ক, আর মুখ দেখাবো না, চলে যাই।

একজন ইতর স্ত্রীলোকের প্রবেশ

গীত

মা, তোমার এ কোন দেশী বিচার।
আমি কেঁদে বেড়াই পথে পথে, দেখা দাও না একটী বার॥
মদ খেয়ে বেড়াস্ খেয়ে, কে জানে কেমন মেয়ে,
কোলের ছেলে দেখ্‌লিনি চেয়ে,
আমিও মাত্‌বো মদে মা ব'লে ডাক্‌বো না আর॥

স্ত্রী। কি ইয়ার, আড় নয়নে চাচ্ছ' যে? এক গ্লাস মদ খাওয়াবে?

যোগেশ। যা যা, সরে যা, দেক্ করিস্ নি।

স্ত্রী। স'রে যাব? কেন বল দেখি? জোর! জোর না কি? বটে, ঢের দেখেছি—জুচ্চুরির আর জায়গা পাও নি? থাক, আমি চ'ল্লেম।

স্ত্রীলোকের প্রস্থান

যোগেশ। ধিক্ আমায়! এ ছোটলোক মাগীও জেনেছে, এও আমায় জোচ্চোর ব'লে গেল! আর কারুর মুখ চাবনা, যার যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে। সুরেশ জেলে গেল কেন—আমি কি ক'র্‌বো? আমি যে মদ খাই, সে কি তার দোষ? না সে জেলে গিয়েছে, আমার দোষ? যাক্—কে কার জন্য মরে, কে কার জন্য বাঁচে? যে মরে মরুক্, আমার আর পেছু ফের্‌বার দরকার নাই। যে পথে চ'লেছি, সেই পথেই যাব। এই যে কাছেই শুঁড়ীর দোকান। কিসের লজ্জা?

টাকা তো সঙ্গে নেই—বাঃ, এই যে ঘড়ী ঘড়ীর চেন, র'য়েছে! (দোকানে প্রবেশ পূর্ব্বক) ভাই, এই ঘড়ী ঘড়ীর চেন রেখে এক বোতল ব্রাণ্ডী দাও তো, বিকেল বেলা ছাড়িয়ে নে যাব।

শুঁড়ি। আমাদের সে দোকান না, আমরা জিনিষ বাঁধা রেখে দিই নি।

যোগেশ। দাও ভাই দাও, নিদেন আধ বোতল দাও।

শুঁড়ি। দাও হে একটা ব্রাণ্ডী দাও। ম'শায়, নগদ খাবার বেলা অন্ত দোকানে যান, আর ঝুঁকির বেলায় আমার হেথা? নিন, ভদ্রলোক—চাচ্চেন, ফেরাব না; পেছনে বেঞ্চি আছে, ব'সে খান গে।

যোগেশের প্রস্থান

ওরে মন্তু খদ্দেরটা, দু'পয়সার চাট কিনে দিগে যা, তামাক টামাক যা চায়, দিস্।

মাতালগণের মদ খাইতে খাইতে

গীত

রাণী মুদিনীর গলি, সরাপের দোকান খালি,
যত চাও তত পাবে পয়সা নেবে না।
ঠোঙ্গা ক'রে শাল পাতাতে, চাট দেবে হাতে,
তেলমাখা মটরভাজা ছোলাম বেদানা॥

রাস্তায় পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। কই ছাই গাড়ী তো পেলেম না! বাবু কোথায় গেলেন? শুঁড়ির দোকানে ঢুক্‌লেন নাকি? কৈ না, হেথা তো নেই, বাড়ী চ'লে গেছেন।

শুঁড়ি। ম'শায়, যান কেন? ভাল মাল আছে, যা চান, তাই আছে।

পীতা। দুর্গা দুর্গা!

পীতাম্বরের প্রস্থান

১ম মাতাল। আয় আবার গাই আয়—আবার গাই আয়।

২য় মাতাল। বেশ! বেশ! খুব আমোদ হ'বে।

গীত

চুচ্চুরে হ'য়ে মদে, এলোচুলে কোমর বেঁধে,
হর্ ঘড়ী তামাক দেয় সেধে ;—
(যোগেশের প্রবেশ ও মাতালগণের সহিত নৃত্য)
বাপের বেটী মুদীর মেয়ে ঘুঙুর বেঁধে দেয় সে পায়ে,
নাচ গাও যত পার তার কি ঠিকানা।
মুদিনীর এমনি কেত্তা, পড়ে থাক যেথা সেথা,
জমাদার পাহারা'লার নাইক' নিশানা ॥

পীতাম্বরের পুনঃ প্রবেশ

পীতা। কি সর্ব্বনাশ! এও দেখ্‌তে হ'ল! হাড়ী বাগ্দীদের সঙ্গে বাবু নাচ্চেন। বাবু, বাবু, কি ক'চ্ছেন? আসুন।

যোগেশ। পীতাম্বর, পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না—

পীতা। ওরে মুটে, তোদের আট আট আনা পয়সা দেব, ধ'রে নিয়ে আস্‌তে পারিস্?

মুটে। নেই বাবু, হামি লোক পার্‌বে না, মাতোয়ালা হুয়া।

পীতা। ওহে, তোমরা দু'জন লোক দাও ভাই, বড়মানুষ লোকটা বে-ইজ্জত হয়, আমি তোমাদের পাঁচ টাকা দেব।

শুঁড়ি। ও সেধো, যা তো, তোতে আর গঙ্গাতে নিয়ে যা।

যোগেশ। নাচ, নাচ, নাচ, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না।

১ম লোক। চলুন বাবু চলুন, খুব আমোদ হবে এখন।

যোগেশ। আয় আয়, তোরা আয়, খুব মদ খাব এখন।

মাতালগণ। আয় আয়, বাবু ডাক্‌চে আয়, খুব মদ খাওয়া যাবে।

যোগেশ পীতাম্বর ও মাতালগণের প্রস্থান

দোকানের মধ্যে জনৈক মাতাল। ওহে, আর একটা ব্রাণ্ডী নিয়ে এস।

শুঁড়ি। যাচ্ছি বাবু। প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ীর উঠান

জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল

জ্ঞানদা। মধুসূদনের ইচ্ছেয় আজ সকালটা মানুষের মতন আছেন, পীতাম্বরের সঙ্গে বেরুলেন, আবার কাজ-কর্ম্ম দেখ্‌বেন ব'লছেন। যদি এই ছাই না খান, তা হ'লে কি ওঁর তুল্য মানুষ আছে!

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি খেতে দাও কেন দিদি?

জ্ঞানদা। আমি কি ক'র্‌বো বোন, সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ির দোকান, কিনে খেলেই হ'ল। আহা! কোম্পানীর রাজ্যে এত হ'চ্ছে, যদি মদের দোকানগুলো তুলে দেয়, তা হ'লে ঘরে ঘরে আশীর্ব্বাদ করে আর লোকে ভাতার-পুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, কোম্পানী কেন দিক না।

জ্ঞানদা। ও বোন, তোমার আমার কথায় কি তুলে দেবে? শুনেছি শুঁড়ি পোড়ারমুখোরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়, অত টাকা কি ছাড়্‌বে বোন?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, আমরা যদি টাকা দিই, তুলে দেয় না?

জ্ঞানদা। পাগল, কত টাকা দেব বোন্?

প্রফুল্ল। কেন দিদি, তুমি বলতো গয়না বেচে দিই; একশো দু'শো টাকায় হবে না?

জগমণির প্রবেশ

জগ। কি গো মায়েরা, কি হ'চ্ছে গো?

প্রফুল্ল। তুমি কে গো?

জগ। আমায় চেন না বাছা? আমি যে তোমাদের খুড়ী হই। আহা বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রফুল্ল। ও দিদি, কে এসেছে দেখ গো, ও দিদি—কে গো!

জ্ঞানদা। কেগা তুমি? তোমার কেমন আক্কেল গা, পুরুষমানুষ মেয়ে সেজে বাড়ীর ভেতর এসেছ? ভাল চাও তো স'রে যাও।

জগ। সে কি বাছা, আমি যে তোমাদের খুড়ী হই।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা বাছা, তুমি কে গা?

জগ। আমার বাছা বাড়ী এইখানে। আহা, তোমাদের সোণার সংসার ছারখার গেল, তাই দেখ্‌তে এলুম। বলি, মা'রা কেমন আছেন, বাবা কেমন আছেন?

প্রফুল্ল। ও দিদি, এ ডা'ন! তুমি স'রে এস।

জ্ঞানদা। না বাছা, আর এক সময় এস, এখন আমরা বড় ব্যস্ত আছি।

জগ। মা, বাড়ী এসেছি, অমন ক'রে বিদেয় ক'ত্তে আছে কি? আহা, সুরেশ আমায় জান্‌তো, আমার বাড়ীতে যেতো, কত আবদার ক'র্‌ত। আহা, বাছা আমার কোথায় রইলো!

জ্ঞানদা। ও বাছা, চুপ কর, চুপ কর, ঠাক্‌রুণ শুনবে।

জগ। চুপ কর্‌বো কি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! অমন ডব্‌কা ছেলে, তা'র কপালে এই হ'ল!

জ্ঞানদা। ও বাছা, ক্ষমা দাও।

প্রফুল্ল। ও দিদি—ও দিদি, ওকে তাড়িয়ে দাও।

জগ। হ্যাঁ বাছা, সুরেশের কি ক'র্‌লে? বাছাকে আন্‌তে পাঠালে না? তোমরা পেটে অন্ন দিচ্ছ কেমন ক'রে? বাছা জেলে র'য়েছে, আর তোমরা নিশ্চিন্ত র'য়েছ?

জ্ঞানদা। র'য়েছি, র'য়েছি—বাছা তুমি বেরোও, দাঁড়িয়ে রইলে যে, তুমি কেমন মানুষ?

জগ। আহা, সুরেশ রে!

জ্ঞানদা। বেরুবে তো বেরোও, নইলে অপমান হবে, ঝি—ঝি, মাগীকে তাড়িয়ে দে ত।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। কি বড়বৌমা, কি বড়বৌমা?

জগ। কে, দিদি? আমায় চিন্‌তে পারবে না, সুরেশ আমায় খুড়ী খুড়ী ব'ল্‌তো।

জ্ঞানদা। তা ব'ল্‌তো ব'ল্‌তো, দূর হবি ত হ'; ঝি মাগী কোথায় গেল, দূর ক'রে দিক না গা।

উমা। ছি মা ছি, দুর্ব্বাক্য কারুকে ব'ল্‌তে নাই, মানুষ বাড়ীতে এসেছে। এস দিদি এস, মেজবৌমা, একখানা পিঁড়ে এনে দাও।

প্রফুল্ল। ও মা, ও ডা'ন! ওকে তাড়িয়ে দাও মা।

উমা। চুপ কর্ আবাগী, পিঁড়ে নিয়ে আয়। এস দিদি, এস।

জগ। আহা দিদি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে; তোমাদের সোণার সংসার কি হ'য়ে গেল!

উমা। আর দিদি, সব গোবিনজীর ইচ্ছা! আমার তো হাত নেই।

জগ। দিদি, তোমায় একটা কথা ব'ল্‌তে এসেছিলুম, নিরিবিলি বল্‌তুম।

জ্ঞানদা। (জনান্তিকে) ওগো বাছা, তোমায় আমি পাঁচ টাকা দেব, তুমি কোন কথা ব'লো না।

জগ। না, আমি কি সুরেশের কথা বলি! আমি আর একটা কথা ব'ল্‌তে এসেছিলুম। গিন্নীর সঙ্গে দেনা পাওনা আছে, তাই ব'লতে এসেছিলুম। দিদি, শুনছো—একটা কথা ব'ল্‌তে এসেছিলুম।

উমা। তা বল না।

জগ। তুমি অন্যমনস্ক হ'চ্ছো।

উমা। আর বোন, আমাতে কি আমি আছি ; সুরেশকে না দেখে আমি দানো পেয়ে র'য়েছি।

জগ। আহা, তা বটেই তো, কোলের ছেলে!

জ্ঞানদা। তুমি কি কর ?

জগ। ভয় নেই মা ভয় নেই। দিদি, নিরিবিলি ব'ল্‌বো, বৌমাদের যেতে বল।

জ্ঞানদা। কেন গা, আমরা রইলেমই বা।

জগ। না বাছা, সে একটা গোপন কথা।

উমা। বৌমা এসতো গা, কি ব'ল্‌ছে শুনি!

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি যেয়ো না, এ মাগী ডা'ন, মাকে খাবে!

উমা। দাঁড়িয়ে রৈলে কেন গা ? তোমরা এস, একটা কি ব'ল্‌ছে মানুষ, শুনে যাই।

জ্ঞানদা। আয় মেজবৌ, মধুসূদনের মনে যা আছে হবে।

প্রফুল্ল। ও দিদি, লুকিয়ে থাকি এস, মাগী মাকে ধ'রে নিয়ে যাবে।

জ্ঞানদা। ব'ল্‌ছে কিছু মিছে না, মাগী যেন রাক্ষসী!

প্রফুল্ল ও জ্ঞানদার অন্তরালে অবস্থান

জগ। আমি তো দিদি বড় মুস্কিলে প'ড়েছি। সুরেশ মাঝে মাঝে এর চুরি ক'র্‌ত, ওর চুরি ক'র্‌ত ; আমি কি ক'রবো, চৌকিদারকে ঘুষ দিয়ে, জমাদারকে ঘুষ দিয়ে, কত রকম ক'রে বাঁচিয়ে বেড়াতেম ; এই ক'রে প্রায় শ-পাঁচেক টাকা খরচ ক'রে ফেলেছি।

উমা। বল কি গো, বল কি! সুরেশ চুরি ক'রে বেড়াতো ? বাবা তো আমার তেমন নয়।

জগ। ও দিদি, সঙ্গগুণে হয় ; ঐ যে শিবে ব'লে একটা ছোঁড়া, সেই সব শিখিয়েছে।

উমা। তার পর, তার পর ?

জগ। আমি দিদি, এ টাকার কথা ধরি নি ; কিন্তু কর্ত্তা, সে পুরুষমানুষ বড় টাকার মায়া ; আমায় ধমক ধামক ক'রে ব'ল্লে, "টাকা কি ক'রেছিস্?" আমি ভয়ে ব'লে ফেল্লেম, "সুরেশকে দিয়েছি।" এই সুরেশের ঠেঁয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখে নিয়েছে। আমি দিদি, এদ্দিন টেলে রেখেছিলুম, আর তো টাল্‌তে পারিনি। সে বলে, "নালিস ক'র্‌বো।" বলে, "কেন? ওর ভায়েরা রয়েছে, টাকা দেবে না কেন?" কি ক'র্‌বো দিদি, বড় দায়ে প'ড়ে এসেছি।

অন্তরালে জ্ঞানদা। এত কথা কি হ'চ্ছে?

অন্তরালে প্রফুল্ল। মাগী মন্তর প'ড়ছে, ঐ দেখ না চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে!

উমা। দেখ বোন, তুমি আর দিন-কতক রাখ, আমি সুরেশের দেনা এক কড়া রাখবো না, যেমন ক'রে পারি, শোধ দেব। আমি বড় বিপদে পড়েছি,গোবিন্‌জীর ইচ্ছায় শুন্‌ছি,একটু হিল্লে লাগ্‌ছে ; একটা কিছু সুবিধা হ'লেই সুদ শুদ্ধ চুকিয়ে দেব, ওর ভায়েরা না দেয়, আমি যাদের ধার দিয়েছি, আদায় হ'লেই তোমায় ডেকে চুকিয়ে দেব।

জগ। কর্ত্তা তো আর রাখ্‌তে চায় না ; সে বলে, "কেন, ওর মেজ-ভাই চুকিয়ে দিক না, ও একটা সই ক'র্‌লেই চুকে যায়।"

উমা। কিসের সই? আবার সই কিসের!

জগ। কে জানে বোন, রমেশবাবু নাকি ব'লেছে।

উমা। না বোন, আর সই ট'য়ে কাজ নাই, আমি সবই চুকিয়ে দেব ; বেটা তো নয়, আমার পেটের কণ্টক! কি একটা সই ক'রে নিয়ে আমায় যোগেশকে উন্মাদ ক'রেছে। সুরেশ ফিরে আসুক, কত টাকা শুনি, হিসেব ক'রে সব চুকিয়ে দেব।

জগ। দিদি, সে কথাও ব'ল্‌তে এসেছি, অমন ডব্‌কা ছেলে, এখনও দশ দিন রয়েছে।

উমা। দশ দিন নয় বোন, চিঠি লিখেছ, পরশু দিন আস্‌বে।

জগ। কে চিঠি লিখেছে গো ?

উমা। পীতাম্বরের ভাই নবদ্বীপ থেকে তাকে আন্‌তে গিয়েছে।

জগ। নবদ্বীপ কি গো ?

উমা। তবে কোথা গিয়েছে ?

জগ। ও মা, তুমি কিছু শোন নি ? না বোন, ব'ল্‌বো না, আমায় বৌমায়েরা বারণ ক'রেছে।

উমা। তুমি বল, শীগ্‌গির বল, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে! সে কি নেই ? সুরেশ কি আমার নেই ?

জগ। নেই কেন, বালাই!—কর্ত্তা তো ঠিক বলেছে, আহা, মাগী জানে না, সেকেলে মানুষ, ভুলিয়ে রেখেছে।

উমা। কি, কি, আমায় বল—আমায় শীগ্‌গির বল ?

জগ। ও বোন, তুমি কারুর কথা শুনো না, তুমি তোমার মেজবেটার সঙ্গে চল। সুরেশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সই ক'ত্তে ব'ল্‌বে চল। যা হবার হবে, কারুর কথা শুন না, ছেলে যদি বাঁচে, সব পাবে।

উমা। শীগ্‌গির বল, শীগ্‌গির বল, আমার সুরেশ কোথায়, শীগ্‌গির বল ? আমার প্রাণ থাক্‌তে থাক্‌তে বল ; বল, বল,—তোমার পায়ে পড়ি বল ? দেখ্‌ছো কি, আমার প্রাণ যায়,—বল, বল ?

অন্তরালে প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কেমন ক'চ্ছে!

অন্তরালে জ্ঞানদা। ওরে তাই তো!

জ্ঞানদা ও প্রফুল্লর অন্তরাল হইতে প্রবেশ

জ্ঞানদা। মা, মা, অমন ক'চ্ছো কেন মা ? তুমি চ'লে এস, দূর হ মাগী, দূর হ—

উমা। বল—বল, শীগ্‌গির বল, কেন স্ত্রীহত্যা দেখ্‌ছো ; তুমি সেকেলে

মানুষ, স্ত্রীহত্যা ক'র না। বল দিদি বল, আমার প্রাণ রাখ, সুরেশের কি হ'য়েছে বল? আমার সুরেশকে পাব তো?

জগ। দিদি, কি ব'ল্‌বো বল, তার যে জেল হয়েছে; সে পাথর ভাঙ্‌ছে।

উমা। অ্যাঁ! জেল হ'য়েছে?

জ্ঞানদা। না মা না, মিছে কথা, ও মাগী রাক্ষসী; দূর হ।

উমা। অ্যাঁ! জেল হ'য়েছে? পাথর ভাঙ্‌ছে? মধুসূদন! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞানদা। ও মা! কি হ'ল গো! কি সর্ব্বনাশ হ'ল! মা, মা, মিছে কথা, মা শোন মা,—দূর হ মাগী!

জগ। (স্বগত) না, কিছু হ'ল না, আমার কাজ হ'ল না, মাগী মূর্চ্ছো গেল,—কাল আবার আস্‌বো। মাগী যেন ন্যাকা, মূর্চ্ছো যাবার আর সময় পেলেন না! কাজের কথা শোন্, তবে তো মূর্চ্ছো যাবি।

জ্ঞানদা। বেয়ারা, বেয়ারা, মাগীকে গর্দ্দানা দে তাড়িয়ে দে তো।

জগ। দূর হোক্‌গে ছাই, মাগী গঙ্গা নাইতে যায় না? সেইখানে গিয়ে ধরবো।

জগমণির প্রস্থান

প্রফুল্ল। ও মা, ওঠো মা, ওঠো।

উমা। আ মর্! ঘুমুচ্ছি, ঘুম ভাঙ্গাচ্ছিস্ কেন? গোল ক'চ্ছিস কেন? আমি উঠ্‌বো না।

প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কি বলে গো!

জ্ঞানদা। মা, মা, কি ব'ল্‌ছো? মা, ওঠো মা!

উমা। যা পোড়ারমুখী, আমি এখন খাব না।

জ্ঞানদা। ও মা, কি ব'ল্‌ছো মা, ওঠো মা!

উমা। আ মর! ঘুমুতে দেবে না, বাবাকে গিয়ে ব'ল্‌বো, এমন ঝিও সঙ্গে দিলে, আমায় ত্যক্ত ক'রে মার্‌লে।

জ্ঞানদা। হায়, হায়! মেজবৌ রে, সর্ব্বনাশ হ'ল! মা বুঝি ক্ষেপ্‌লো!

উমা। কৈ রে, সুরেশ আমার কৈ? সুরেশ রে—বাপ রে, তোকে কি আমি পাথর ভাঙ্‌তে পেটে স্থান দিয়েছিলেম! বাবা রে, তুই কি আর ফিরবি! আর কি মা ব'লবি! তুই যে আমার হারানিধি! আমি বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়ে তোকে পেয়েছি। আমার সেই সুরেশ, সুরেশ পাথর ভাঙ্‌ছে! ও মা বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞানদা। কি সর্ব্বনাশ! কি হবে! মেজবৌ, ঝিকে শীগ্‌গির পাঠিয়ে দে, ডাক্তারকে ডেকে আনুক।

প্রফুল্লর প্রস্থান

ও মা, ওঠো মা, অমন ক'চ্ছো কেন? মা, ওঠো মা, ঠাকুরপো আবার ফিরে আস্‌বে, তাকে পাথর ভাঙ্‌তে হবে না; আমি টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি, তাকে পাথর ভাঙ্‌তে হবে না; মা, মা, শুন্‌ছো মা? মা, মা!

উমা। হ্যাঁ মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না মা, আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিও না মা, আমি বাবা এলে যাব, আমি বাবাকে দেখে যাব।

জ্ঞানদা। ও মা, কাকে কি ব'ল্‌ছো? আমি যে তোমার বড়বৌ।

উমা। ওহো-হো-হো! কি হ'ল, কি হ'ল! বাপ রে, সুরেশ রে! ও বাবা, তোমায় ধ'রে রেখেছে বাবা? বাবা, তাই আস্‌তে পার্‌ছ না বাবা? তুমি যে মা নইলে থাক্‌তে পার না। আহা হা! হা! কি হ'ল, কি হ'ল! বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

নেপথ্যে যোগেশ। পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না, (সুরে)—"রাণী মুদিনীর গলি"—

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

ছেড়ে দে শালা, আমি নাচ্‌বো! এই যে বড়বৌ, ও প'ড়ে কে, মা? তুল্‌ছো কেন, তুল্‌ছো কেন? ঘুমুক; হয় মদ খাও, নয়

মানুষ, স্ত্রীহত্যা ক'র না। বল দিদি বল, আমার প্রাণ রাখ, সুরেশের কি হ'য়েছে বল? আমার সুরেশকে পাব তো?

জগ। দিদি, কি ব'ল্‌বো বল, তার যে জেল হয়েছে; সে পাথর ভাঙ্‌ছে।

উমা। অ্যাঁ! জেল হ'য়েছে?

জ্ঞানদা। না মা না, মিছে কথা, ও মাগী রাক্ষসী; দূর হ।

উমা। অ্যাঁ! জেল হ'য়েছে? পাথর ভাঙ্‌ছে? মধুসূদন! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞানদা। ও মা! কি হ'ল গো! কি সর্ব্বনাশ হ'ল! মা, মা, মিছে কথা, মা শোন মা,—দূর হ মাগী!

জগ। (স্বগত) না, কিছু হ'ল না, আমার কাজ হ'ল না, মাগী মূচ্ছো গেল,—কাল আবার আস্‌বো। মাগী যেন ন্যাকা, মূচ্ছো যাবার আর সময় পেলেন না! কাজের কথা শোন্, তবে তো মূচ্ছো যাবি।

জ্ঞানদা। বেয়ারা, বেয়ারা, মাগীকে গর্দ্দানা দে তাড়িয়ে দে তো।

জগ। দূর হোক্‌গে ছাই, মাগী গঙ্গা নাইতে যায় না? সেইখানে গিয়ে ধরবো।

জগমণির প্রস্থান

প্রফুল্ল। ও মা, ওঠো মা, ওঠো।

উমা। আ মর্! ঘুমুচ্ছি, ঘুম ভাঙ্গাচ্ছিস্ কেন? গোল ক'চ্ছিস কেন? আমি উঠ্‌বো না।

প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কি বলে গো!

জ্ঞানদা। মা, মা, কি ব'ল্‌ছো? মা, ওঠো মা!

উমা। যা পোড়ারমুখী, আমি এখন খাব না।

জ্ঞানদা। ও মা, কি ব'ল্‌ছো মা, ওঠো মা!

উমা। আ মর! ঘুমুতে দেবে না, বাবাকে গিয়ে ব'ল্‌বো, এমন ঝিও সঙ্গে দিলে, আমায় ত্যক্ত ক'রে মার্‌লে।

জ্ঞানদা। হায়, হায়! মেজবৌ রে, সর্ব্বনাশ হ'ল! মা বুঝি ক্ষেপ্‌লো!

উমা। কৈ রে, সুরেশ আমার কৈ? সুরেশ রে—বাপ রে, তোকে কি আমি পাথর ভাঙ্‌তে পেটে স্থান দিয়েছিলেম! বাবা রে, তুই কি আর ফিরবি! আর কি মা ব'লবি! তুই যে আমার হারানিধি! আমি বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়ে তোকে পেয়েছি। আমার সেই সুরেশ, সুরেশ পাথর ভাঙ্‌ছে! ও মা বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞানদা। কি সর্ব্বনাশ! কি হবে! মেজবৌ, ঝিকে শীগ্‌গির পাঠিয়ে দে, ডাক্তারকে ডেকে আনুক।

প্রফুল্লর প্রস্থান

ও মা, ওঠো মা, অমন ক'চ্ছো কেন? মা, ওঠো মা, ঠাকুরপো আবার ফিরে আস্‌বে, তাকে পাথর ভাঙ্‌তে হবে না; আমি টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি, তাকে পাথর ভাঙ্‌তে হবে না; মা, মা, শুন্‌ছো মা? মা, মা!

উমা। হাঁ্যা মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না মা, আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিও না মা, আমি বাবা এলে যাব, আমি বাবাকে দেখে যাব।

জ্ঞানদা। ও মা, কাকে কি ব'ল্‌ছো? আমি যে তোমার বড়বৌ।

উমা। ওহো-হো-হো! কি হ'ল, কি হ'ল! বাপ রে, সুরেশ রে! ও বাবা, তোমায় ধ'রে রেখেছে বাবা? বাবা, তাই আস্‌তে পার্‌ছ না বাবা? তুমি যে মা নইলে থাক্‌তে পার না। আহা হা! হা! কি হ'ল, কি হ'ল! বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

নেপথ্যে যোগেশ। পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না, (সুরে)—"রাণী মুদিনীর গলি"—

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

ছেড়ে দে শালা, আমি নাচ্‌বো! এই যে বড়বৌ, ও প'ড়ে কে, মা? তুল্‌ছো কেন, তুল্‌ছো কেন? ঘুমুক; হয় মদ খাও, নয়

ঘু'মও, ব্যস্! বড়বৌ, তুমি মদ খাও, আমি মদ খাই, পীতাম্বর মদ খাও—

পীতা। বড় মা, এ কি গো?

জ্ঞানদা। আর কি বল্‌বো বাছা, সর্ব্বনাশ হয়েছে! এক মাগী এসে মাকে খবর দিয়েছে।

যোগেশ। পীতাম্বর, পীতাম্বর, মদ নিয়ে এস, খুব সর্‌গরম হ'ক; খেয়ে প'ড়ে থাকি।

পীতা। বাবু, একেবারে উচ্ছন্ন গেলে? গিন্নী মা যে মূর্চ্ছা গিয়েছেন, দেখ্‌ছো না?

যোগেশ। তোর কি? তুই কেন মূর্চ্ছো যা না।

পীতা। না, মাত্‌লামো ক'র্‌বেন না। বড় মা ধরুন, গিন্নীমাকে বিছেনায় নিয়ে যাই, বড় মা, মাকে বিছেনায় নিয়ে যাই; গিন্নিমা গিন্নিমা—

উমা। কে রে রূপো? ঠাক্‌রুণ এ দিকে আস্‌ছেন নাকি? রান্নাঘরে যাই, রান্নাঘরে যাই—

উমাসুন্দরী ও তৎপশ্চাৎ জ্ঞানদার প্রস্থান

নেপথ্যে জ্ঞানদা। ও পীতাম্বর, ও পীতাম্বর—এদিকে এস, এখুনি আছাড় খেয়ে পড়্‌বে।

পীতাম্বরের গমনোদ্যোগ

যোগেশ। (পীতাম্বরের হাত ধরিয়া) কোথা যাস্ শালা? মেয়েদের পেছনে পেছনে কোথা যাচ্ছিস্?

পীতা। যান্ ম'শায়, মাত্‌লামীর সময় আছে।

যোগেশ। চোপ্‌রাও শূয়ার, আমি মাতাল? দেখ্, বাড়ীর ভেতর থেকে যা বল্‌ছি; ভাল চাস্ তো বাড়ীর ভেতর থেকে বেরোও। শালা, অন্দরে ঢুকে মেয়েদের পেছনে ফির্‌ছো?

পীতা। বাবু, গিন্নীমা যে মরে।

যোগেশ। মরে মরুক, তোর বাবার কি ?

নেপথ্যে জ্ঞানদা। ও পীতাম্বর, শীগ্‌গির এস—শীগ্‌গির এস।

পীতা। যাই মা যাই ; যাচ্ছি বড় মা, এখানে এক আপদে ঠেকেছি।

যোগেশ। শালা তবু যাবি ?

ইট লইয়া পীতাম্বরকে প্রহার

পীতা। ওরে বাপ্‌ রে! খুন ক'রলে রে, খুন করলে রে!

প্রস্থান

যোগেশ। ধর্ শালাকে! চোর, চোর, চোর—

পশ্চাদ্ধাবন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবনাথের বাড়ীর ছাদ

সুরেশ ও শিবনাথ

সুরেশ। ভাই শিবনাথ, তুমি আমার মাকে এইখানে নিয়ে এস, আমায় দেখ্‌তে পেলেই তাঁর বাই-রোগ সেরে যাবে, আমি তো এখন সেরেছি।

শিব। তা আন্‌ব হে, তুমি এতো মিনতি ক'র্‌ছো কেন? তোমায় যে বাঁচাতে পার্‌বো, এ আমার মনে ছিল না; তা হ'লে কি তোমার মাকে রমেশ বাবুর বাড়ী যেতে দিই? তুমি কিছু ভেবো না, মা রোজ দেখে আসেন; আর তোমাদের মেজবৌ যে যত্নটা ক'র্‌ছে, তোমায় আর কি বল্‌বো। মা বলেন, অমন বৌ কারুর হবে না।

সুরেশ। শিবনাথ, তোমার ঋণ আমি কখনও শুধ্‌তে পার্‌বো না।

শিব। তুমি ঐ কথা একশোবারই বল। তোমার ধার আমি কখনও শুধ্‌তে পার্‌বো না, তুমি আপনি জেলে গিয়ে আমার জেল বাঁচিয়েছ।

সুরেশ। ভাই শিবনাথ, তুমি বড়বোর কোন খবর পেলে?

শিব। না ভাই, আমি সে খবর তো কিছুতেই পেলেম না; সে যে বাড়ী বেচে কোথায় গিয়ে আছে, আমি অ্যাডভারটাইজ (advertise) ক'রে দিয়েছি, ডিটেকটিভ পুলিস (Detective Police) কে টাকা দিয়ে খবর নিচ্ছি, আমি আপনি রোজ ঘুর্‌ছি, কিছুতেই কিছু সন্ধান ক'র্‌তে পার্‌ছিনি।

সুরেশ। তারা বোধ হয় বেঁচে নাই; দাদার কোন খবর পেয়েছ?

শিব। সে কথা আর তোমায় কি ব'ল্‌বো! রমেশ বাবু কতকগুলো মাতাল ঠেকিয়ে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে মদ খাচ্ছেন, আর পথে পথে বেড়াচ্ছেন। আমি এত আন্‌বার চেষ্টা ক'রেছি, কিছুতেই বাগ ফেরাতে পারি নি।

সুরেশ। আমাদের সোণার সংসার ছার্‌খার্‌ হ'ল। কি কুক্ষণেই মেজ-দাদা জন্মেছিলেন! দাদার এ দশা হবে, আমি স্বপ্নেও জানি নি। কখনও একটা মিথ্যা কথা বলেন নি, কখনও পরস্ত্রীর মুখ দেখেন নি। ভাই রে, যদি ব্যামোতে আমার মৃত্যু হ'ত, সেও ভাল ছিল; আমি বেঁচে উঠে দাদার এই দশা দেখ্‌তে হ'লো!

শিব। সুরেশ, কেন আক্ষেপ কর্‌ছ, তুমি সব ফের পাবে; তুমি একটু ভাল ক'রে সেরে ওঠো, আমি টাকা খরচ ক'রে মকর্দ্দমা ক'র্‌বো। তোমার মেজদা'র জোচ্চুরি আমি বার ক'রে দিচ্ছি। মা ব'লেছেন, বাড়ী বেচ্‌তে হয়, সেও কবুল, তবু যাতে তোমার মেজদাদা জব্দ হয়, তা ক'র্‌বেন।

সুরেশ। হ্যাঁ হে, পীতাম্বরের কোন খবর পেয়েছ?

শিব। সে চিঠি লিখেছে, শীগ্‌গির আস্‌বে, বড্ড কাহিল আছে, একটু সার্‌লেই আস্‌বে; অমন লোক হবে না। তোমার দাদা মাথায় ইট মেরেছিল, জ্বরে কাঁপ্‌ছে, আমি এত বারণ ক'র্‌লেম, তবু তোমার খালাসের দিন আমার সঙ্গে গেল। আহা বেচারা রাস্তায় ভির্‌মি গেল, আমি এক বিপদে পড়্‌লেম; এ দিকে তোমায় নিয়ে সাম্‌লাব, না তাকে নিয়ে সাম্‌লাব।

সুরেশ। আমার সে সব কিছুই মনে নাই।

শিব। তুমি তিন মাস অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছ, কি ক'রে জান্‌বে।

সুরেশ। দেখ, তিন মাস যে কোথা দে কেটেছে—ভাই, আমার কিছুই মনে নাই। আমার স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়, কে আমায় জেল থেকে

নিয়ে এল ; তার পর জ্ঞান হ'য়ে দেখি, তোমার মা কাছে ব'সে, তুমি কাছে ব'সে। ভাই শিবনাথ, আমি জেলে যাবার সময় একবার কোল দিয়েছিলে, আজ একবার কোল দাও ; তোমার মত বন্ধু আমার যেন জন্ম জন্মান্তরে হয়।

শিব। সুরেশ, আমরা বন্ধু নই ; মা বলেন, তোরা দু'ভাই ! আমার মায়ের পেটের ভাই নাই, তুমি আমার ভাই ; আমার পুলিসের কথা মনে পড়্‌লে এখনও গা কাঁপে ! তুমি আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছ। ভাই সুরেশ, আমি তোমার উপদেশ শুনেছি, আমি শুধ্‌রেছি, আমি আর কুসঙ্গে মিশি নি।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, তোমার গুণধর ভাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিল, সুরেশ কেমন আছে ? আমি ব'ল্লেম, ম'রে গেছে, খুসী যে ! পথে আবার কাঙ্গালে বেটা ধ'রেছে, তাকেও ব'লেছি, তুমি ম'রেছ। সে বেটা বিশ্বাস ক'রেছে। তার মাগ বেটী—বেটীই বল আর ব্যাটাই বল, মাথা চাল্‌তে লাগ্‌লো। অমন চেহারা কখন দেখি নি বাবা। মন্‌ষ্টার অব আগলিনেস্ (Monster of ugliness) ! শিবুবাবু, তোমার ফ্রেণ্ডকে একটু একটু বেড়াতে বল।

শিব। বেড়াচ্ছে তো, রোজই একটু একটু ছাদে পাইচারি ক'র্‌ছে।

ডাক্তার। একটুর কর্ম্ম নয় ; সেরে গিয়েছে তো, সকাল বিকেলে খানিক খানিক বেড়িয়ে আস্‌বে। চল, তিনজনে খানিক বেড়িয়ে আসি।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর কম্পাউণ্ডিং রুম

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণি

কাঙ্গালী। এখন নিশ্চিন্ত, রামরাজ্য ভোগ করুন্। কেমন বাবু, ব'লেছিলেম, ও অকালকুষ্মাণ্ড পীতাম্বর, ও ঘোর আহাম্মক, ওকে আপনি টাকা দিতে গিয়েছিলেন ; পাঁচ হাজার টাকাও লাগ্লো না, দু'হাজার টাকাতেই ফৌজদারীতে গ্রেপ্তার ক'রে দিলেম। এখন যাক্, তারপর মকর্দ্দমা যা হয় হবে। ওর জাস্তুতো ভাইটে বড় ভদ্রলোক, ওটার মতন নয়। যখন টেনে নিয়ে যায়, সে যে তামাসা! আমি হাস্তে হাস্তে বাঁচি নি।

রমেশ। কি রকম, কি রকম ?

কাঙ্গালী। সেই তো আপনার দাদা মেরেছিল ; বেটা এম্নি পাজী, বিছানায় প'ড়ে,জ্বর,—তবু সুরেশের খালাসের দিন গাড়ী ক'রে চ'ল্ল।

রমেশ। তা তো শুনেছি, তার পর ?

কাঙ্গালী। সুরেশও মুদ্দোর, ও-ও মুদ্দোর, কে কাকে দেখে ; ও বেটা তো গাড়ীর ভেতর ভির্মি গেল সুরেশও ভির্মি যায় যায়—

রমেশ। সেই দিনেই ল্যাঠা মিট্‌তো, চৌরঙ্গীর মাঠ না পেরুতে পেরুতে মারা যেতো, কোত্থেকে শিবে বেটা জুট্‌লো।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, ঐ এক বেটা চামার! বেটা দু'জনকে মুখে জল দিয়ে বাতাস ক'রে, বাড়ী নিয়ে গেল।

জগ। হুঁ হুঁ,আমি তো বলেছিলেম—যে, শিবেকে চটাস নি,হাতে রাখ, তা হ'লে তো এ কাজ হয় না। সুরেশটা হাঁসপাতালে প'চতো। সকলকে হাতে রাখা ভাল, সকলের সঙ্গে মিষ্টি কথা ভাল! ঐ যে তুই মদনাকে পাগল ব'লে অগ্রাহ্য ক'রেছিলি, কত বড় কাজটা

পেলি বল্ দেখি ? পাগল ব'ল্‌লে হয় না, দলিলের বাক্স তুই চুরি ক'ত্তে পার্‌তিস্, না আমি পার্‌তুম ? বড়বৌটা যে থাণ্ডার্‌ণী, তোকে জায়গা দিত, না আমায় জায়গা দিত ?

কাঙ্গালী। পাগলাটা খুব হুঁসিয়ার, কেমন সন্ধান ক'রে ক'রে, সিন্ধুক ভেঙ্গে নিয়ে এসেছে।

জগ। রোজ কেন ওর কাছে যেতেম, এই বোঝ। রমেশ বাবু, তুমি উকীলই হও আর যেই হও, আমার বুদ্ধি একটু একটু নিও। বেটা ছেলে, ভয়েই সারা হও, মিছে ডিক্রী ক'রে যদি তোমার দাদাকে না ধর, তা না হ'লে কি তোমাদের বৌ হাজার টাকায় বাড়ী বেচে ? গেছলো গেছলো দলিল চুরি, রেজেষ্টারী আপিসে তো নকল পেতো।

রমেশ। বাবা! তুমি তো মেয়ে নও, পুরুষের কাণ কাটো! মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রী ক'রে দাদাকে ওয়ারিণ ধরান, আমার বুদ্ধিতে আস্‌তো না, বুদ্ধিতে এলেও সাহস হ'ত না। যদি ফল্‌স্ পারসনিফিকেশন (false personification) এর চার্জ্জ আন্‌তো, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হ'ত।

জগ। চার্জ্জ আন্‌লেই হ'ল ? তবে পয়সা খরচ ক'রে মাতাল লাগিয়েছ কি ক'ত্তে ? পয়সা খরচ ক'রে মদ দিচ্ছ কি ক'ত্তে ? দিনে রেতে চোখ চাইতে পার্‌লে তো আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে, তবে তো চার্জ্জ আন্‌বে।

রমেশ। আচ্ছা, বড়বৌ বাড়ী বেচে টাকা দেবে, কি ক'রে ঠাওর পেলে ?

জগ। আমরা সব এক আঁচড়ে মানুষ চিনি; ওরা সব পতিপ্রাণা, পতিপ্রাণা!

কাঙ্গালী। বাড়ীটের খুব দর হ'য়েছিল, যদি দলিলগুলো হাত না হ'ত ফ্যাসাদে ফেলেছিল; হাতে কতক টাকা পেতো। তোমাদের বড়বৌ যে দস্তি, স্বচ্ছন্দে মকর্দ্দমা চালাতো। আপনার ঠেঁয়ে দলিল দেখে খদ্দের বেটা ভারি দম্ খেয়ে গেল।

জগ। তা নইলে বাড়ী হাজার টাকায় বাগাতে পার্‌তেন না; পাগ্‌লাকে দিয়ে তো দলিল আনিয়েছি, আরও কি কাজ করি দেখ। বড়বৌ মনে ক'রেছে, চোরে চুরি করেছে, পাগ্‌লার পেটে পেটে এত, তা ধ'ত্তে পারে নি। এখনও আন্দাজ হয়, মাগীর হাতে দু'তিনশো টাকা আছে; আর মদে খরচ ক'রো না, মদ বন্ধ ক'রে দাও, ঘরের টাকায় টান পড়ুক। ব্যাঙ্কের টাকা তো আটক হ'য়েছে?

রমেশ। সে আমি এড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের (Administrator General) হাতে দিয়েছি, ব্যাপারীর টাকা পেমেণ্ট ক'রে বাকী টাকা হাতে নিয়েছে, সে এখন বিশ বাঁও জলে! পীতাম্বর যখন ধরা পড়েছে, আমি আর কিছু ভাবি নি।

জগ। হ্যাগা, ও সাহেবটাকে হাত ক'র্‌লে কি ক'রে?

রমেশ। ওরা তো তাই চায়, আসতে কাটে, যেতে কাটে। দরখাস্ত ক'র্‌লেম, আমাদের যৌথ টাকা, একজন মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে, পীতাম্বরে আপত্তি ক'রেছিল।

কাঙ্গালী। আর ধরাই প'ড়ে গেল, কে বা আপত্তি করে, 'চাচা আপন বাঁচা'; তবে ও টাকার বড় কিছু পাওয়া যাবে না, একবার এড্‌মিনি-ষ্ট্রেটারের (Administrator) গর্ভে গেলে আর কিছু বা'র হয় না।

রমেশ। তা কি ক'র্‌বো, সব দিক সাম্‌লান ভার। ও টাকায় আর তেমন লোভ ক'র্‌লুম না, শেষ যা হয়, দেখা যাবে; এখন নগদ টাকা হাতে প'ড়্‌লে মকর্দ্দমা চ'ল্‌তো, শুধু আমার ভয় পীতাম্বর বেটাকে।

কাঙ্গালী। সে ভয় ক'র্‌বেন না, সে ভয় ক'র্‌বেন না। বেটাকে যখন ফৌজদারীতে ধ'র্‌লে, তখন বেটা মরণাপন্ন। ঐ শিবে বেটা ডাক্তার এনে আপত্তি ক'র্‌লে যে, পথে মারা যাবে। ওর জাস্‌তুতো ভাই, দেখ্‌লেম ভারি ভদ্রলোক, হেড কন্‌ষ্টেবলকে টাকা গুঁজে ব'ল্লে যে, মারা যায়, আমার দায়, তুমি নিয়ে চল। চার্জ্জটি তো যে সে দেয়নি!

জগ। কি মকর্দ্দমাটা, আমায় তো একদিনও বল্লিনি, এর ভাল মন্দ বুঝ্‌বো কি ক'রে ? মনে করিস্ আমি মেয়েমানুষ, তোরা পুরুষ, ভারি বুদ্ধি তোদের ! এই মাই দুটো কাটাতে পারতুম তো বুঝ্‌তুম, কোথায় কে পুরুষ, কার কত ছাতি। পোড়া ভগবান্ যে মেরেছে, কি কর্‌বো।

কাঙ্গালী। রূপসি, তুমি সব পার।

জগ। কি কেশ্‌টা (case) ক'রেছিস্ শুনি ?

কাঙ্গালী। ঐ যে ছোট একখানা তালুক ক'রেছিল না ? কিছু টাকা দিয়ে এক বেটা ডোমকে আধমারা ক'রে ওর জাস্‌তুতো ভাই ফৌজদারি বাধিয়েছে, যে, উনি নায়েবকে হুকুম দিয়ে মেরেছেন।

জগ। এই তো কাঁচিয়েছিস্, যাকে মেরেছে, সেই ওর হ'য়ে সাক্ষী দেবে ; ওর জাসতুতো ভাই প্যাঁচে পড়্‌বে।

কাঙ্গালী। আরে, সে টাকার লোভে ইচ্ছে ক'রে মার্ খেয়েছে, ঠিক্‌ঠাক সাক্ষী দেবে। আর যে অবস্থায় তাকে ঝোলাতে ঝোলাতে দিয়ে গেল, হয় তো পথেই মারা যাবে।

জগ। বটে, বটে, মফঃস্বলের লোক এমন ! আহা-হা-হা ! তারাই সুখী, তারাই সুখী ! আমিও এ বুদ্ধি ক'রেছিলুম ; কেমন বল্ পোড়ারমুখো, বলিনি যে, শিবেকে জব্দ ক'ত্তে চাস, মাথায় লাঠি মেরে পুলিসে গে দাঁড়া, আপনি না পারিস্, আমি মার্‌ছি, তা তুই রাজি হ'লি কৈ ?

রমেশ। সুরেশের খবর কিছু শুনেছ ?

কাঙ্গালী। কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি ; যে ডাক্তারটা দেখছিল, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেম, সে বল্লে, আজ তিন দিন ম'রেছে ; কিন্তু জগা বলে, আমার বিশ্বাস হয় না।

রমেশ। আমায়ও ডাক্তার বেটা ব'ল্লে, কিছু ভাব বুঝতে পার্‌ছি নি।

জগ। ও মিছে কথা, আমি ডাক্তার ব্যাটার মুখ দেখেই বুঝেছি। কারুকে বিশ্বাস ক'রে কোন কাজ কর্‌বে না। এখন ধর, ও বেঁচেই আছে।

আমার আর একটা বুদ্ধি নাও—আজই হ'ক, কালই হ'ক, আর দু'দিন বাদেই হ'ক, তোমাদের বড়বৌকে আর যেদোকে এনে বাড়ীতে পোরো।

কাঙ্গালী। কেন, তাদের এনে ফল কি ?

রমেশ। না না, ঠিক বল্‌ছে, এখনও সব দিক্ মেটে নি, কেউ যদি বড়-বৌকে হাত ক'রে মকর্দ্দমা চালায়, সে এক ফ্যাসাদ হবে!

জগ। আরও আছে, এই ডাক্তারখানা রয়েছে, এতে কোন ওষুধটা নেই ? বল, যদি কিছু কাজই হ'ল না, ডাক্তারখানা রেখে লাভ ?

রমেশ। ও কি কথা রূপসি !

জগ। ক্রমে বুঝ্‌বে, ক্রমে বুঝ্‌বে, আগে বাড়ী নিয়ে এস।

রমেশ। তারা কোথা আছে ? বাড়ী বেচে রাতারাতি কোথায় উঠে গেল, তা তো সন্ধান ক'ত্তে পারি নি।

জগ। সে সন্ধান আমি ক'র্‌বো।

রমেশ। যাক্, পাঁচ কথায় কেটে গেল, একটা কাজের কথা হ'ক্—তোমার ভাগনেকে শিখিয়ে রেখো, কা'ল এসাইনমেণ্ট রেজেষ্টারি (assignment registry) ক'রে নেব, রেজেষ্টারটা ভারি বজ্জাত, সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজেষ্টারি করে না, ভাল ক'রে শিখিয়ে রেখো।

কাঙ্গালী। আপনিই কেন শেখান না, সে এখানে রয়েছে। ওরে ভজা! ভজা! ম'রেছে, পড়্‌লো কি ঘুমুলো, ঘুমুলো কি ম'লো! ওরে ভজা!

ভজহরির প্রবেশ

ভজ। মর্—ঘুমুতে দেবে না, একটু যদি চোখ বুজেছি,—ভজা, ভজা, ভজা! ভজা যেন ওর বাপের খান্‌সামা।

জগ। ভজহরি, বাবা! কা'ল তোমায় রেজেষ্টারী আপিসে যেতে হবে।

ভজ। কুচ পরোয়া নেই, যায়েঙ্গে।

রমেশ। যখন রেজেষ্টার জিজ্ঞাসা কর্‌বে যে, তুমি কি কাজ কর ? তুমি

বল্‌বে, তুমি জমীদার, সপ্তচর পরগণা তোমার জমীদারী। নাম বল্‌বে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া।

ভজ। জমীদার মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া রায় বাহাদুর।

রমেশ। না না, রায় বাহাদুর ব'লো না।

ভজ। খালি জমীদারী দিয়া? কুচ পরোয়া নেই আজ রাত্‌কা ওয়াস্তে রূপেয়া লেয়াও।

কাঙ্গালী। কাল একেবারে টাকা পাবি।

ভজ। মামা, আমায় কচি ছেলে পেলে নাকি? রোজ রোজ টাকা চাই, তবে এ কাজ হবে।

রমেশ। আচ্ছা, এই দু'টাকা নাও।

ভজ। কেয়া, জমীদারকা সাম্‌নে দো রোপেয়া নজর লে'আয়া? তা হ'চ্ছে না, নিদেন ষোলটা টাকা আজ রাত্রে চাই! এই ধর না, পাঁটা একটা আড়াই টাকা, দু টাকার একটা মদ, আট টাকার কম একটা হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষ হবে না, এই তো ফুটকড়াই হ'য়ে গেল। ষোলটা টাকা বার কর, আর মামা মামীকে যা দাও, তা আলাদা—তবে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া! তা নইলে বাবা যে ভজহরি, সেই ভজহরি! পোষাক, ঘড়ী-ঘড়ীর চেন, হীরের আংটী তো তোমায় দিতেই হবে, আমি খালি গোঁফে তা দিয়ে থাক্‌বো, বোধ হয়, এ থেকে এক ফোয়া আতর নিতে পারি।

রমেশ। অচ্ছো, চারটে টাকা নাও।

ভজ। চার টাকার মতনও কাজ আছে; রামেশ্বর বদ্দিনাথ সাজতে বল, দু'টাকাই বায়না নিচ্ছি। মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীদার, ষোল রোপেয়া নজর লেআও।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, আটটা টাকা নে।

ভজ। বকো মৎ বেকুব, হাম নিদ যায়, জমীদারকা সাথ হড়বড়াতে হোঁ?

রমেশ। আচ্ছা আমার সঙ্গে এস, আমি ষোল টাকাই দিচ্ছি।

ভজ। এ তো বায়না, আসলের বন্দোবস্ত কি বলুন? আমি বেশী চাই নি, লক্ষ্ণৌয়ে পুঁটিয়া ব'লে আমার একটা মেয়েমানুষ আছে, সে বেটী টাকার জন্যে আমায় তাড়িয়েছে, শ-দুই টাকা নইলে ফের ঢুকতে পারবো না, এই দুশো, রেল ভাড়া, আর আমায় কি দেবে?

রমেশ। আচ্ছা, তার জন্য আটক থাবে না।

ভজ। জমীদারীর চাল-চুল সব ঠিক পাবেন, মোচ্ মে তা চড়ায়গা এসাই, পায়ের ফেলেঙ্গা এসাই, বাত করেগা হোঁ হোঁ, যেসাই বেকুবি মাঙ্গো—ওস্তাই বেকুবি হ্যায়। গান্ধেকা মাফিক কলম পাক্‌ড়েগা উল্টা, কাগজ উল্টাবি লেলেগা, জমীদার লোক যেসা বেকুব হোতা ওসাই বন্ যাগা, কুচ পরোয়া নেই, রোপেয়া লে'আও।

রমেশ। তোমায় যে গোটাকতক কথা শেখাব। (টাকা প্রদান)

ভজ। বাবু, আজ রাত্রে মদটা ভাঙ্‌টা খাবো, সব কথা কি মনে থাক্‌বে, কাল টাট্‌কা টাট্‌কা ব'লে দেবেন, কাজ ফতে ক'রে দেব,—ব্যস্!

ভজহরির প্রস্থান

রমেশ। এ ছোক্‌রা চালাক আছে।

কাঙ্গালী। তা খুব!

জগ। বাবা, আমাদের বন্দোবস্ত কি ক'ল্লে? একখানা বাড়ী আর দশ হাজার টাকা লিখে দিতে চেয়েছ, সেটাও অমনি এক সঙ্গে সেরে ফেল্লে হয় না?

রমেশ। তার জন্য ভাবনা নেই, তার জন্য ভাবনা নেই, সে হবে—হবে।

রমেশের প্রস্থান

জগ। ছুঁপিটকে এত দিন ধ'রে যে বল্‌ছি, বাড়ীখানা লিখে নে, হাতে থাক্‌তে থাক্‌তে কাজ গুছিয়ে নে, কাজ রফা হ'য়ে গেলে তোমার মুখে ঝাড়ু দিয়ে বিদায় ক'র্‌বে।

কাঙ্গালী। না, তার যো কি ; আজ না হয় কা'ল, কদ্দিন ভাঁড়াবে ?

জগ। আচ্ছা, দেখি আর দিন কতক, তোর বুদ্ধি শুনেই চলি ; যদি ফাঁকি পড়ি, তোকেও ধরিয়ে দেব, ওকেও ধরিয়ে দেব, আমি বাদশাজাদীর সাক্ষী হব, তা না হয়, ক'জনেই জেলে যাব। খেটে মরবো, বুদ্ধি দেব আর ফাঁকে পড়বো,—সে বান্দা আমি নই ; তুই ষ্টুপিট তখন দেখ্‌বি। ভজার ঘটা যা বুদ্ধি আছে, তোর তা নাই।

কাঙ্গালী। আরে ঠকাবে না, ঠকাবে না।

জগ। আমি তোমাদের দু'জনকে বাঁধিয়ে দেব, এই আমার কথা। বিধাতা মরে না, দেখতে পেলে তার মুখে আগুন জেলে দিই! এমন গোঁয়ার মুখ্যুর সঙ্গে আমায় জুটিয়েছে! আমার কতক যুগ্যি রমেশ।

কাঙ্গালী। চল্ চল্, ক্ষিদে পেয়েছে।

জগ। পিণ্ডি খাবি যা, আমি চল্লুম মদনমোহনের বাড়ী, আজ শুনেছি কি ভাল দিন আছে, দেখি যদি বৌ-টা মদনমোহন দেখতে যায়, তা হ'লে পেছু পেছু গিয়ে বাসার সন্ধান করবো, নয় তো আবার কাল ভোরে গঙ্গার ঘাট খুঁজ্‌তে হবে।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, ওদের খুঁজিস্ কেন ? তারা যেখানে হয় থাকুক না, তোর কি ?

জগ। এ কাজটা চল্লিশ হাজার টাকার কাজ, তুই কি বুঝবি ? আমি যা খুসি করি, তুই বকাস্‌নি।

কাঙ্গালী। যা মর্‌গে যা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভগ্নগৃহ

যোগেশ ও জ্ঞানদা

যোগেশ। কি বাবা, এখানে পালিয়ে এসেছ ? আমার সঙ্গে লুকোচুরি— কেমন ধরেছি ? ভালমানুষের মতন চাবিটি বা'র ক'রে দাও, আজ দু'দিন আর বেটারা মদ খেতে দেয় না।

জ্ঞানদা। তুমি আবার কি ক'ত্তে এসেছ ? ছেলেটা কি ক'রে উপোস ক'রে ম'র্‌ছে, তাই দেখ্‌তে এসেছ ?

যোগেশ। আমি কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে আসি নি, মদ ফুরিয়েছে, মদ চাই, টাকা বা'র ক'রে দাও, সুড়সুড় করে চ'লে যাচ্ছি। কারুর মুখ দেখতে চাই নি, কারুকে মুখ দেখাতে চাই নি, ঢুকু ঢুকু মদ খেতে চাই, ব্যস্‌!

জ্ঞানদা। তোমার একটু লজ্জা হয় না ? মাগছেলে অন্নাভাবে মরে, যার বাড়ী ভাড়া, সে আজ বাদে কাল ভাড়ার জন্যে তাড়িয়ে দেবে; বাড়ী বেচা তিনশো টাকা ছিল, তা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছ, আর কোথায় কি পাব, কি নিতে এসেছ ? ধিক্—তোমায় ধিক্ !

যোগেশ। ধিক্ একবার—ধিক্ লাখবার ! আমাকে ধিক্, তোমাকে ধিক্, মাকে ধিক্, যেদোকে ধিক্, আর যে যে আছে, সবাইকে ধিক্, ধিক্ ব'লে ধিক্, ডবল ধিক্ ! কেমন বাবা, 'ধিকের' উপর দিয়েই একটা ছড়া বেঁধে দিলেম। নাও, বাপের সুপুত্র হ'য়ে বাক্সটি খোলো।

জ্ঞানদা। ওগো, একটু হুঁস কর; কোথায় দাঁড়াব, তার স্থল নাই। আগাম বাড়ী ভাড়া দেবার কথা, দিতে পারি নি, কখন্ তাড়িয়ে দেয়, ছেলেটা আধ পয়সার মুড়ি খেয়ে আছে, তোমার কি দয়া-মায়া নাই ? পাখীতেও যে ছেলের আদার যোটায়। ঘরে চাল নাই, এখনি যেদো ক্ষিদে পেয়েছে ব'লে আস্‌বে, তুমি টাকা চাইতে এসেছ, তোমার লজ্জা নাই ?

যোগেশ। বড় লম্বা লম্বা কথা ক'চ্চো 'যে? কিসের লজ্জা! লজ্জা থাক্‌লে কেউ জুচ্চুরি করে? লজ্জা থাক্‌লে কেউ মদ খায়? লজ্জা থাকলে কেউ ভিক্ষে করে? আজ তিন দিন ভিক্ষে ক'রে মদ খাচ্ছি, একটা ছোলা দাঁতে কাটি নি, একটা পয়সার জন্যে রাস্তার লোকের কাছে হাত পাতছি, আবার লজ্জা দেখাচ্ছ? তবে আর কি, কিসের লজ্জা? নিয়ে এস, টাকা নিয়ে এস!

জ্ঞানদা। বকো, আমি চল্লুম।

যোগেশ। যাবে কোথা? টাকা বা'র কর; না বা'র ক'ত্তে পার, চাবি দাও, আমি বা'র ক'রে নিচ্ছি; ঐ যে বাক্স রয়েচে, আমি ভেঙ্গে নিতে পারবো।

জ্ঞানদা। কি কর, কি কর? আজ যে ভাড়া দিতে হবে, নইলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমি বাসন বাঁধা দিয়ে তিনটে টাকা এনেছি, দুটী ঘর ভাড়া ক'রে আছি, দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে, রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

যোগেশ। তা আমার কি? কেউ আমার মুখ চেয়েছিলে? কেউ আমার মুখ চাচ্ছ? আমি এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছি; বিষয় চিনেছিলে, বিষয় নিয়ে থাকো। কেমন ঠকিয়ে নিয়েছে! হা-হা-হা! ছেড়ে দাও বলছি—

জ্ঞানদা। ওগো, একটু বোঝো, তোমার পায়ে পড়ি, একটু বোঝো।

যোগেশ। ছেড়ে দাও বল্‌ছি, ভাল চাও তো ছেড়ে দাও,নইলে খুন করবো।

জ্ঞানদা। খুন ক'র্‌বে কর, আপদ চুকে যাক্।

যোগেশ। বটে রে হারামজাদী! (পদাঘাত)

জ্ঞানদা। ও বাবা রে!

যোগেশ। এখনও ছাড়্‌লিনি? ছাড়্ হারামজাদী—ছাড়্।

গলাধাক্কা দিয়া বাক্স লইয়া প্রস্থান

বাড়ীওয়ালীর প্রবেশ

বাড়ী-। ওগো বাছা, ভাড়া দাও। ওগো, কথা কচ্ছো না যে? বাছা, ভাল চাও তো ভাড়া দাও—নইলে আমি আর বাড়ীতে জায়গা দিতে পার্‌বো না। আমি পতিপুত্রহীনা, এই ঘর-দুটি ভাড়া দিয়ে খাই—ও মা, তুমি কেমন ভালমানুষের মেয়ে গা? যেন কে কাকে বল্‌ছে; রাজরাণী শুয়ে ঘুমুচ্ছেন; ও মা! এ যে সিট্‌কে মিট্‌কে রয়েছে, মৃগী রোগ আছে নাকি? ও মা, এমন লোককে ভাড়া দিয়েছি, খুনের দায়ে প'ড়বো নাকি!

জ্ঞানদা। ও মা!

বাড়ী-। কি গো কি, তোমার কি হয়েছে?

জ্ঞানদা। কিছু হয় নি বাছা।

বাড়ী-। না হয়েছে নেই নেই, এক দিনের ভাড়া দিয়ে তুমি উঠে যাও; কোন্ দিন দাঁত ছিরকুটে ম'রে থাক্‌বে, আমার হাতে দড়ি পড়বে।

জ্ঞানদা। মা, আমার হাতে কিছুই নেই, আমার ছেলে আসুক, নিয়ে চ'লে যাব।

বাড়ী-। হ্যাঁ গা, তুমি কেমন জেচ্চোরণী গা? এই যে থালা ঘটী বাঁধা দিয়ে ধার ক'রে নিয়ে এলে, আমার ভাড়া দাও বাছা, ভাড়া দিয়ে চ'লে যাও, জুচ্চুরির আর জায়গা পাওনি?

জ্ঞানদা। ওমা, আমি যা এনেছিলুম, চোরে নিয়ে গেছে, ঘটি-বাটী যা আছে, তুমি বেচে নিও, আমি ছেলেটি এলেই চ'লে যাচ্ছি।

বাড়ী-। ওমা, ঘটী বাটী তো ঢের, ভ্যালা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলুম; তাই চ'লে যেয়ো বাছা, চ'লে যেয়ো।

বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান

যাদবের প্রবেশ

যাদব। মা, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন?

জ্ঞানদা। যাদব, চল্‌,—এখানে আর আমরা থাক্‌বো না।

যাদব। কোথা' যাব মা?

জ্ঞানদা। কালীঘাটে যাব, চ' যাবি?

যাদব। ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খেয়ে যাব।

জ্ঞানদা। না, সেইখানে গিয়ে খাবে।

যাদব। আজ ভাত কি নেই?

জ্ঞানদা। না, আজ র'াধি নি।

যাদব। পথে চ'লতে পারবো না, বড্ড ক্ষিদে পাবে, আর এক পয়সার মুড়ি কিনে দিও।

জ্ঞানদা। হা ভগবান, অদৃষ্টে এই লিখেছিলে! ভিক্ষে ক'ত্তেও যে জানি নি, কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব?

প্রফুল্লর প্রবেশ

যাদব। কাকীমা এয়েছে, কাকীমা এয়েছে—

প্রফুল্ল। দিদি! যাদব, যা তো, এই সিকিটে নিয়ে যা, খাবার কিনে আন্‌, আমরা খাব।

যাদব। ও মা, দেখ মা দেখ, খাবার কিনে আনি গে মা।

যাদবের প্রস্থান

জ্ঞানদা। যাও বাবা, যাও।

প্রফুল্ল। দিদি! তোমার এমন দশা হয়েছে দিদি?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুমি কেমন ক'রে এলে?

প্রফুল্ল। আমায় পাঠিয়ে দিলে;—ব'ল্লে, তোমাদের বড় দুঃখ হ'য়েছে, ওদের নিয়ে আয়। দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখেছি, আমি নিয়ে আস্‌ছি ব'লে এসেছি; কিন্তু দিদি, তোমাদের নিয়ে যাব না; কি

তার মতলব আছে। আমি তোমাদের বল্‌তে এসেছি, নিতে এলে খবরদার যেয়ো না; সেই ডাইনী মাগী আর এক মিশ্বে ডা'ন, "যেদো যেদো" ব'লে কি ফুস্‌ফুস্‌ করে, আমার বুক শুকিয়ে যায়; খবরদার দিদি, তোমাদের নিতে এলে যেয়ো না!

জ্ঞানদা। বোন্‌, তোমার কাছে আমার একটি মিনতি আছে, তুমি একদিন যাদবকে পেট ভ'রে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তারপর আমি গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো। একদিন যদি পেট ভ'রে খাওয়াতে পারি, আমি ওকে মেরে ফেলে জলে গিয়ে ডুবি। আজ তিনদিন এক বেলাও পেট ভরে খেতে দিতে পারি নি; রাত্রে একটু ফ্যান খাইয়ে শুইয়ে রাখি। বোন্‌, আমার আর কিছু ক্ষোভ নাই। আমি মহাপাতকী, কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলেম, তাই এ দশা হয়েছে; কিন্তু দুধের ছেলে ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্‌ করে, এ যাতনা আর দেখতে পারি নি, আজ আমাকে বা'র ক'রে দিয়েছে, ভাড়া দিতে পারি নি, রাখবে কেন? মনে ক'রেছিলেম, ভিক্ষে ক'রে দুটি খাইয়ে জলে গিয়ে উল্‌বো; আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি এলে।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কেঁদো না, আমার এ গয়নাগুলি নাও, এ বেচে কিনে চালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌তেম, মাকে দেখবার কেউ নাই, না খাইয়ে দিলে খায় না, কি কর্‌বো, আমায় ফিরে যেতে হবে। তুমি এগুলি নাও, আমি আবার এসে যেখান থেকে পাই, টাকা দিয়ে যাব।

জ্ঞানদা। বোন্‌, তোমার গয়না নিয়ে আমি কি কর্‌বো? এ তো থাক্‌বে না, আমার স্বামী আমার শত্রু! সেদিন বাড়ীবেচা তিনশো টাকা বাক্স ভেঙ্গে চুরি ক'রে নিয়ে গেল; আজ বাসন বাঁধা দিয়ে ঘরভাড়ার টাকা এনেছিলেম, লাথি মেরে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কি আমায় পর ভাব্‌ছো? আমি তোমার পর নই,

প্রফুল্ল। হ্যাঁগা বাছা,তোমার দয়া নেই ? মানুষ মরে,তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

বাড়ী-। না বাছা, আমার দয়া-মায়া নেই। ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, আমি ভাড়া চাই নি বাছা—তোমরা বিদেয় হও।

প্রফুল্ল। ও বাছা, তুমি যা চাও, তাই দিচ্ছি, তাড়িও না বাছা! আমি তোমায় সব গয়না দিয়ে যাচ্ছি।

বাড়ী-। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার গয়না নিয়ে আমি বাঁধা যাই।

প্রফুল্ল। কোথায় নিয়ে যাব, কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুই ভাবিস্ নি, আমি সেরে উঠেছি, আমার গা ঝিম্ ঝিম্ ক'চ্ছিল, সেরে গিয়েছে, তুই বাড়ী যা।

প্রফুল্ল। দিদি, কি হবে দিদি? কই দিদি তুমি তো সার নি, তুমি যে এখনো কাঁপছো!

জ্ঞানদা। না বোন্, তোর ভয় নেই, আমার অমন হয়, ঠাক্রুণ পাগল মানুষ, একলা আছেন, তুই দেখ্‌গে যা; তোর ঠেঁয়ে যদি টাকা থাকে, আমায় দিয়ে যা।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, সেরেছ তো? আমি তবে যাই, এই নাও, (টাকা দিয়া) তবে আসি দিদি। আমি পাল্কীর বেহারাদের দিয়ে তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেব, সর্দ্দারকে ব'লে দেব, তোমার রোজ খবর নেবে।

জ্ঞানদা। এস বোন্, এস।

জ্ঞানদাকে প্রণাম করিয়া প্রফুল্লর প্রস্থান

বাড়ী-। হ্যাঁগা, তুমি চোখ্ টিপ্‌লে যে? ওকে তো বিদেয় ক'ল্লে, আমি বাছা তোমায় রাখ্‌তে পার্‌বো না।

জ্ঞানদা। আমি যাচ্চি মা, তোমায় কি ভাড়া দিতে হবে ?

বাড়ী-। আমি এক পয়সা চাই নি বাছা, তুমি বিদেয় হও।

জ্ঞানদা। এই নাও—একটি টাকা নাও, আমি পাঁচ দিন এসেছি; তুমি যাও, আমি বাসন-কোসন নিয়ে বেরুচ্ছি।

বাড়ী-। নাও, শীগ্‌গির নাও, ঐ ধোপা-পাড়ার ভেতর খোলার ঘর আছে, সেইখানে গিয়ে থাক' গে।

বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান

জ্ঞানদা। যাদব—যাদব, কাঁদিস্ নি—চল্। মা ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আশ্রয়হীন ক'ল্লে? শরীরে বল নাই, রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে পথে প'ড়ে মরে থাক্‌বো, মুদ্দফরাশে টেনে ফে'লে দেবে, এ অনাথ বালক কোথায় যাবে? লক্ষ্মীর কথায় শুনেছিলেম, আপনার ছেলেকে খাওয়াবার জন্য সাপ রেঁধেছিল, আমারও তাই ইচ্ছে হ'চ্ছে, আমি ম'লে এর দশা কি হবে!

যাদবকে লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রমেশের ঘর

রমেশ ও জগমণি

রমেশ। প্রফুল্ল আন্‌তে পার্‌লে না।

জগ। আমার ওকে আর বিশ্বাস হয় না, ও তেমন শাদাটি আর নেই। আমি যোগাড় ক'রে রেখেছি, মদনাকে তার বাড়ীর দোর-গোড়ায় পাহারা রেখেছি, ছেলেটা বেরুবে, আর ভুলিয়ে নিয়ে আসবে। ছেলে হাতে হ'লেই হ'ল, বৌকে তো আর দরকার নেই।

রমেশ। বৌকে দরকার আছে বৈ কি। পীতাম্বরে বেটা শুন্‌ছি আস্‌ছে; সে বেটা এসেই একটা হাঙ্গাম বাধাবে, তার সন্দেহ নাই।

জগ। তা ছেলেকে আন্‌তে পার্‌লে বৌকে হাত করা শক্ত হবে না; ছেলেটা খেতে পায় না, খাবার দাবার দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে, বৌটাকে ছেলে দেখাবার নাম ক'রে আনা যাবে। একটা ভাব্‌ছি, বৌটা থাক্‌লে ছেলেটাকে মারা মুস্কিল, সে পরের কথা পরে, বাড়ী তো এনে প'রো; আমি চল্লেম, রাত হয়েছে।

রমেশ। আমারও বেরুতে হবে। মা রাত্রে যে চেঁচায়, বাড়ীতে থাক্‌তে ভয় করে।

জগ। তুমি তো বাগানে যাবে? আমায় অমনি নাবিয়ে দিয়ে যেও না।

উভয়ের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। আমি যা ঠাউরেছি, তাই; ছেলে এনে মেরে ফেল্‌বে! খুদ-কুঁড়ো খেয়ে বেঁচে থাকুক, আমি তাকে দুধ-ঘি খাওয়াতে চাই নি, প্রাণে বেঁচে থাকুক,—পরমেশ্বর করুন, প্রাণে বেঁচে থাকুক!

স্বরেশের প্রবেশ

স্বরেশ। মেজ, মা কোথা ?

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, তুমি কোত্থেকে এলে ?

স্বরেশ। আমি রাত্রিবেলা যে দিক্ দে বাড়ী সেঁধুতেম, সেই দিক দে সেই পাঁচীল টপ্‌কে এসেছি।

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, তুমি যেদোকে বাঁচাও।

স্বরেশ। তারা কোথায় ?

প্রফুল্ল। আড্ডায় বেয়ারাদের জিজ্ঞাসা কর, আমায় পাল্কী ক'রে সেথানে নিয়ে গিয়েছিল, তুমি যেদোকে নিয়ে পালিয়ে যাও।

স্বরেশ। এত রাত্রে তো বেয়ারাদের দেখা পাব না ?

প্রফুল্ল। তবে কা'ল সকালে খবর নিও।

স্বরেশ। তাই নে'ব ; মা কোথায় ?

প্রফুল্ল। শুয়ে আছেন।

স্বরেশ। তুমি এত রাত্রে জেগে ব'সে আছ যে ?

প্রফুল্ল। তিনি ঘুমুতে ঘুমুতে ওঠেন।

স্বরেশ। তা তুমি মা'র কাছে না থেকে এখানে র'য়েছ যে ? যদি আর এক দিক্ দে চ'লে যান ?

প্রফুল্ল। না, তিনি এই ঘরেই আস্‌বেন, যখন জেগে থাকেন, যেন ছেলেমানুষ হন, যেন নতুন শ্বশুরঘর ক'ত্তে এসেছেন ; আমায় মনে করেন, তাঁর বাপের বাড়ীর ঝি। এই খাওয়ালেম, তখনি ভুলে যান,— বলেন, "ঝি, ঠাকৃরুণ কি আজ আমায় খেতে দেবেন না ?" আর ঘুমন্ত যেন সেই গিন্নী ; কি বলেন, আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। ঐ দেখ, আস্‌ছেন, চক্ষের পল্লব পড়ছে না। মনে ক'চ্ছ—জেগে আছেন, তা নয়, ঘুমুচ্ছেন।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা ! সই কর, সই কর, মদ খাস্ খাবি ; আমার বিষয় থাকুক, আমার বিষয় থাকুক, সই কর্‌বি নি ? রমেশ, রমেশ ! ওকে খুন ক'রে ফেল্। ওহো ! আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে—আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে !

সুরেশ। ওমা, মা, আমি যে তোমার সুরেশ।

উমা। শীগ্‌গির রেজেষ্টারি ক'রে নে, শীগ্‌গির রেজেষ্টারি ক'রে নে, ভাঙ্—ভাঙ, পাথর ভাঙ্ ; আমার সব ফুরুলো ! গড় গড়—গড় গড় গড় গড়, এই বৃন্দাবনে এয়েছি।

প্রফুল্ল। ও মা, অমন ক'চ্ছ কেন মা ? ঠাকুরপো এসেছে, দেখ না মা !

উমা। উঃ ! বৃন্দাবনে কি অন্ধকার ! খালি ধোঁয়া, খালি ধোঁয়া, কিছু দেখ্‌বার যো নেই ! গড় গড়—গড় গড়—ভাঙ্ পাথর ভাঙ্, পাথর ভাঙ্, বুক যায়, বুক যায়। (মূর্চ্ছা)

প্রফুল্ল। এমনি মূর্চ্ছা যান, আমি ধরি, আমাকে নিয়ে পড়েন। এই দেখ না, আমার সর্ব্বাঙ্গ থেঁতো হ'য়ে গিয়েছে।

সুরেশ। ও মা, মা ! আমি যে সুরেশ মা, কেন অমন কর্‌ছ ? ও মা, ওঠো মা, আমি যে সুরেশ ; মা, এই দেখ্‌তে কি আমায় গর্ভে ধ'রেছিলে ? এই দেখ্‌তে কি আমায় বুক চিরে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছিলে ? হায় হায় ! এই দেখ্‌তে কি আমি জেল থেকে বেঁচে এলেম ! মা গো, আর যে সয় না মা !

উমা। ও ঝি—ঝি ! এত বেলা হ'ল, আমায় কিছু খেতে দিবি নি ? আমি অপাট করেছি, তাই বুঝি ঠাকরুণ খেতে দেবে না ?

সুরেশ। ও মা, মা, আমায় চিন্‌তে পারছ না ? আমি যে তোমার সুরেশ, দেখ মা !

উমা। ও ঝি, শ্বশুর মিন্‌সের আক্কেল দেখেছিস্, স'রে যেতে বল ; আমি কি সেই ছোট বৌটি আছি, যে কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াবে ?

প্রফুল্ল। মা, ঠাকুরপোকে চিন্‌তে পার্‌ছো না ? চেয়ে দেখ না, ঠাকুরপো ফিরে এসেছে।

সুরেশ। ও মা, মা গো ! একবার কথা কও, বুক ফেটে যাচ্ছে মা !

উমা। স'রে যেতে বল্, স'রে যেতে বল্, এখন আমি বুড়ো মাগী হ'য়েছি, এখন আমায় আদর করা কি ? বল্লি নি—বল্লি নি ? আমি চল্লেম, আমি চল্লেম ; ওহো হো হো হো ! বুক যায়, বুক যায়, বুক যায় !

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

জনৈক মাতাল ও যোগেশ

যোগেশ। কি বাবা, কাজ গুছিয়েছ, আর মদ দেবে না ?

মাতাল। আর মদ কোথায় পাব, কাপ্তেন ঘাস হ'ল, আর মদ কোথায় পাব ? (প্রস্থানোদ্যত)

যোগেশ। (হস্ত ধরিয়া) যেও না, শোন, একটা কথা শোন,—একজন যোগেশ ছিল, সে তোমাদের ছুঁতো না, তোমাদের মুখ দেখ্‌লে নাইতো। তার একটি স্ত্রী ছিল, দেখ্‌লে প্রাণ জুড়'তো, একটি ছেলে ছিল, তারে কোলে নিতো, চুমো খেতো। দিন গেল, দিন ফুরুলো, আবার একজন যোগেশ হ'ল! বলে যোগেশ, যোগেশ কি না কে জানে, এ যোগেশ কে, তা জান ? স্ত্রার বাড়ী-বেচা টাকা নিয়ে পালাল, স্ত্রীকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বাক্স নিয়ে চ'লে এলো ; ছেলেটার হাত মুচ্‌ড়ে পয়সা কেড়ে নিলে, প্রাণে একটু লাগ্‌ল না। কারুকে সে চায় না ; বল্‌তে পার, কোন্ যোগেশ আমি ? সে কি এ ?

মাতাল। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।

মাতালের প্রস্থান

যোগেশ। আচ্ছা যাও। কোন্ যোগেশ আমি, সে কি এ !

জনৈক লোকের প্রবেশ

ওহে, একটা পয়সা দাও না, একটা পয়সা দাও না।

লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যোগেশের প্রস্থান

শিবনাথ ও ভজহরির প্রবেশ

শিব। স'রে যা, স'রে যা, গায়ের ওপর পড়িস্ নি।

ভজ। ক্যা, তোম হাম্‌কো পছান্তা নেই? হাম মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীন্‌দার।

শিব। এ পাগল নাকি?

ভজ। পাগল নয় ম'শায়, পাগল নয়, সুরেশ বাবু কোন্ বাড়ীতে থাকেন, বল্‌তে পারেন? সুরেশ ঘোষ, সুরেশ ঘোষ; এখানে কোন শিবনাথ বাবুর বাড়ী থাকেন।

শিব। সুরেশ বাবুকে কি দরকার?

ভজ। হাম উস্কা মহাজন হ্যায়, জমীন্‌দার; মোচ, দেখকে সম্‌জতা নেই? ম'শায়, শিবনাথ বাবুর বাড়ী ব'ল্‌তে পারেন?

শিব। আমার নাম শিবনাথ; তোমার সুরেশ বাবুর সঙ্গে কি কাজ?

ভজ। শুনুন না, বুঝতেই তো পেরেছেন, আমার কোন পুরুষে জমীদার নয়, সুরেশ বাবুর ভাই রমেশ বাবু আজ আমায় জমীদার ক'রেছেন। আমি যোগেশ বাবুর বিষয় বাঁধা রেখেছিলেম, সে বিষয় রমেশ বাবুকে লিখে দিয়ে রেজেষ্টারী ক'রে এলেম; হাম জমীন্‌দার হ্যায়, সপ্তচর পরগণা হামারা হ্যায়।

শিব। তুমি জমীদার?

ভজ। জমীনদার নেই? রেজেষ্টার লিখ্ লিয়া জমীন্‌দার। ও ম'শায়, আপনি বুঝ্‌তে পারবেন না—শাদা লোক, সুরেশ বাবুর কাছে নিয়ে চলুন; তিনি না বুঝ্‌তে পারেন, একটা উকিল ডাকুন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। রমেশ বাবু ফাঁকি দিয়েছে, বাজার-রাষ্ট্র কথা,—এ কথা শোনেন নি? আমাকে জমীদার সাজিয়েছিল।

শিব। বুঝেছি বুঝেছি, আমার সঙ্গে এস।

ভজ। ক্যা, জমীন্‌দার অ্যায়সা যাগা? সোয়ারী লেয়াও; তোম ক্যায়সা দেওয়ান? তোম্‌কো বরতরফ্‌ করে গা।

শিব। তুমিও তো এ জুচ্চুরির ভেতর আছ? আমরা নালিশ ক'ল্লে তোমারও তো মেয়াদ হয়?

ভজ। অত দূর ক'র্‌বেন কেন, আমায় নিয়ে রমেশ বাবুর কাছে হাজির হ'লেই তাঁর গা শিউরে উঠ্‌বে, লিখে দিতে পথ পাবেন না, চলুন না, আমি বাগিয়ে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

শিব। তুমি যদি শেষ পেছোও?

ভজ। পেছোবো তো এগিয়েছি কেন? অবিশ্বাস হয়, একটা উকিল ডেকে এফিডেভিট (Affidavit) করিয়ে নাও না; আর আমি আগে তো এক পয়সা চাচ্ছি নি, তোমাদের বিষয় পাইয়ে দিই, আমায় কিছু দিও, তোমরাও সুখে স্বচ্ছন্দে থেকো আমিও পুঁটিয়াকে নিয়ে থাক্‌বো।

শিব। আচ্ছা, তুমি এস।

উভয়ের প্রস্থান

জ্ঞানদা ও যাদবের প্রবেশ

জ্ঞানদা। যাদব, এক কথা বলি শোন, এই চার্‌টে টাকা বেশ ক'রে বেঁধে নে, কেউ চাইলে দিস্‌ নি, কারুকে দেখাস্‌ নি, দোকানে যা ইচ্ছা হয় লুকিয়ে বা'র করে কিনে খাস্‌। আর এখন এই দু'আনার পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেগে, আমি এইখানে ব'সে থাকি।

যাদব। কেন মা, তুমি এস না, তুমিও ত খাও নি মা।

জ্ঞানদা। আমি খেয়েছি বৈ কি।

যাদব। অমন হাঁপাচ্ছ কেন মা?

জ্ঞানদা। হাঁপিয়েছি, তাই তো ব'সে আছি, তুই যা।

যাদব। মা, তোকে জল এনে দেব মা?

জ্ঞানদা। না বাছা, তুমি যাও, খাও গে ?

যাদবের প্রস্থান

এই তো আসন্নকাল উপস্থিত, অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল, ম'লেই ফুরিয়ে যাবে! যেদোর কি হবে, আর দেখ্‌তে আসবো না, আজ তো বাছা খেতে পাবে!

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। কোথাও তো কিছু হ'ল না, এই চারটে পয়সা পেয়েছি, এক ছটাক মদ দেবে। এ কে, জ্ঞানদা প'ড়ে নাকি ?

জ্ঞানদা। তুমি এসেছ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, একটা কথা শোন; আমায় মার্জ্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্ব্বনাশ ক'রেছি! আমি শিব-পূজা ক'রে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলুম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই। এখনও শোধরাও, তোমার সব হবে।

যোগেশ। ম'চ্ছো, রাস্তায় ম'ত্তে এসেছ ? তোমাদের এতদূর হ'য়েছে ? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! যেদোও ম'রেছে ? বেশ হ'য়েছে! ম'চ্ছো, মর, আমি মদ খাই গে; ঘরে ম'ত্তে পার্‌লে না ? তা মর, রাস্তায়ই মর; কি কর্‌বো, হাত নেই, মদ খাইগে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

জ্ঞানদা। তুমি আমার একটি উপকার কর, যদি এই কথাটি স্বীকার পাও, তা হ'লে আমি সুখে মরি। কোন রকমে যদি যেদোকে পীতাম্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি পীতাম্বরকে যদি একখানা চিঠি পাঠিয়ে যাও, সে এসে নিয়ে যায়, তা হ'লে আমি সুখে মরি।

যোগেশ। তুমি রাস্তায়, যেদো সেথায় ম'রবে, কেমন?—তা বেশ! আমি বল্‌তে পারি নি, মিছে কথা বল্‌বো না, পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি

লিখবো। আমার ঘাড়ের ভূতটা এখন তফাতে দাঁড়িয়ে আছে, যদি শীগ্‌গির না ঘাড়ে চাপে, তা হ'লো পারবো ; আর ঘাড়ে চাপলে আমি কি ক'রবো ! কি বল, আমি লাথি মেরেই তোমায় মেরে ফেলেছি, কেমন ?

জ্ঞানদা। তোমার অপরাধ কি, আমায় ভগবান্ মেরেছেন !

যোগেশ। না না, ভূতটা তফাতে আছে, আমি বুঝতে পাচ্ছি ; আমিই মেরে ফেলেছি। কি করবো বল, ভূতে মেরেছে, চারা নাই ! ম'চ্ছো, মর—মর !

জ্ঞানদার মৃত্যু

আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! আহা হা ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দরদালান

রমেশ ও কাঙ্গালী

রমেশ। বৌ মারা গিয়েছে, সুরেশও মারা গিয়েছে, আমি আজ ডাক্তারকে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, শুন্‌লেম পীতাম্বরে বেটা তার দেশে নিয়ে গেছলো, সেইখানে মারা গেছে। এখন ছেলেটা কোথায় গেল? সেটাকে ধ'র্ত্তে পার্‌লেই যে আপদ্ চোকে। এড্‌মিনিষ্ট্রেটারের কাছ থেকে টাকাটা বার ক'রে আনি। দাদা পাগল হ'য়েছে। পীতাম্বরে বেটা যদি মাম্‌লার উদ্যোগ করে, বেনামী স্বীকার পাব, দাদার না হয় খোরাকী বন্দোবস্ত কর্‌বো; সেও কি, দু' এক বোতল মদ দিয়ে রেখে দেব, মদ খেতে খেতেই একদিন অক্কা পাবে।

কাঙ্গালী। জগা তো ঠিক বলেছিল, ছেলেটা হাত করা ভারি দরকার, দেখ্‌ছি, ওর ভারি বুদ্ধি। বাবু, একজন খেটে খুটে বিষয় ক'র্‌লে, আপনি বুদ্ধির জোরে ফাঁকতালায় মেরে দিলেন!

জগমণি, যাদব ও মদন ঘোষের প্রবেশ।

এই যে জগা ছেলে নিয়ে এসেছে।

যাদব। ও মদন দাদা, এ কে মদন দাদা? আমার ভয় করে মদন দাদা! আমার মা কোথায় মদন দাদা, কই ভাত রেঁধে ডাক্‌ছে মদন দাদা? ও মদন দাদা, আমার ভয় ক'চ্ছে মদন দাদা!

রমেশ। ভয় কি, আয়, এ দিকে আয়, তোর মা বাড়ীর ভেতর আছে।

যাদব। আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমার ভয় কচ্ছে।

রমেশ। চুপ্, কাঁদিস্ নি।

যাদব। না, না কাকা বাবু, আমি কাঁদ্‌বো না, তুমি মেরো না কাকাবাবু!

রমেশ। যা, এর সঙ্গে যা।

যাদব। ও কাকাবাবু, আমার ভয় করে কাকা বাবু; আমার তেষ্টা পেয়েছে কাকাবাবু, একটু জল দাও কাকাবাবু!

রমেশ। না, জল খায় না, তোর অসুখ ক'রেছে।

যাদব। না কাকাবাবু, অসুখ করে নি কাকাবাবু, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

রমেশ। ক্ষিদে পেয়েছে, কেটে ফেল্‌বো।

যাদব। হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি দু'দিন খাই নি কাকাবাবু, আমি মাকে খুঁজ্‌ছি; মা টাকা বেঁধে দিয়েছিল, কে কেটে নিয়েছে, আমি কিছু খেতে পাই নি; আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, জল দাও।

রমেশ। জল খায় না, যা ওর সঙ্গে যা।

যাদব। আমি আর চল্‌তে পারি নি কাকাবাবু!

রমেশ। এই চাবী নাও, যে মহলটা বন্ধ আছে, সেইটে খুলে তারির ভেতর রাখ গে। নিয়ে যাও, পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে যাও।

কাঙ্গালী। এসো, তোমার মা'র কাছে নিয়ে যাই, চল।

যাদব। সত্যি বল্‌ছো, মিছে কথা ব'ল্‌ছো না?

রমেশ। আবার কথা কাটাতে লাগ্‌লো, মেরে হাড় ভেঙে দেব, অসুখ ক'রেছে শুগে যা।

যাদব। অসুখ ক'রেছে? আমি কিছু খাব না, একটু জল দাও।

রমেশ। না, যা যা, জল দেবে এখন যা।

যাদব। ও মদন দাদা তুমি এসো!

যাদব, মদন ঘোষ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান

জগ। কাজ তো গুছিয়ে আছে, একটা ইংরেজ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো; তুমি রোগ ব'ল্লেই টাকার লোভে একটা রোগ ব'ল্‌বে এখন,

আর ওষুধও লিখে দেবে এখন। বেশ, কারুর সন্দেহ কর্‌বার যো নাই ; ছেলে পথে পথে বেড়াচ্ছিল, যত্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, মারা গেল, তুমি কি ক'র্‌বে ?

মদন ঘোষের পুনঃ প্রবেশ

মদন। পাহারাওয়ালা সাহেব, ও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও না।

জগ। চোপ্, এখনি বেঁধে নিয়ে যাব।

মদন। না না, আমি তো চুরি করি নি ; তুমি যা ব'লবে, তাই শুনছি। পাহারাওয়ালা সাহেব, ছেলে তো এনে দিয়েছি, এখন আমি কোথাও চ'লে যাই, তুমি আর আমায় ধ'রো না।

জগ। চুপ ক'রে ব'স। (রমেশের প্রতি জনান্তিকে) ওকে দিন কতক ভুলিয়ে রাখ, কি জানি, কোথাও গোল করুক্। আর ওষুধের যদি একটা ওল্টা-পাল্টা ক'ত্তে হয়, বলা যাবে, পাগ্‌লাটা ওল্টা-পাল্টা ক'রেছে, কোন কিছু দোষ চাপাতে হয়, ওর ওপর দিয়ে চাপান যাবে।

রমেশ। ঠিক বলেছ। মদন দাদা, তুমি যেতে চাচ্ছ, আমি ক'নে ঠিক ক'রে রাখলুম, আর তুমি চ'ল্লে।

মদন। হ্যাঁ দাদা, সত্যি ? হ্যাঁ দাদা, সত্যি ?

রমেশ। সত্যি বৈ কি।

মদন। তাই ব'ল্‌ছি—তাই ব'ল্‌ছি, বংশটা লোপ হয়, বংশটা লোপ হয়।

রমেশ। দিব্যি কনে ঠিক ক'রেছি।

মদন। তা যেমন হ'ক, কি জান বংশরক্ষা, বংশরক্ষা !

রমেশ। যেমন হ'ক কেন, বেশ ক'নে ঠিক ক'রেছি, তুমি বৈঠকখানায় ব'স গে।

মদন। হ্যাঁ দাদা, আর পাহারাওয়ালার সঙ্গে বে' দেবে না ?

রমেশ। পাহারাওয়ালা কেন ?

মদন। দেখ দাদা, বেশ্যার মেয়ে বে' দিয়েছিল, দাঁতে কুটো ক'রে জাতে উঠেছি, যাত্রাওয়ালার ছেলে বে' দিয়েছিল, দুটো কাণমলা খেয়ে চুকেছে, এই পাহারাওয়ালা বিয়ে ক'রে আমার প্রাণটা গেল! আর পাহারাওয়ালা বে' দিও না দাদা!

রমেশ। না মদন দাদা, বেশ মেয়ে।

মদন। তাই বল্‌ছি, তাই বল্‌ছি, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা!

মদন ঘোষের প্রস্থান

জগ। তবে যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো। দুদিন খায় নি, আর জোর দু'দিন টেঁক্‌বে।

জগমণি ও রমেশের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। কিছু জান্‌তে পার্‌লুম না, কি ফুস্ ফুস্ ক'ল্লে; ছেলেটাকে কি ধ'রেছে? আমার মন আজ কেমন ক'চ্ছে, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি, আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, আমি আর কাঁদ্‌তে পারি নি, আমার কান্না আসে না, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'চ্ছে! ঠাকুরপো কি সন্ধান পায় নি? কি করি, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'রে উঠ্‌ছে!

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। বৌ ঠাকুরুণ, একটু মুখে জল দেবে এসো, না খেয়ে না ঘুমিয়ে তুমি কি পাগলের সঙ্গে মারা যাবে? শুনেছিলুম, ক'ল্‌কাতার বৌগুলো কেমন কেমন হয়, আমি এমন বৌ তো কখন দেখি নি। এসো, সকাল সকাল নাও, দুটি খাও।

প্রফুল্ল। দেখ ঝি, বুঝি আমার এ বাড়ীতে খাওয়া ফুরিয়েছে; আমার বড় মন কেমন ক'চ্ছে। আমার যদি এমন হয়, তা হ'লে আর আমি

বাঁচ্‌বো না; আমায় কে যেন ডাক্‌ছে, আমার প্রাণ যেন কাঁদ্‌ছে, আমি কাঁদ্‌তে পারি নি, আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে!

ঝি। ও কিছু নয়। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রাতদিন পাগলের সঙ্গে ঘোরা, বাতিক বেড়েছে!

প্রফুল্ল। না ঝি, আমার কোথায় কি সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে! আমার বড্ড মন কাঁদ্‌ছে; তোমায় একটি কথা বলি, যদি আমার ভাল মন্দ হয়, আমার গয়নাগুলি তুমি নিও, বেচে যা টাকা হবে, তাই থেকে ঠাকরুণকে খাইও, আবাগীর আর কেউ নেই।

ঝি। বালাই! অমন সোণার চাঁদ বেটা র'য়েছে, তুমি অক্ষয় অমর হও, কেউ নেই কি?

প্রফুল্ল। না ঝি! অমন আবাগী ভারতে আর জন্মায় না! তুমি আমার কাছে বল, তুমি কোথাও যাবে না, মাকে দেখ্‌বে? আমি আর বাঁচ্‌বো না, আমার কোথা ভরাডুবী হ'য়েছে।

ঝি। হ্যাঁগো হ্যাঁ, তাই হবে, তুমি এখন এসো; ফাঁকে ফাঁকে দুটি খেয়ে নেবে, ফাঁকে ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেবে, তা নৈলে বাঁচ্‌বে কেন?

প্রফুল্ল। আমার মা বাঁচ্‌তে এক তিল ইচ্ছে নেই, কেবল ঐ আবাগীর জন্য মনটা কাঁদে। আমার ছেলেবেলা মা ম'রে গিয়েছিল, আমি শ্বশুরবাড়ী এসে মা পেয়েছিলেম, সেই মা আমার এমন হ'ল, আমাদের সোণার সংসার ভেসে গেল!

ঝি। কি ক'রবে মা, কারুর তো হাত নয়, এসো মা, এসো।

প্রফুল্ল। চল যাই।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশী মিত্রের ঘাট

শিবনাথ, সুরেশ ও ভজহরি

শিব। ওহে সুরেশ, আমি তো ছেলে কোথাও খুঁজে পেলুম না। আমি সমস্ত রাত থানায় থানায় ঘুরেছি, পাঁচজন লোক লাগিয়ে ক'লকাতার অলি-গলি খুঁজেছি, কেউ তো বলে না যে দেখেছি।

সুরেশ। বল কি, তবে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সে আর নাই! মেজদা' মেরে ফেলেছে।

শিব। সে কি ?

সুরেশ। আর সে কি! তোমায় তো ব'লেছি, মেজবো'র ঠেঁয়ে শুনে এলেম, তাকে মেরে ফেল্‌বার পরামর্শ ক'চ্ছে। ভাই শিবনাথ, আমার প্রাণের ভেতর জ্ব'লে জ্ব'লে উঠ্‌ছে, যেদোকে যদি না পাই, এ প্রাণ আর আমি রাখ্‌বো না! আমি কি এই যাতনা ভোগ কর্‌বার জন্যই জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেম! ভাই, আমার যেদোকে এনে দাও, যেদোকে না পেলে আমি এ শ্মশান থেকে যাব না। আমি তিন দিন দেখ্‌বো, তারপর জলে ঝাঁপ দেব।

ভজ। ওহাইয়াদ, ওহাইয়াদ, সাফ ওহাইয়াদ! সুরেশ বাবু, একে না পেলে মর্‌বো, ওকে না পেলে মর্‌বো, তা হ'লে তো আর বাঁচা হয় না, দিনের ভেতর দু'শোবার ম'ত্তে হয়। মনে ক'রেছেন কি, আপনিই ঝড়-ঝাপ্টা খাচ্ছেন, আর কেউ কখনও খায় নি! তবে কাঁদ্‌ছেন কাঁদুন, বেশী বাড়াবাড়ি কেন ?

সুরেশ। ভাই রে, আমার মতন অভাগা পৃথিবীতে আর নাই! আমার অন্নপূর্ণার মত মা জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বেড়াচ্ছেন, আমার ইন্দ্রের মত বড়

ভাই পথে পথে ভিক্ষে ক'চ্ছেন, আমার রাজলক্ষ্মী বড়ভাজ, অনাহারে পথে প'ড়ে মরেছেন, আজ অনাথার মত পোড়ালেম,—আমার প্রফুল্ল-কমল মেজ বৌ দিন দিন মলিন হ'চ্ছেন, আজ আমার ব্রজের গোপাল হারিয়েছে! আমি আপনি জেল খেটেছি, তাতে দুঃখিত নই, আমার যেদোর মুখ মনে প'ড়ছে, আর আমি প্রাণ ধ'ত্তে পার্‌ছি নি!

ভজ। মুখ মনে ক'ত্তে গেলে অনেকের অনেক মুখ মনে পড়ে। আমার ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ নয়,—এক গৃহস্থ বাপ ছিল, হাস্যমুখী মা ছিল, গ্যাঁটাগোঁটা সব ভাই ছিল, বোন্‌টা আমি না খাইয়ে দিলে খেত না; তার পর শোন, একদিন খেলিয়ে এসে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ীশুদ্ধ কাঁদ্‌ছে। কি সমাচার?—না জমীদারে আমার বাপকে খুব মেরেছে, রক্ত ঝুঝিয়ে প'ড়ছে, প্রাণ ধুক্‌-ধুক্‌ ক'চ্ছে। সেই রাত্রিতেই তো তিনি মরুন; তারপর জমীদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলেপুলে নিয়ে মা ঠাকরুণ বেরুলেন; দেশে আকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না, যা দুটি পান, আমাদের খাওয়ান, আপনি উপোস যান, এক দিন তো গাছতলায় প'ড়ে মরুন—

সুরেশ। আহা হা!

ভজ। র'সো, আহা হা, ক'রো না, ঝড়ে যেমন আঁব পড়ে, ভাইগুলো সব একে একে প'ড়লো আর ম'লো; বোন্‌টাকে এক মাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, আমিও কাঁদ্‌তে লাগলেম; তারপর আর সন্ধান নেই! কেমন, মুখ মনে পড়্‌বার আছে?

সুরেশ। আহা ভাই, তুমিও বড় দুঃখী!

ভজ। তারপর মামা বাবুর কাছে গিয়ে পড়্‌লেম; গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা, উনুন ধরান, ভাত রাঁধা; মামা বাবুর বেত আর মামী ঠাকরুণের ঠোনার সঙ্গে ফ্যানে ফ্যানে ভাত; জেলটা আসটাও ঘুরে আসা গিয়েছে।

স্থরেশের জনৈক পরিচিতের প্রবেশ

স্থ-পরি। কেউ তো কিছু ব'ল্‌তে পাল্লে না। একজন ময়রা ব'ল্লে, একটি ছেলে খাবার কিন্‌তে এসেছিল, একটা বুড়ো এসে বল্লে, "শীগ্‌গির আয়, তোর মা ডাক্‌ছে।" কিন্তু কে যে, তা আমি কিছু সন্ধান ক'ত্তে পার্‌লুম না।

স্থরেশ। ও ভাই, তুমি আবার যাও, কোন রকমে সন্ধান কর। আহা, কখনও কোন ক্লেশ পায় নি, ননী ছানা খেয়ে বেড়িয়েছে! কখনও রাস্তায় বেরুতে পেতো না, কখনও ভূঁয়ে নাবে নি, কোলে কোলে বেড়িয়েছে। না জানি, তার কত দুর্গতি হ'চ্ছে!

ভজ। র'সো র'সো, বিনিয়ে কেঁদো এখন; বুড়ো ব'ল্লে বুঝি, বুড়ো সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছে? স্থরেশ বাবু, সন্ধান হয়েছে, তোমার মায়ের পেটের সহোদর নিয়ে গিয়েছে। সে বৃদ্ধটি আমার মাতুলানীর অনুচর! স্থরেশ বাবু, স্থরেশ বাবু, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমি সন্ধান নিচ্চি। ঐ যে তোমার মধ্যম মা'র পেটের ভাই—গাড়ী থেকে নাব্‌ছেন, যাবার যো কি? চুম্বুকে যেমন লোহা টানে, তেমনি টান দিয়েছি, আমায় দে'খে নড়্‌বার যো কি? একটু আড়ালে দাঁড়াও, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমাদের দু'জনকে একত্রে দেখ্‌লে স'র্‌বে।

স্থরেশ ও শিবনাথের অন্তরালে অবস্থান ও রমেশের প্রবেশ

ক্যা রমেশ বাবু, আপ্‌ হিঁয়া তস্‌রিপ কাহে লে' আয়া, মেজাজ খোস্‌?

রমেশ। কি হে, তুমি যাও নি?

ভজ। হাম্‌ লোক জমীন্‌দার হ্যায়, যাতে যাতে দো এক রোজ র'হে যাতা।

রমেশ। আরও কিছু টাকা চাই না কি?

ভজ। মেহেরবাণী আপ্‌কা।

রমেশ। আচ্ছা এসো, আমি ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট কিনে দিচ্ছি আর একখানা চেক দিচ্ছি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ওপর।

ভজ। যাবই তো; র'য়ে গিয়েছি কেন জানেন, আরও যদি কিছু কাজকর্ম্ম দেন।

রমেশ। আর এখন কিছু কাজ হাতে নেই, হ'লে চিঠি লিখে পাঠাব।

ভজ। সো তো আপ লিখিয়েগা, সো তো আপ লিখিয়েগা, দোস্তি হুয়া, ও সব তো চলেই গা; দেখিয়ে—হামসে কাম চল্‌তা, তো দোস্‌রাকো কাহে দেনা?

রমেশ। সত্য বল্‌ছি, এখন আর কিছু কাজ হাতে নাই।

ভজ। আবি নেই, দো রোজমে হো শেক্তা। আগর ভাতিজা মরে তো একঠো জমিন্দার গাওয়া চাহিয়ে, ওস্কো বেমার হুয়া থা; হাম্‌তো জমিন্দার হ্যায়, আপ্‌কো মোকামমে যাতা হ্যায়।

রমেশ। ভাতিজা! ভাতিজা কে?

ভজ। ভাইপো গো ভাইপো, যাদব।

রমেশ। ও কি কথা!

ভজ। সুরেশ বাবু, আসুন, সন্ধান পেয়েছি।

রমেশ। এই যে সুরেশ বেঁচে আছে, মিছে কথা বলেছে পাজী বেটা!

ভজ। ম'শায়, যান কেন, যান কেন, ভাইয়ের সঙ্গে একবার আলাপ ক'রে যান।

রমেশের প্রস্থান

শিবনাথ ও সুরেশের পুনঃ প্রবেশ

সুরেশ। কি সন্ধান পেলে, কি সন্ধান পেলে?—আছে তো—বেঁচে আছে তো?

ভজ। বোধ হচ্ছে তো আছে, আসুন, শীগ্‌গির আসুন, বাবুর বাড়ীতে চলুন।

শিব। বাড়ীতে যাবে, যদি ঢুক্‌তে না দেয় ?

ভজ। আমাতে সুরেশ বাবুতে গেলে দোর ভাঙ্গ্‌লেও কিছু ব'ল্‌বে না, ঢুক্‌তে দেবে না কি ?

সকলের প্রস্থান

জনৈক লোকের প্রবেশ

গীত

মন আমার দিন কাটালি ভুল খোয়ালি, ভাল বাসাত ক'র্‌লি ভবে।
একলা এলে, একলা যাবে, মুখ চেয়ে কার ঘুর্‌ছ তবে ?
কে তুমি ব'ল্‌ছো আমি, দেখ্‌ ভেবে আর ভাব্‌বি কবে ?
ভাঙ্গ্‌বে মেলা, ঘুচ্‌বে খেলা, চিতার ছাই নিশানা রবে।

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! কি ক'র্‌বো, গেল তা কি ক'র্‌বো ? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! গেল, যাক্‌; আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! হ্যাঁ হে, তুমি তো মড়া পোড়াতে এসেছ ?

লোক। হ্যাঁ।

যোগেশ। মদ্‌-টদ্‌ খাচ্ছ' না ?

লোক। এ কে রে! (পলাইতে উদ্যত)

যোগেশ। বল না, বল না, আমায় যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌বো। বেশী খাব না, এক গেলাস দাও, ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, পয়সা দাও, চট্‌ ক'রে এনে দিচ্ছি। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! গেল, তা কি ক'র্‌বো ?

লোকের প্রস্থান

আহা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! ঐ না কারা মড়াপুড়িয়ে যাচ্চে,—গায়ের ব্যথার জন্য একটু মদ খাবে না ? যাই ওদের সঙ্গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

যোগেশের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাড়ীর দরদালান

মদন ঘোষ ও প্রফুল্ল

মদন। না না, আমি পারবো না, আমি পারবো না! ছেলে মারবে, ছেলে মারবে! আমায় লুকিয়ে রেখে দাও, আমায় লুকিয়ে রেখে দাও; ছেলে মারবে, ছেলে মারবে, বংশলোপ করবে, বংশলোপ ক'রবে।

প্রফুল্ল। কি গা, কি ব'লছো? ছেলে মারবে কি ব'লছো?

মদন। ওগো, বংশলোপ ক'রবে, বংশলোপ ক'রবে, ছেলে মারবে! সেই পাহারাওয়ালা ছেলে মারবে, হায় হায়, আমি কেন পাহারাওয়ালা বে' করেছিলেম!

প্রফুল্ল। মদন দাদা, মদন দাদা, শীগ্‌গির বল, ছেলে মারবে কি?

মদন। না না, আমি ব'লবো না, আমায় ধ'রবে, জমাদারে ধ'রবে, আমি কোথায় লুকুবো, আমি কোথায় লুকুবো?

প্রফুল্ল। মদন দাদা, তোমার ভয় নেই, তুমি বল।

মদন। না না, সে তেমন পাহারাওয়ালা নয়, সে ধ'রবে, আমার ভয় ক'চ্ছে।

প্রফুল্ল। কে ধ'রবে? ছেলে মারবে কি?—আমায় শীগ্‌গির বল।

মদন। না না, বলবো না, আমি তার ভয়ে সিন্ধুক ভেঙ্গে দলীল চুরি ক'রে আনলেম, তবু ছাড়্‌লে না; আমি তার ভয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এলেম, তবু ছাড়্‌লে না; ছেলে মারবে, না খেতে দে মারবে, আমায়

বিষ দিতে বলে, আমি একটু জল দিয়েছিলেম, দুধ দিয়েছিলেম, তাই বেঁচে আছে,—না না—দুধ দিই নি! আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, মদন দাদা, কাকে ধ'রেছে, যেদোকে?

মদন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না—আমি না, আমি না, আমি দলীল চুরি ক'রেছি, ধ'রিয়ে দেবে; হায় হায়, বে' ক'ত্তে গে' মজ্‌লেম, বে' ক'ত্তে গে' মজ্‌লেম! কেন এ দস্যি পাহারাওয়ালা বে' ক'ল্লেম? সেই আমায় ভয় দেখিয়ে দলীল চুরি ক'ত্তে ব'ল্লে, তাকে আমি দলীল দিলেম, এখন আমায় ধ'রিয়ে দেবে। কি হবে, কি হবে, আমি ছেলেটাকে দুধ দিয়েছি জান্‌লেই এখনি আমায় বেঁধে নে যাবে। আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, দাঁড়াও।

মদন। না না, দাঁড়াব না, আমায় ধ'র্‌বে, আমি লুকুবো।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, ভয় নেই, ভয় নেই, ছেলে কোথায় বল?

মদন। ওরে বাপ্‌ রে—আমায় ধ'র্‌লে রে!

প্রফুল্ল। তুমি কেন ভয় পাচ্চো? ছেলে কোথায় বল? আমি ছেলেকে বাঁচাব, মদন দাদা, শীগ্‌গির বল—কোথায়?

মদন। ঐ তোমাদের পোড়োমহলে রেখেছে, আমায় ছেড়ে দাও, আমি লুকুই,—আমি পালাই, আমায় মেরে ফেল্‌বে!

প্রফুল্ল। মদন দাদা, তোমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয় এত কর?

মদন। না—না—মরতে পার্‌বো না, মর্‌তে পারবো না! আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, ধিক্ তোমায়! মা ব'ল্‌তেন, তুমি একজন সাধুপুরুষ, তোমার কি এই বুদ্ধি? তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে অধর্ম্ম কর?

প্রাণের ভয়ে বাক্স ভেঙ্গে চুরি কর? প্রাণের ভয়ে কচিছেলে এনে রাক্ষসের মুখে দাও? এই প্রাণ কি তোমার চিরকাল থাক্‌বে? একবার ভেবে দেখ—যম তোমার সঙ্গে ফিরুছে; যখন ধর্ম্মরাজ তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রবেন যে, 'তুমি বালক ভুলিয়ে এনে রাক্ষসকে দিয়েছ?' তখন তুমি কি উত্তর দেবে? মদন দাদা, সেই ভয়ঙ্কর দিন মনে কর, এখনও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, বালকের প্রাণরক্ষার উপায় কর; ছার প্রাণ চিরদিন থাকবে না, ধর্ম্মই সাথী, ধর্ম্ম রক্ষা কর, ধর্ম্ম ইহকাল পরকালের সঙ্গী, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও। মদন দাদা, যা ক'রেছ, তার আর উপায় নেই, আমায় ব'লে দাও, যেদো কোথায়। আমি তাকে কোলে নে বসি, দেখি, কোন্ রাক্ষস আমার কাছ থেকে নেয়? এখনও ব'ল্‌ছো না? তোমার কি মরণ হবে না? এ মহাপাতকের কি শাস্তি হবে না? যদি হিত চাও, যদি ঘোর নরকে তোমার ভয় থাকে, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও; যমরাজ দণ্ড তুলে তোমার পেছনে পেছনে ঘুরুছেন, তুমি বুঝতে পাচ্ছো না?

মদন। অ্যাঁ—অ্যাঁ—যমরাজ?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে! যদি সেই মহা ভয় হ'তে উদ্ধার হ'তে চাও, সাহসে বুক বাঁধ, আমার সঙ্গে এসো, যেদো কোথায় দেখিয়ে দেবে এসো; তুমি সামান্য পাহারাওয়ালার ভয় ক'চ্ছো? যম-দূতকে ভয় কর না?—ধর্ম্মরাজকে ভয় কর না? অবোধ বালককে ভুলিয়ে এনেছ, তবু স্থির আছ? প্রাণভয়ে তার প্রাণরক্ষার উপায় ক'চ্ছো না? তোমার প্রাণে ধিক্, তোমার ভয়ে ধিক্, তোমার জন্মে ধিক্!

মদন। চল—চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!—যদি ধরে?

প্রফুল্ল। তোমার এখনও ভয়? যখন যমদূত ধ'র্‌বে, তার উপায় কি ক'রেছ? এখনও ধর্ম্মের আশ্রয় নাও, সামান্য ভয় ছাড়।

মদন। চল চল, এই দিকে চল, মরি ম'র্‌বো, ছেলে দেখিয়ে দেব; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

শয্যা-শায়িত যাদব, রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণি

যাদব। ও কাকাবাবু একটু জল দাও! আমার আগুন জল্‌ছে গো—আগুন জল্‌ছে!

রমেশ। জল দিচ্ছি, এই ওষুধটা খা।

যাদব। না গো, জ্ব'লে যায়, জ্ব'লে যায়! আমায় একটু জল দাও।

জগ। কোন্‌টা দেব?

রমেশ। টার্‌টার এমিটিক (Tartar Emetic) দাও, ডাক্তার আস্‌ছে, বমি হবে—দেখ্‌বে এখন।

জগ। না না, পেটে কিছু নেই, উঠ্‌বে কি? সেইটেই উঠে যাবে, ডাক্তার ব'ল্‌বে,—'খেতে দাও'; এইটে দাও, খুব ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌বে দেখ্‌বে এখন।

যাদব। ওগো না গো, ও কাকাবাবু, আমি সন্ধ্যেবেলা ম'র্‌বো, এখন আর দুঃখ দিও না! আমার সব শরীরে ছুঁচ্‌ ফুট্‌ছে! কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু!

রমেশ। ডাক্তার আস্‌ছে, ডাক্তার আস্‌ছে।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। গুড্‌মর্ণিং (Good morning), কেমন আছে?

জগ। আহা, বাছা আজ নির্জীব হ'য়ে প'ড়েছে।

কাঙ্গালী। ডাক্তার বাবু, বাঁচ্‌বে তো? বাবুর ছেলেপুলে নেই, কেউ নেই, ঐ ভাইপোটিই সর্ব্বস্ব।

যাদব। ও ডাক্তার বাবু, আমার কিছু হয় নি, আমায় একটু জল খেতে দিলেই বাঁচ্‌বো।

ডাক্তার। দাও দাও, জল দাও।

জগ। ও আমার পোড়ার দশা—জল কি তলায়!

যাদব। ওগো, আমায় একটু জল না দাও, একটু দুধ খেতে দাও, আমি কিছু খাই নি।

রমেশ। ডাক্তার সাহেব, ডিলিরিয়াম সেট ইন (Delirium set in) ক'ল্লে।

ডাক্তার। এত দুধ সুরুয়া র'য়েছে, তোমাকে খেতে দেয় না?

যাদব। না ডাক্তার বাবু, আমাকে খেতে দেয় না।

ডাক্তার। ছুট্।

জগ। ডাক্তার বাবু, একটা উপায় কর, বাছার জলটুকু তলাচ্ছে না!

রমেশ। ডক্টর, ইয়োর ফি (Doctor, your fee.)।

ডাক্তার। (ফি গ্রহণ করিয়া) একটা ব্লিষ্টার (Blister) দাও।

যাদব। না গো না, আর বেলেস্তারা দিও না গো, আমার পেটের খানা এখনও জ্বলছে, এই দেখ—ঘা হ'য়েছে।

ডাক্তার ও রমেশের প্রস্থান

ও মা গো, একবার দেখে যাও গো; মা, তুমি কোথায় আছ গো! জ্ব'লে গেলুম গো—জ্ব'লে গেলুম,—মা গো, একবার দেখে যাও!

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। ওহে কাঙ্গালী, ডাক্তারকে রাখ্‌তে গিয়ে দেখি,—ভজহরি, সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর চার বেটা দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ ক'চ্ছে; বাড়ী ঢোক্‌বার যেন কি মতলব ক'চ্ছে।

জগ। তার ভয় কি, এই বেলেস্তারা খানা দিলেই হ'য়ে যাবে এখন।

যাদব। ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার গলা টিপে মেরে ফেল! জ্ব'লে গেল গো জ্বলে গেল! ও কাকাবাবু, কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু!

কাঙ্গালী। চল, যাওয়া যাক্, মদনাকে পাঠিয়ে দিই, এই মালিস্‌টা এক ডোজ খাওয়ালেই হ'য়ে যাবে এখন ; এই বিছানার কাছেই রইলো।

যাদব। ও কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমি একটু জল খেয়ে মরি! কাকাবাবু, আমায় একটু জল দাও, জল খেলেও বাঁচ্‌বো না কাকাবাবু!

রমেশ। দাও, একটু জল দাও।

জগ। না না, তবু পাঁচ মিনিট যুঝ্‌বে।

যাদব। না, আমি জল খেলেই ম'র্‌বো—না, আমি জল খেলেই ম'র্‌বো ; এই দেখ না, আমার গায়ে ইঁদুর-পচা গন্ধ বেরিয়েছে, আমায় কুকুরে চিবিয়ে খাচ্ছে।

জগ। চল চল, দেখা যাগ্‌ গে ; ভজহরিটার সঙ্গে সুরেশ জুটেছে, আমার ভাল বোধ ঠেক্‌ছে না। আমি তো বলেছিলুম, ডাক্তারটা পাজী, মিছে কথা ক'য়েছে, সুরেশ মরে নি।

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণির প্রস্থান

যাদব। ও মা, মা গো, কতক্ষণে ম'র্‌বো মা!

বেগে প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। এই যে আমার যাদব! যাদব, যাদব, বাবা!

যাদব। কে ও কাকীমা এসেছ? আমায় একটু জল দাও। (প্রফুল্লর জল প্রদান) আমি আর খেতে পার্‌ছি নি, আমার চোখে কাণে জল দাও। কাকীমা, আমায় না খেতে দে কাকা মেরে ফেল্লে।

প্রফুল্ল। পরমেশ্বর, কি কল্লে। ও বাবা, এই দুধ খাও।

যাদব। আর গিল্‌তে পার্‌বো না, গলা আট্‌কে গিয়েছে ; দেখ্‌লে না, জল গিল্‌তে পার্‌লেম না। কাকীমা, মা কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাক্‌লে মা আমার খুঁজে খুঁজে আস্‌তো। যদি বেঁচে থাকে, তোমার

সঙ্গে দেখা হয়, ব'লো না, আমি না খেতে পেয়ে ম'রেছি। আমায় আধপেটা ভাত দিত, মা কাঁদ্‌তো ; খেতে পাইনি শুন্‌লে মা আমার বুক চাপ্‌ড়ে ম'রে যাবে। কাকীমা, ব'লো, আমি ব্যামোতে ম'রেছি।

প্রফুল্ল। বালাই, বালাই ! ছি বাবা, ও সব কথা ব'ল্‌তে নেই। যাদব, যাদব, বাবা, বাবা ! পরমেশ্বর, রক্ষা কর !

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদন। ধর্ম্মরাজ-রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর ! এই নাও এই নাও, এই পারাভস্ম নাও, আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে পেয়েছি, এই খাইয়ে দাও ; আমি লুকিয়ে রেখেছিলেম, বেঁচে থাক্‌বো ব'লে লুকিয়ে রেখেছিলেম, এখনি বাঁচ্‌বে। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর ! (পারাভস্ম লইয়া দুগ্ধের সহিত প্রফুল্লর যাদবকে খাওয়াইয়া দেওন।) আর আমি পাগল নই, আর আমি পাগল নই, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর !

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণির পুনঃ প্রবেশ

জগ। কই, কোথায় কি ? তুমি যেমন, বাতাস নড়্‌লে ভয় পাও ! তোমার ভয় হয়, গাড়ী ক'রে আমার বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

প্রফুল্ল। কে রে রাক্ষসি ! মা'র কোল থেকে তার ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিস্‌ ? তোর সাধ্য না, রাক্ষসি, দূর হ। নরকে তোর মত যত পিশাচী আছে, একত্র হ'লে পার্‌বে না ;—দূর হ, দূর হ।

কাঙ্গালী। এ কি সর্ব্বনাশ !

রমেশ। প্রফুল্ল, তুই হেথা কি ক'ত্তে এসেছিস্‌ ? এখান থেকে যা, ছেলের বড় ব্যামো, চিকিৎসা ক'ত্তে হবে !

প্রফুল্ল। তুমি এখনও প্রতারণা ক'চ্ছো ? তোমায় অধিক কি ব'ল্‌বো, তুমি কার জন্য এ সর্ব্বনাশ ক'চ্ছো ? তুমি কার জন্য সহোদরকে

পথের ভিখারী করেছ? কার জন্য কনিষ্ঠকে জেলে দিয়েছ? কার জন্য বংশধরকে অনাহারে মেরে টাকা রোজগার ক'র্‌ছো? তুমি কার জন্য গর্ভধারিণীকে পাগলিনী ক'রেছ? শুনেছি তুমি বিদ্বান্, আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমায় তুমি বুঝিয়ে দিতে পার, এ মহাপাতকে লাভ কি? পরকালের কথা দূরে থাকুক, ইহকালে কি সুখভোগ ক'র্‌বে? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত, মা পাগলিনী হ'য়েছেন, ছোট ভাই কয়েদ খেটেছে, বংশের একটি ছেলে অনাহারে মৃত্যু-শয্যায়!—এ ছবি তোমার মনে উদয় হবে, তোমার জীবনে কি সুখ, আমি তো বুঝতে পার্‌ছি নি।

রমেশ। দেখ্ প্রফুল্ল, ছোটমুখে বড় কথা ক'স্‌নি; ভাল চাস্ তো দূর হ, নইলে তোকে খুন ক'র্‌বো।

প্রফুল্ল। তুমি কি মনে কর, আমি প্রাণ এত ভালবাসি, যে অবোধ নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণভয়ে পালাব? প্রাণভয়ে স্বামীকে পিশাচের অধম কার্য্য ক'ত্তে দেব? আমি ধর্ম্মকে চিরদিন আশ্রয় ক'রেছি, ধর্ম্মকে ভয় ক'রেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই; নিশ্চয় জেনো—তোমার চেষ্টা বিফল হবে। সকল কার্য্যের শেষ আছে, তোমার কুকার্য্যের এই শেষ সীমা! ধর্ম্ম অনেক সহ্য ক'রেছেন, আর সহ্য ক'রবেন না, সতর্ক হও; আমি সতী, আমার কথা শোন,—যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্ম্মবিরোধী হ'য়ো না। তুমি কখনই এ শিশুকে বধ ক'ত্তে পার্‌বে না।

মদন। না না, বধ ক'ত্তে পারবে না। ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও; না না, বধ ক'ত্তে পার্‌বে না, আমি আর পাগল নই, আমি আর পাগল নই।

জগ। তবে রে মড়া মদ্‌না, তুমিই পথ দেখিয়ে এনেছ?

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জান্‌লা ভেঙ্গে এনেছি, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও,

ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও! জমাদার, আর তোমায় ভয় করি নি; পাহারাওয়ালা, আর তোমায় ভয় করি নি; চাপরাসি, আর তোমায় ভয় করি নি। ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও।

রমেশ। প্রফুল্ল, দূর হ—ভাল চাস্ তো দূর হ।

প্রফুল্ল। আমার ভাল কি! এ সংসারে আমার ভাল আর কি আছে? আমার ভাল আমি চাই নি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি এতদিন মা'র জন্য বড় অস্থির ছিলেম, আজ তোমার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছি।

জগ। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু, কি ক'চ্ছো? ওদের ঠেলে ফেলে দে ছেলেটাকে নিয়ে চল।

মদন। খবরদার পাহারাওয়ালা, খুন ক'রবো! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

রমেশ। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তোকে খুন ক'রে ফেল্‌বো; সরে যাবি তো যা।

যাদব। কাকীমা, পালাও, তোমায় মেরে ফেল্‌বে,—আমি মরি, তুমি পালিয়ে যাও।

প্রফুল্ল। তোমার কি প্রাণ পাষাণে গড়া? এই স্নেহপুতলী ছেলেকে না খাইয়ে মার্‌ছো! ছি ছি ছি, তোমায় ধিক্, তোমায় সহস্র ধিক্! আমার কথা শোন, আমার মিনতি রাখ, আর মহাপাতকে লিপ্ত হ'য়ো না, আমি আবার বল্‌ছি, ধর্ম্ম অনেক সহ্য ক'রেছেন, আর সহ্য ক'র্‌বেন না।

রমেশ। তবে মর্! (প্রফুল্লর গলা টিপিয়া ধরণ, ইত্যবসরে কাঙ্গালীচরণ ও জগমণির যাদবকে টানিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ)

মদন। ছেড়ে দে রাক্ষসি! ছেড়ে দে নরাধম! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

সার্জ্জন, জমাদার, ইনেস্‌পেক্টার, পাহারাওয়ালাগণের সহিত সুরেশ
শিবনাথ, পীতাম্বর, ডাক্তার ও ভজহরি ইত্যাদির প্রবেশ

পীতা। আরে নীচপ্রবৃত্তি নরাধম! স্ত্রীহত্যা, বালকহত্যা ক'চ্চিস্‌!

রমেশকে ধৃত করণ

ডাক্তার। ওহে শিবু, শিবু, ভয় নাই, ছেলে বেঁচে আছে! পাল্‌স্‌ ষ্টেডি (Pulse steady) আছে, দিন দুই তিনে সেরে যাবে, ভয় নেই।

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ পাহারাওয়ালা, আমি রোজ রাত্রে দুধ খাইয়েছি; ভয় নেই, ভয় নেই, পারাভস্ম দিয়েছি; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

সুরেশ। ডাক্তার বাবু, এ দিকে দেখুন, মেজবৌদিদির মুখে রক্ত উঠ্‌ছে।

ডাক্তার। ইস্‌! তাই তো!

সুরেশ। মেজবৌদিদি! মেজবৌদিদি!

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো এসেছ? যেদোকে দেখো, আমার দিন ফুরিয়েছে, আমার জন্য ভেবো না, আমি মা'র জন্য জোর ক'রে প্রাণ রেখেছিলেম, আজ আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম। আমি তোমায় মাকড়ী দিয়েই সর্ব্বনাশ ক'রেছিলেম, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর; আমি জানতেম না, এ সংসারে এত প্রতারণা! ভগবান্‌ আমায় ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন,—যেখানে প্রতারণা নেই, সেইখানে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁর দুঃখিনী মেয়ে, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, আজ আমায় তিনি কোলে নিচ্ছেন! (রমেশের প্রতি) দেখ, তুমি স্বামী! তোমার নিন্দা ক'র্‌বো না,—জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়—তুমি বড় অভাগা—সংসারে কারুকে কখন আপনার কর নি! আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন্‌! ঠাকুরপো, অভাগিনীকে কখন মনে ক'রো—আমি চল্লেম! (মৃত্যু)

সুরেশ। দিদি, দিদি, মেজবৌদিদি! মেজবৌদিদি! শিবনাথ, শিবনাথ, কি হ'লো! মেজদাদা! তোমায় বল্‌বার আর কিছু নেই!

পীতা। নরাধম! তোর কার্য্য দেখ্‌!

ভজ। রমেশ বাবু, হাম বোলাথা একঠো জমিন্দার গাওয়া রাখ্‌ দিজিয়ে! এই দেখুন না, তাহ'লে তো এই ফ্যাসাদ হ'তো না; এইবার এই বালা পরুন।

ইনেস্‌পেক্টার কর্ত্তৃক রমেশের হস্তে হাতকড়ি প্রদান

রমেশ। দেখ হাবুল, বে-আইনী ক'রো না, বে-আইনী ক'রো না।

ভজ। রমেশ বাবু, কিছু বে-আইনী নয়, ক্রিমিন্তাল প্রসিডিওরে, (Criminal procedure) মার্ডার (murder), অ্যাটেম্পট্‌ টু মার্ডারে (attempt to murder) বালা মল দু'ই প'রতে হয়।

জগ। আমায় ধ'রো না, আমায় ধ'রো না, আমায় ছেড়ে দাও।

জমা। চোপরাও গস্তানি।

জগ। দেখ দেখ, তোমার নামে আমি ক্যাস্‌ (Case) আন্‌বো; তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের জাত খাও।

ভজ। মামা, তুমি কিছু দাবী দেবে না? বে-আইনী টে-আইনী কিছু ব'ল্‌বে না? এতদিন উকিলের বাড়ীর চাকরী কল্লে কি? একটা সেক্‌সন (Section) খোঁজো, দুটো মুখের কথাই খসাও! বাবা, ঢের ঢের বদমায়েসী দেখেও এলেম, ক'রেও এলেম, কিন্তু মামা-মামীতে টেক্কা মেরে দিয়েছে।

জমা। কেঁও রমেশ বাবু, আবি ধরম দেখলায়া নেই? যব্‌ ভাইকো কয়েদ দিয়া, তবতো বহুত ধরম দেখলায়াথা।

ভজ। ছেলাম রমেশ বাবু, ছেলাম! ধর্ম্ম দেখানটুকু আছে না কি? তুমি আমার মামী মামার ওপর! সত্যি কথা বল্‌তে কি, মামার মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনিনি, মামীর মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনিনি।

ইনেস্। রমেশ বাবু, বেশ বাগিয়েছিলে, কিন্তু শেষটা রাখতে পার্‌লে না, তা হ'লে একটা হিষ্টরিক্যাল ক্যারেক্টার (Historical character) হ'তে।

ভজ। রমেশ বাবু, পাঁচজনে পাঁচদিক থেকে পাঁচকথা ক'চ্ছে, তুমি একবার ধর্ম্ম দেখিয়ে বক্তৃতা কর। তোমার মুখে ধর্ম্মের দোহাই শুন্‌লে, লোক যে বয়েসে আছে, সেই বয়সেই থাক্‌বে।

যাদব। কাকীমা, কাকীমা!

ডাক্তার। ভয় নেই, ভয় নেই, এই যে তোমার কাকীমা, ভয় কি তুমি এই দুধ খাও।

যাদব। আমার মা কি আছে?

ডাক্তার। তোমার কাকীমা আছে, ভয় নেই।

পীতা। নরাধম, নররাক্ষস! সংসারটা এমনি ছারেখারে দিলি?

ভজ। সে কি পীতাম্বর বাবু, কি ব'ল্‌ছো? এমন কুলের ধ্বজা আর হয়! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ওর নাম গাইবে, যমরাজ ওকে নরকের মেট ক'রে দেবে। মামা বাবু, মামীমা, তোমরাও এক একজন কম নও, তোমাদের তিনের ভেতর যে কে কম, এ বেদব্যাস চাই ঠিকানা কর্‌তে; এমন পাথর-কুচির প্রাণ, দোহাই ব'ল্‌ছি, আমার বাপের জন্মে দেখি নি! এই ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে মার্‌ছিলে! তোমাদের বাহাদুরী যে আমার চোখেও জল বা'র ক'রেছ।

মদন। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তুমি কোথায়! দেখ, এত পাহারাওয়ালা, জমাদার এসেছে, আমি আর কিছু ভয় করি নি। প্রফুল্ল, তোমায় বাঁচাতে পার্‌লেম না, এই আমার দুঃখ রইল। আমি পাগল নই, আমি পাগল নই; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

ভজ। না তুমি পাগল নও, আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি। মা, তুমি এই পাগলকে মানুষ ক'রেছ, কিন্তু মা, তোমার মৃত্যুতে যেন ভজহরির

দুর্ব্বুদ্ধি দূর হয় ! মামাবাবু, মামীমা, রমেশ বাবু, দেখ—আমি যদি জজ হ'তেম, তোমাদের মাপ ক'র্‌তেম, তোমরা যথার্থই অভাগা !

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। বাপ্‌রে, বুক যায়, বুক যায়, বুক যায় ! (মূর্চ্ছা)

সুরেশ। ভাই শিবু, আমার কি সর্ব্বনাশ দেখ! মা, মা, জননি ! তোমার অভাগা সুরেশকে একবার কোলে কর, মা গো, দেখ—আমি প্রাণ ধ'র্‌তে পাচ্ছি নি !

ভজ। 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'—সুরেশবাবু, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, যাদবকে পেলে এই ঢের ; আর বেশী কাঁদাকাটি ক'রো না, যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, ফের্‌বার তো নয়।

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। এই যে—আমার বাড়ীই জটলা, মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে এসেছে। এই যে যেদো, এই যে মা,এই যে রমেশ ! দেখ্‌ছো, দেখছো, দেখ, মরবার সময়ও দেখবে, দেখ, দেখ ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! আহা হা ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল !

যবনিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।